# সাধন সঙ্গীত

( ১ম খণ্ড )

## রামপ্রসাদ

(অবতরণিকা ও টীকা সহিত)

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও বিচারক

রায় বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ M.A., B.L.

( ভগবদ্ গীতিমালা সম্পাদক )

দ্বারা

শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় B.A, B.L.

কৃতসাহায্যে

সম্পাদিত

১৩৩৫ সাল

প্রকাশক—

এস, এম, ঘোষ,

২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীচুণীলাল দাস

এরিয়ান প্রেস

১২।১ বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা।

# নির্ঘণ্ট

# উৎসর্গ

যিনি

সন ১২২৯ সালে

কলিকাতা সহরে প্রসিদ্ধ আড়পুলি মোকামে

যে শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজমান

সেই শঙ্করের মহান্ বংশে জন্মান,

শিক্ষকতা মহৎ কার্য্য

যাঁহার

জীবনের ব্রত ছিল,

মানব সেবা যাঁহার ধর্ম্ম ছিল,

যিনি

সন ১২৫৮ সালে

কৃপা করিয়া আমায় ধরাধামে আনেন,

যাঁহার

আশীষে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য অবসানে

এক্ষণে বার্দ্ধক্যে পড়িয়া আমি জীবন মুক্তির প্রয়াসী,

আমার

সেই পূজ্যপাদ পিতৃদেব

স্বর্গবাসী **শ্রীনাথ ঘোষ** মহাভাগের

চরণে বিনীত হৃদয়ে এই প্রসাদ গীতাঞ্জলি

ভক্তিভরে নিবেদন করিতেছি।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# সাধন সঙ্গীত।

## ( ১ম খণ্ড )

## রামপ্রসাদ।

### অবতরণিকা।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বাং ১২৬০ সালে কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হইতে বাং ১৩৩০ সালে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টি নানাস্থানে কণ্টকে আবৃত দেখা যায়। এ সকল কণ্টকাকীর্ণ স্থানে দিনমণির আলোক প্রবেশ করাইবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর শ্রীভগবানের হস্তে। পাঠক মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন এই প্রার্থনা।

(২) রামপ্রসাদের সঙ্গীত বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা দেশের আদরের ও গৌরবের বস্তু। উহা শৃঙ্খলাক্রমে ও শুদ্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটী করি নাই। সঙ্গীতের এক অক্ষরানুক্রমিক সূচী শেষভাগে দিয়াছি। অপ্রচলিত সঙ্গীত কাহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ উহাতে করিয়াছি।

**রামপ্রসাদের জন্ম।**

(৩) বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম ভাগে ২৪ পরগণা জেলায় হালি সহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলোদ্ভব রামপ্রসাদ সেনের বাং ১১২৭ সালে, বা তাহার কিছু পূর্ব্বে কি পরে, জন্ম হয়। ইঁহার বংশের আদি পুরুষ কৃত্তিবাস, রামেশ্বর সেন ইঁহার পিতামহ ও রামরাম সেন ইঁহার পিতা ছিলেন। জন্মস্থান ও বংশের পরিচয় তিনি নিজেই তাঁহার লেখার মধ্যে দিয়া গিয়াছেন। কোন্ সালে জন্ম হয় তাহার পরিচয় তাঁহার লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁহার এক গানে এই মাত্র আছে যে গণ্ডযোগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দেখা যায় যে ১১৬৫ সালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১৪ বিঘা (১০০ নয়) নিষ্কর ভূমির এক সনন্দ দেন। আর দেখা যায় যে তাঁহার রচিত কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দরের ২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়; তাহা হইলে ইহা ১১৫৭ সালে রচিত হইয়াছিল, কারণ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যে ১১৫৯ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহা তদ্‌গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। উহা যে পরে রচিত হয় নাই তাহা প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর শেষ রচিত বিদ্যাসুন্দরে দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে তাঁহার সাধন-যুগের পূর্ব্বেই ও যৌবন-যুগের শেষভাগে তিনি এই গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। তাঁহার যৌবন যুগকে যদি ৩০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে ১১২৭ সালে বা কাছাকাছি সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

## তাঁহার যৌবন যুগ।

(৪) তিনি ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা একজন কালী-ভক্ত সাধু ছিলেন ও পিতার নিকটেই তিনি শিক্ষা পাইয়া সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন সংসারের ভার তাঁহারই উপর পড়িল। তাঁহার পিতা ভিষকের ব্যবসায় করিয়া সংসার চালাইতেন, ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন না এবং ভদ্রাসন বাটী ছাড়া কোন ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাওয়াও দেখা যায় না। কাজেই পিতৃ-বিয়োগে সংসার-ভার-গ্রস্ত হইয়া তিনি বিপন্ন ও চাকরী করিতে যাইতে বাধ্য হন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তিনি চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সামান্য মুহুরি গিরি চাকরী করিতেন। কোথায়-ও কতদিন চাকরী করিয়াছিলেন এবং কত বেতন পাইতেন তাহার ঠিক্ ঠিকানা পাওয়া যায় না। ভুলুয়া বাবার (কালিপদ সন্ন্যাসীর) মতে তিনি ৮৲ টাকা মাসিক বেতনে হুগ্‌লির গোকুল সরকারের কাছে চাকরী করিতেন, কতদিন করিয়াছিলেন বাবা বলেন না। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম সেনের বংশধর রামনাথ সেন বলেন রামপ্রসাদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর কৃষ্ণ মল্লিকের কলিকাতার গৃহে ১২৲ টাকা বেতনে একমাস ১৮ দিন মাত্র চাকরী করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন রামপ্রসাদ কলিকাতায় এক সওদাগরের ঘরে চাকরী করিতেন—সওদাগরের নাম ও চাকরীর বেতন ও কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। অন্যান্য অনেকের মতে রামপ্রসাদ হয় ভূকৈলাসের

ঘোষালদের বাটীতে নয় গরাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের বাটীতে চাকরী করিতেন; কিন্তু তথায় কতদিন চাকরী করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই বলিতে পারেন নাই এবং বেতন সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিত কিছুই বলিতে পারেন না, তবে অনুমান করেন যে বেতন ৩০ টাকা ছিল। আর "সুজন তোষিণীতে" কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন তিনি চুঁচুড়ায় শীলবাবুদের বাটীতে চাকরী করিতেন, "এবং বিবিধার্থ সংগ্রহে" হরিমোহন সেন বলেন তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে মুহুরি ছিলেন। রামপ্রসাদের এক গানে তিনি বলিয়াছেন—"যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে" ইহা হইতে তাঁহার একাধিক স্থানে চাকরী করা বুঝা যায়, ও তাঁহার চাকরীর কাল যে ১ মাস ১৮ দিন মাত্র ছিল তাহা মনে হয় না। তবে যদি কৃষ্ণ মল্লিকের সদনে তিনি শেষ চাকরী করিয়া থাকেন, তো তাহাতে ১ মাস ১৮ দিন মাত্র ছিলেন ইহা সম্ভব হয়। সকলের মতেই তিনি একজন অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন। সেকালে একজন অধস্তন কর্ম্মচারীর ৩০৲ টাকা বেতন থাকা অসম্ভব মনে হয়। তাই চাকরীতে তিনি কোথাও ৮৲ টাকা, কোথাও ১২৲ টাকা এইরূপ বেতনই পাইতেন বোধ হয়। তিনি চাকরীতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই গান রচনা করিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন ও কালী ভক্ত ছিলেন। তিনি যে মুহুরিগিরি করিতেন তাহাতে তাঁহাকে হিসাবের খাতা লিখিতে হইত; তিনি কিন্তু খাতার হিসাবের পার্শ্বে পার্শ্বে কালী নাম ও গান লিখিয়া রাখিতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে এই অপরাধে তিনি সওদাগরের ঘর হইতে তাড়িত হন। ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য নয়। তবে ঐরূপে তাড়িত হইয়া তিনি যে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন এ কথা ঠিক নয়। তিনি উহার পরেও অন্যান্য স্থানে চাকরী করিয়াছিলেন ও শেষ যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি পাইয়া বাটী ফেরেন ইহাই সম্ভব। যাঁহারা অনুমান করেন তাঁহার মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা ছিল, তাঁহারা এই বৃত্তিও ৩০৲ টাকা থাকা বলেন, ও রামনাথ সেন যদিও বেতন ১২৲ টাকা মাত্র থাকা বলেন তথাপি বৃত্তিটী ৩০৲ টাকা থাকা বলিয়াছেন। আমি ইতি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ৩০৲ টাকা বেতন থাকা অসম্ভব কথা। আর ১২৲ টাকা বেতনের ১ মাস ১৮ দিনের চাকরকে প্রভু যাবজ্জীবনের জন্য ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। ভুলুয়া বাবার মতে রামপ্রসাদ মাসিক ৮৲ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইতেন—ইহাই সম্ভব বোধ হয়। হিসাবের খাতায় লিখিত গান দেখিয়া তাঁহার শেষ প্রভু তাঁহাকে এই বৃত্তি দিয়াছিলেন এবং এই বৃত্তি পাইয়া তিনি ঘরে আসিয়া সংসারও চালাইতেন, কালী কীর্ত্তনও করিতেন। হরিমোহন সেন বলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই সেই গুণজ্ঞ প্রভু, যিনি তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি (এবং "মহাশয়" উপাধি) দিয়া ঘরে পাঠাইয়া দেন। এ কথা কিছু অসম্ভব নয়। এই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহাকে পরে ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দেন। আর দেখা যায় যে এই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সভাসদ্ নিযুক্ত করিতে চাহিয়া-

ছিলেন কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই। মহারাজ তাঁহার এই অসম্মতিতে অসন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে আথিক সাহায্যও দিতেন ও পরে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমিও দিয়াছিলেন।

(৫) তাঁহার পিতার মৃত্যুর কিছু পরেই তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতার দুই বিবাহ ছিল; প্রথম স্ত্রীর গর্ভে নিধিরাম নামে এক পুত্র, ও দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে অম্বিকা ও ভবানী নামে দুই কন্যা, ও ( স্বয়ং ) রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার ভগিনী ভবানীর কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর এই লক্ষ্মীনারায়ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি চাকরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরামও এই সময়ে কলিকাতায় থাকিতেন ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মীরমুন্সী ছিলেন। উপরের লিখিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর কৃষ্ণ মল্লিক নিধিরামের সুপরিচিত ছিলেন।

(৬) রামপ্রসাদের বিবাহ কোন্ সালে হইয়াছিল ঠিক্ পাওয়া যায় না। তবে ১১৫৭ সালে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; আর তাঁহার গানে তিনি বলিয়াছেন—"যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে "তখন ভাই বন্ধু দারাসুত সবাই ছিল আমার বশে।" অতএব তাঁহার চাকরীর পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বোধ হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা। ইঁহার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন—

"ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশে তারে,
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে।"

ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্ম-প্রাণা ও ধন্যা ছিলেন, আর যৌবন যুগে তাঁহার নিজের ভাগ্যে মায়ের দর্শন ঘটে নাই। যৌবন-যুগে তাঁহার যে পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম (১) পরমেশ্বরী ( কন্যা ) (২) রামদুলাল ( পুত্র ) ও (৩) জগদীশ্বরী ( কন্যা )। ঐ যুগের পরে তাঁহার আর একটী সন্তান হয়—তাহার নাম রামমোহন ( পুত্র )।

(৭) ১১৫৭ সালে রাম-প্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য সমাপ্ত করেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি কাব্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বিদ্যাসুন্দর অষ্ট মঙ্গলের শেষ মঙ্গল। অপর সাতটী মঙ্গল এখন পাওয়া যায় না। এই ৮টী মঙ্গল লইয়া কালিকা-মঙ্গল নামে এক বৃহৎ কাব্য ছিল। অষ্টম মঙ্গল বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের নিকট রামপ্রসাদ যে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্তোষ প্রদর্শনের জন্য রচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহা মহারাজের আদেশে রচিত হয় নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে যেমন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে স্বীকৃত হইয়াছে যে উহা মহারাজের আদেশে রচিত, ও রামপ্রসাদের নিজের রচিত কালীকীর্ত্তনে স্বীকৃত হইয়াছে যে উহা রাজকিশোরাদেশে রচিত, ইহাতেও সেইরূপ স্বীকারোক্তি থাকিত। আর এক কথা, মহারাজ তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি ও নিষ্কর ভূমি দেওয়াতে কৃতজ্ঞতা দর্শাইবার জন্য যে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন ইহা

অমূলক। মহারাজের নিষ্কর ভূমি দানের সনন্দের সাল ১১৬৫, আর রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তাহার ৮ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হয়। এবং মহারাজ রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি দেওয়ার কোন প্রমাণ নাই। তিনি ভারতচন্দ্র রায়কে 'রায় গুণাকর'' উপাধি দিয়াছিলেন ইহা ভারতচন্দ্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামপ্রসাদ কোথাও স্বীকার করেন নাই যে মহারাজ হইতে তিনি কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন। মহারাজ যখন তাঁহাকে সভাসদ্ করিবার প্রস্তাব করেন, তখন বোধ হয় তাঁহাকে "রায় গুণাকর'' বা অন্য কোন উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাম-প্রসাদ ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই যে কবিরঞ্জন ( বা শ্রীরঞ্জন বা কবি ) রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়, ইহা তাঁহার পদাবলীতে ব্যবহৃত ভণিতার ন্যায় এক ভণিতা মাত্র। এবং ইহা পদাবলীতে ও কালীকীর্ত্তনে ও তাঁহার দ্বারা ভণিতারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কোন উপাধি নয় ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত নয়। রামপ্রসাদের অস্বীকারের পর মহারাজ ভারতচন্দ্র রায়কে ''রায়গুণাকর'' উপাধি দেন ও সভাসদ্ করেন। ভারতচন্দ্রই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তিনি তদ্‌গ্রন্থেই লিখিয়াছেন :—

''কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া,
ভারতেরে আজ্ঞা দিল গীতের লাগিয়া।"

**তাঁহার সাধন-যুগ।**

(৮) রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সহিত তাঁহার যৌবন যুগের

শেষ হয়। তিনি কাব্য রচনায় তৃপ্তিলাভ না করিয়া ঐ বিষ্ঠাসুন্দরের শেষভাগে লেখেন :—

"বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত,
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত"।

এখন যে যুগ আসিল ইহাকে কেহ কেহ পদাবলী যুগে অভি-হিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে পদাবলী রচিত হইয়াছিল, এবং সেগুলি তত উচ্চভাবাত্মক না হইলেও লঘু-ভাবাত্মক ছিল না। আমি এই যুগের সাধন-যুগ আখ্যা প্রকৃষ্ট-তর মনে করি। ইহার পূর্ব্বেও "রামকৃষ্ণধাম সিদ্ধ পীঠ" কুমার-হট্টে রামপ্রসাদ কালী সাধনা করিতেন বটে, কিন্তু তখন তিনি ঐ সাধনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এই যুগ হইতেই তাহা করিলেন ও সঙ্গীতকে সাধনের 'সোপান' বলিয়া অবলম্বন করিলেন। যৌবন যুগেই তিনি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন ও পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধন-যুগেই তিনি কেবল "আসনে" বসিয়া না থাকিয়া "সোপানে" আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগ্যবতী পত্নী যে জগন্মাতার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই দর্শন পাইবার অভিলাষী হইয়া তিনি দৃঢ় ও উর্দ্ধগামী সাধনে ব্যাপৃত হইলেন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইলেন। এই যুগে মা স্বয়ংই তাঁহার দীক্ষা-গুরু হইয়াছিলেন, তবে তিনি 'কৃপানাথ' বা অন্য কোন মানব দেহ অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকিতে পারেন। কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তন এই যুগেই

রচিত হইয়াছিল—এগুলি কাব্য নয়, উচ্চ ভাবাপন্ন কবিতা বা গীত। কালীকীর্ত্তন ১১৬৪ সালে রচিত হইয়াছিল দেখা যায়, অন্য দুই কীর্ত্তনের রচনার সময় পাওয়া যায় না ও তাহার অতি অল্প পদই পাওয়া যায়। এই যুগে গানই তাঁহার প্রধান রচনা ও কেবল রচনা নহে, সাধনাও ছিল। গানেই তাঁহার সাধনার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সাধনা সম্বন্ধে কতকগুলি জনশ্রুতি বর্ত্তমান আছে দেখা যায় ও তাহার উপর ভিত্তি করিয়া 'গাব গাছে পদ্মফুল'রূপ নানা মনোহর কাহিনী সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে মা তাঁহার কন্যারূপে বেড়া বাঁধিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনটীর পোষকতা তাঁহার গানে পাওয়া যায় না।

(৯) অনুভূতিই গানের প্রাণ। রামপ্রসাদের গানে ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। ঐ গানগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তর্কের উন্মত্ততায় উহার প্রাণে স্বল্পাধিক আঘাত করিয়াছেন ও কেহ কেহ পারমার্থিক অর্থের স্থলে ঐহিক অর্থ দিয়া উহার প্রাণের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। আমি তাহা না করিয়া গানগুলির আলোচনা করিয়া সাধারণ ভাবে যে কয়টী তথ্য পাওয়া যায় তাহাই দিতেছি। যথা—

(১) মা কেমন তাহা প্রাণই বুঝিতে পারে,

(২) মানব মা-র সন্তান ও মা-র পদ-রত্নই তাহার সর্ব্বস্বধন,

(৩) প্রকৃতি ও পুরুষ, কালী ও কৃষ্ণ, শিবা ও শিব অভেদ,

(৪) বিবেক জ্ঞানার্জ্জনের সহায়, কিন্তু ভক্তিই মুক্তির সোপান,

(৫) নির্ব্বাণে তৃপ্তি নাই,

(৬) ঐহিক সুখও বাঞ্ছনীয় নয়, দুঃখও বর্জ্জনীয় নয়,

(৭) কি ভয় মৃত্যুকে ?

(৮) মন মাতাল সুরা পান করে ও ষঠ্ চক্রভেদে ঐ সুরা মথিত হয়,

(৯) তীর্থযাত্রা, বাহ্যপূজা ও আচার সাধনের উচ্চস্তরে অনাবশ্যক।

(১০) প্রসাদের পদাবলীর অধিকাংশই মিশ্ররাগে রচিত ও উহা প্রসাদী সুর বলিয়া খ্যাত। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে ঐ সুর ছিল কি তিনি উহার প্রবর্ত্তন করেন ইহা মীমাংসা করা সুকঠিন। তবে দেখা যায় যে তাঁহার সময় হইতেই উহার বহুল প্রচার হইয়াছে। সুরটী খুব প্রাণ-স্পর্শী। রাতভিখারা যখন ঐ সুরে প্রসাদী সঙ্গীত গান করিয়া পথ দিয়া যায় তখন কে না উহা শুনিয়া মুগ্ধ হন ?

(১১) প্রসাদের গানের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। তিনি নিজে গান লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, এবং তাঁহার সমসাময়িক কোন ব্যক্তি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিলেও সে লিপি পাওয়া যায় না। "লাখ উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া" তাঁহার এই গান হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি লক্ষ গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহার ৬৫০-র বেশী গান পাওয়ার কথা বলেন না। অনেক গান লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক লক্ষ গান যদি থাকিত তো ১০।৫ হাজার কি পাওয়া যাইত না ? "লাখ উকিল" মানে লক্ষ গান না হইয়া লক্ষ নাম জপ হওয়া সম্ভব।

(১২) সাধন যুগের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্ম হয়। ইহাতে তাঁহার স্বগ্রামবাসী ও সমসাময়িক বিদ্রূপ-প্রিয় আজু গোঁসাই ও তৎপরেও কেহ কেহ বলিয়াছেন উহা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, ও রসিকতায় পূর্ণ এক লেখক লিখিয়াছেন উহা তাঁহার তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত। তাঁহার কিন্তু এক বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহ থাকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, ও অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তাঁহার মৃত্যু ১১৮১ সালের মধ্যভাগে হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর অতিক্রম করে নাই। কেবল ভুলুয়া বাবা বলেন যে সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর ছিল, কিন্তু এ কথা যে ঠিক নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পরিণত বয়সে ও সাধনাবস্থায় পুত্রটী জন্মিয়াছিল বলিয়াই আজু গোঁসাই পরিহাসচ্ছলে বলেন "তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা **কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটী**"। সাধনাবস্থায় পুত্র উৎপাদন করা কি 'সশক্তি' সাধনের অঙ্গ নয়? রামপ্রসাদ তো তান্ত্রিক শক্তি-সাধকই ছিলেন। আর তিনি যে ক্ষুদ্র যুগে বিদ্যমান ছিলেন তাহা যে বৃহৎ যুগের অন্তর্গত তাহারই যখন যুগধর্ম্ম সংসারকে তপোবন করিয়া ভোগ ও যোগের সমন্বয় সাধন, তখন আর তাঁহাকে এই পুত্রোৎপাদনের জন্য বিদ্রূপ করা অসঙ্গত নয় কি?

## তাঁহার দেহাবসান ও পুনরাবির্ভাব।

(১৩) ১১৮১ সালের মধ্যভাগে রামপ্রসাদের দেহাবসান হয়। অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া ৪টী কালীকীর্ত্তনের শেষ

কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া তাঁহার প্রাণ বাহির হওয়ার জনশ্রুতি তাঁহার এক গানে যে আছে—"প্রাণ যাবার কালে এই ক'রো মা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায়গো ফেটে" উহারই উপর অধিষ্ঠিত বোধ হয়। ইহা তাঁহার গানের খেড়ু ভজন ও অপরাপর যে সকল ব্যক্তি ঐ দেহাবসান কালে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের যে উক্তি ভুলুয়া বাবা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দ্বারা সমর্থিত হয় না। ভজন ও অপরাপর দর্শকের মতে তিনি কালীমূর্ত্তি গঙ্গায় লইয়া গিয়া জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও তাঁহার দেহ আর পাওয়া যায় নাই। এইরূপে তাঁহার স্থূল দেহের অবসান হইল দেখা যায়। কিন্তু অন্নময় কোষের লয়ের সঙ্গে প্রাণময় কোষ তো বিলীন হয় না। তাহা হয় অশরীরী অবস্থায় থাকে, নয় অন্য কোন স্থূল দেহে প্রবেশ করে। এই প্রবেশকে 'আবেশ' বলে। পুরাণে কথিত আছে যে বিদুরের দেহাবসানের পর যুধিষ্ঠিরের দেহে তাঁহার আবেশ হইয়াছিল। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে কবি রামপ্রসাদেরও ঐরূপ চিনিষপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদের দেহে আবেশ হইয়াছিল কি না?

(১৪) এই চিনিষ্‌পুরের রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গে ১১৫৪ সালে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি রাণীভবানীর পোষ্যপুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন ও যৌবনের প্রারম্ভে তিনি পিতৃহীন ও তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন ও তাঁহার একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়, এবং ইহাতে তাঁহার

সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উদয় হয়, ও তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ান। ইনিই পরে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণায় অবস্থিত চিনিষ্‌পুর গ্রামে—যথায় এক কালীবাড়ী আছে—আসিয়া সিদ্ধাশ্রম করেন। ইনিও কবি রামপ্রসাদের ন্যায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন করিয়াছিলেন ও গানকে সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া কালী সাধনে রত হইয়াছিলেন। কোন্ সময়ে ইনি চিনিষ্‌পুরে সাধনাশ্রম স্থাপন করেন তাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু দেখা যায় যে ১২০৪ সালে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তাঁহার দেহাবসান হয়। অতএব কবি রামপ্রসাদের দেহাবসানের ২৩।২৪ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই চিনিষ্‌পুরের রামপ্রসাদ বা দ্বিজ রামপ্রসাদ চিনিষ্‌পুরে কালী সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, এবং কবি রামপ্রসাদের সাধনের ও গানের সহিত ইহার সাধনের ও গানের সাদৃশ্য থাকা দেখা যায়। শুধু যে ইঁহাদের দুইজনের সাধনের ও সঙ্গীতের সৌসাদৃশ্য আছে তাহা নহে। দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত কোন কোন সঙ্গীত প্রসাদী সুর সমন্বিত এবং ইনিও সাধনাবস্থায় 'সশক্তি' সাধনের অভিনয় করিয়া বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। এজন্য আমার মতে চিনিষ্‌-পুরের রামপ্রসাদ কুমারহট্টের রামপ্রসাদেরই অবিচ্ছেদস্থিতি। ইহা প্রসাদের প্রসারণ মাত্র ও এই প্রকারেই তিনি দ্বিজত্ব পাইয়াছিলেন।

(১৫) আবেশের কথা ছাড়িয়া ও অন্য প্রকারে এই দুই জনের সাধন ও সঙ্গীতে সাদৃশ্যের হেতু বুঝিতে পারা যায়।

ভাবের মৃত্যু নাই ; ভাব যে শুধু অমর তাহাও নহে, উহা গতিশীল। যেমন জড়াকাশে শব্দের বৈদ্যুতিক গতি আছে, তেমনি চিদাকাশে ভাবের বৈদ্যুতিক গতি আছে—ইহা ধ্রুব সত্য। তাই কুমারহট্টের পূর্ব্ব অভিনয় যে চিনিষ্‌পুরে পুনরভিনীত হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কোথায়, এবং কবি ও দ্বিজ রামপ্রসাদের আসনও সাধন এবং গান ও গৌরব লইয়া যে কাড়াকাড়ি চলিয়াছে ও চলিতেছে তাহার সার্থকতা কোথায় ? ভাষার রাজ্যে প্রাদেশিকতার স্থান আছে, কিন্তু ভাবের রাজ্যে-সত্যের রাজ্যে-প্রাদেশিকতার স্থান একেবারেই নাই।

(১৬) এইরূপ পুনরাবির্ভাবের হেতু ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই বোধগম্য। কবি রামপ্রসাদ তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর সংসারভারগ্রস্ত হইয়া সংসার ও স্বজন বাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই ও যদিও তিনি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক ছিলেন ও গঙ্গাতীরে আশ্রয় লওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না তথাপি অবস্থার ফেরে পড়িয়া গঙ্গাতীরে নিজ গৃহবাসে পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার জীবনের এই ত্রুটী অপসারণের জন্যই গঙ্গাতীর হইতে বহুদূরে স্থিত চিনিষ্‌পুরের বিজন জঙ্গলে জীর্ণ কুটীরে তাঁহার পুনরাবির্ভাব। আর তথায় আবির্ভূত হইয়া তিনি গাইলেন "আর কেন গঙ্গাবাসী হব" "আর হব না গঙ্গাবাসী"। তবে তাঁহার জন্ম গণ্ডযোগে হইয়াছিল বলিয়া এই নব জীবনেও তিনি মহামায়ার মায়া রজ্জু একেবারে কাটিতে পারেন নাই, ও জঙ্গলার মধ্যে ছাওনি বিহীন ভাঙ্গা ঘরে থাকিয়াও তিনি পুনরায় বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করেন।

(১৭) আমি এই যে পুনরাবির্ভাবের কথা বলিলাম ইহা যাঁহারা হৃদয়ে অনুভব করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কবি ও দ্বিজের গানে যে সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে দেখা যায়, তাহার বিশ্লেষণ বা প্রভেদন নিষ্প্রয়োজন। আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে এই ব্যাপারে ভণিতার সঙ্কেতকে অভ্রান্ত মনে করা যায় না, "দীন" ভণিতা "দ্বিজে" পরিণত হইয়া থাকিতে পারে ও "দ্বিজ রাম-প্রসাদ"—"শ্রীরামপ্রসাদ" বা "রামপ্রসাদে" পরিণত হইয়া থাকিতে পারে, তবে ভাষার সঙ্কেত অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিত, কারণ ভাষার প্রাদেশিকতা সর্ব্ববাদী সম্মত, আর ভাবের সঙ্কেতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উভয়ের গানই আমার এই গ্রন্থে একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গীতও উঁহাদের গীতের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া দেখা যায়। এরূপ গীত আমি পরিহার করার চেষ্টা করিয়াছি, আর অশুচি গান দিই নাই।

## রামপ্রসাদের বিশেষত্ব।

(১৮) এক্ষণে দেখা যাউক রামপ্রসাদের বিশেষত্ব কি? মাতৃ সাধনের মূল উৎস যে তিনি ছিলেন ইহা বলা যুক্তি সঙ্গত নয়। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি কাল হইতেই আছেন ও প্রকৃতি চৈতন্য বিশিষ্টা ও পুরুষের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টা, আর ইঁহাদের একাত্ম জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান ইহা আর্য্যদের সনাতন ধর্ম্ম। রামপ্রসাদ এই সনাতন ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, শক্তি সাধনের বা মাতৃসাধনের আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি শক্তি সাধনাতে বৈষ্ণবী ভাবের সংযোজন

করিয়া উভয়কে মিলন-ভূমিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন— তাঁহার গানই এ সম্বন্ধে সাক্ষী। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সময় হইতে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবী ভাব চলিয়া আসিতেছিল তাহা শাক্তভাবের সহিত বিরোধ হেতু হীনপ্রভ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। শাক্ত রামপ্রসাদ শক্তি সাধনার সহিত ঐ বৈষ্ণবী ভাবের সংযোজনা করিয়া উহাকে সজীব ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন। এই সমাধান দ্বারা তিনি তাঁহার যুগের কার্য্য সমাপন ও পর যুগের বীজ বপন করিয়া যান।

## তাঁহার অসম্পূর্ণতা ও তাহার অবসাদন।

(১৯) কিন্তু তাঁহার এ অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল যে যদিও তিনি মনে বুঝিয়াছিলেন যে বাহ্য পূজা সাধনের উচ্চস্তরে অনাবশ্যক, তথাপি কুমারহট্টে দেহাবসান কালে কালীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়া জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ করেন ও চিনিষপুরের জঙ্গলে গিয়া পুনরুত্থান করিয়া ও পূর্ব্ব-জীবনের পঞ্চমুণ্ডী আসন ও কালীর বাহ্য মূর্ত্তি পুনর্গ্রহণ করেন, আর যদিও তিনি শক্তি ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করেন ও প্রেমিক সাধক ছিলেন, ও তাঁহার রচিত কালী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে স্থল বিশেষে প্রেমের মধুর ভাবের আভাস পাওয়া যায়, সাধারণতঃ তাঁহার সঙ্গীতে ও সাধনায় ঐ ভাবের স্ফুরণ দৃষ্ট হয় না। ইহার অবসাদন তাঁহার পরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সালের শেষ ভাগে হুগলি জেলায় রাধানগর গ্রামে যে রাজা রামমোহনের জন্ম

হয় তাঁহারই নামে এই পরবর্ত্তী যুগ অভিহিত হইয়া থাকে। রাজা রামমোহনই বাঙ্গলা ভাষায় নবজীবন সঞ্চার করেন ও রামপ্রসাদের রোপিত বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া গভীর গবেষণা, স্বাধীন চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। ইনিও রামপ্রসাদের ন্যায় সাধন সহায়ক গীত রচনা করিতেন; ও প্রসাদের সংসার ও মৃত্যু এবং আচার ও পরমার্থ বিষয়ক গান ইঁহার গানে বিস্ফারিত হইয়াছে। যে মানস পূজার আভাস প্রসাদ দিয়া গিয়াছিলেন তাহা ইঁহাতেই শক্তিমতী হয়; আর ইনিই বাহ্যমূর্ত্তি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন ত্যাগ করিয়া প্রপঞ্চের অতীত মার্গে বিচরণ করিয়াছিলেন। ইনিই প্রসাদের প্রসাদনের সূত্র-পাত করিয়া যান। তবে জাগতিক নিয়মে কোন বৃক্ষেরই অঙ্কুরে শাখা প্রশাখা ও পত্র পুষ্প বাহির হয় না। যুগ-ক্রম বিকাশেরও এ নিয়ম নয় যে কোন যুগ তাহার অন্তকালে যে আভাস দিয়া যায়, পর যুগের আদিতেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হইবে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা রামমোহনে প্রেমের মধুর ভাবের স্ফুরণ হওয়া ত দূরের কথা, ভক্তি ও প্রীতিরও স্ফুরণ হয় নাই। তবে তাঁহার নামে অভিহিত যুগ তাঁহার সময় হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সময় অথবা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ও চিন্তামণি চাপরাসীর সাহায্যে এই সমগ্রকালের কুলাল-চক্রে ভ্রমণ করিলে দেখা যায় যে যে বৃক্ষ এই যুগের আদিতে রাজা রামমোহনে অঙ্কুরিত হয়, তাহা মধ্যভাগে ভক্তি ও প্রীতি বারি সিঞ্চনে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ও শেষ ভাগে মধুর প্রেম

প্রস্রবণে বিধৌত হইয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। এই প্রকারে এই যুগে প্রসাদের অসম্পূর্ণতার অবসাদন হইয়াছে। এ কার্য্য একের অধিক ব্যক্তির দ্বারা যে সাধিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে ইহার সমাপন প্রেমের কবি রবির দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। এখন প্রেমিক সাধক বিশ্বপতির তাপহরণ অসীমশরণ চরণ প্রেমফুলে পূজা করিয়া তাঁহার প্রেম-প্রসাদ পাইয়া প্রেমানন্দরস সাগরে ভাসিতেছেন ও প্রেম-বিস্ফারিত নেত্রে সেই শুভদিন প্রতীক্ষণ করিতেছেন যে দিন আমাসম অভাজন জনার হৃদয় ও প্রেমশশীর উদয়ে উল্লসিত হইয়া শ্রীকান্তের চরণ প্রান্তে গড়াগড়ি দিবে। সেই শুভদিন শীঘ্রই আসুক!

ঘোষ লজ<br>
২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন<br>
কলিকাতা<br>
১৩৩৪ সাল, ১১ই মাঘ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

# সঙ্গীত।

## প্রথম অধ্যায়।

### আগমনী ও বিজয়া ( পদাবলী )।

### (ক) আগমনী।

#### ১। মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি সুধা রাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভবাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে॥
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলাধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে॥
বলে, জনক তোমার গিরি.

পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন সুকুমারী,
দিলাম দিগম্বরে ॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে ॥
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।
**কবি রামপ্রসাদ দাসে,** মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে ॥
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাশরে ॥

২। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী—তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে, হাস্য বদনে কথা কয় ॥
ওকে গরুড় বাহন, কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥

**প্রসাদ** ভণে মুনিগণে, যোগধ্যানে যাঁরে না পায়,
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা
পেয়েছ, কি পুণ্য উদয় ॥

৩। মালশ্রী।

ওগো রাণী ! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকট তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এস না সঙ্গে আমার গো।
জয়া ! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো।
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে শুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মাকি মা ভুলে ছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো।

রথে হতে নামিয়া শঙ্করী মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
**দাসকবিরঞ্জনে** সকরুণে ভণে,
এমন শুভদিন আর কার গো।

৪। পিলু বাহার—জৎ।

গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগ্‌ড়া,
জামাই বলে মান্‌ব না।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

## (খ) বিজয়া।

### ৫। ললিত—আড়াঠেকা।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাযাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
**প্রসাদের** এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার॥

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## লীলা।

### (ক) ভগবতীর বাল্য লীলা।

(কালীকীর্ত্তন)

৬। প্রসাদী—একতালা।

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।
নিরখি সুন্দরী মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেমনীরে॥
মাগো! একি রূপ-মাধুরী, আহা মরি, আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন, হৃদি সরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি॥
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গলোচনে, মোহিনী,—
কি গুণে, চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥
কেরে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।

যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥
কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভুজঙ্গ-মণি-ভূষণ-শোভা
হরে, ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে, নাহি বাসে লাজ।
ভণে **রামপ্রসাদ কবি**, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু, জর জর বপু
সে রূপের কি কব বিশেষ ॥

৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীরননী সরে।
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী।
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়.
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে।
**শ্রীরামপ্রসাদ** কয় কত পুণ্যপুঞ্জচয় ;
জগৎ-জননী যায় ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।

৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

তাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল ;
বেতাল ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ।

প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুর তরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর।
ভণে **রামপ্রসাদ** ভাল সুখদ বসন্তকাল।

৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ,
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ-ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান।
এ মন তোমাতে রয়েছে বাঁধা,
ত্রিভুবন সারা পরা গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যাভাবে দয়া গো,
তবে বাছা এই কথা রাখ মা'র।

গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥
**কবি রামপ্রসাদ দাসে** গো ভাষে জননী,
মা কত কাচগো কাচ* ।
মহেশ পিতা, তুমি মাতা, পিতার
প্রসব স্থলী মাতা, মহেশ-ঘরে আছ ॥

---

১০। প্রসাদী সুর—একতালা।

নিরখি নিরখি বদন ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেম সিন্ধু ।
ছল ছল ছল নয়ন ।
লোল চন্দ্র বদনে চুম্বন ।
মধুর মধুর বিনয় বাণী ।
গদ গদ গদ কহত রাণী ।
কোটি জনম পুণ্য জন্য ।
কোলে কমল লোচনা।
দর দর দর ঝরত লোর,
চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলনা ॥

* খেল খেল।

ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমল নিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার,
মেরু বিকচ হিমকরাকার,
বিবুধ তটিনী বিশদ নীর, ছলে তনুরঞ্জনা॥
কষিত কনক বিমল কান্তি,
মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন-সুখ, কল্মষনিকর ভঞ্জনা।
ক্ষীণ **দীন প্রসাদ দাস**, সতত কাতর করুণাভাষ
বারয় রবি-তনয়-শঙ্কা, মদন-মথন-অঙ্গনা॥

১১। প্রসাদী সুর—একতালা।

রত্ন সিংহাসনে গৌরী,
নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমেষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই,
মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত-কদম্ব পুলকে তনু,
সুললিত লোচন সজল, হরল মুখে বাণী

ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিসলয়, কোমল পাণি।
রাজিত তহি কনক-মণি-ভূষণ,
দিনকরধাম চরণতলখানি॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই,
ধ্যান অগোচর জানি।
**দাস প্রসাদে** বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচ করতহিঁ ভাণি॥

১২। প্রসাদী সুর—একতালা।

শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম।
শ্রীদুর্গানাম গুণ গানে।
শিব না মরিল বিষ পানে।
মার নামের ফলে চরণবলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে।

দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি।
কাণ্ডারী তায় ত্রিপুরারি।
যে দুর্গানামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে।
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী।

১৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
একচন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা ক'রে নয়, সকল অঙ্গ ময়
বিরাজে যে যখন নিরখি॥
একমুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমাররূপে নানারূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ॥
**দাস প্রসাদে** বলে, এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ, তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥

## (খ) ভগবতীর গোষ্ঠলীলা।

( কালী কীর্ত্তন )

### ১৪। প্রসাদী—একতালা।

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু।
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন্ গোপালের কন্যা॥
আগো! তোমার গুণ কে জানে।

### ১৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ,
কষিত-কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস।
বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভূষণ,
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ।
স্বয়ম্ভু-যুগল * হর স্বরনদী † কূলে,
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে।
নাভিপদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে,
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে।
ঈশ্বর মোহন ইষু ‡ নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জলছলে মাখিল গরল॥

---

* স্তন †গলার হার ‡ বাণ

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ-ডোর দুগ্ধ ভাণ্ড।
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান ॥
ভণে **রামপ্রসাদ দাস** মার এই এক ধ্যান।

১৬। প্রসাদী—একতালা।

জগদম্বারে যব পুরে বেণু, যব পুরে বেণু, *
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু ॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম-তরঙ্গ, সো মা কি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ,
হত কোকিল-মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান,
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ।
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে,
**রামপ্রসাদ দাসে**, প্রেমানন্দে ভাসে ॥

* [ 'যব' শব্দের অর্থ যখন ]

## ১৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার,
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্মস্থূলা ;
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা।
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা ও চরমে সতী ;
তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি।
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব ;
শক্তিযুক্ত শিব সদা, শক্তিলোপে শব,
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা ;
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব অনন্ত মহিমা।
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী ;
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল,
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল।
এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণী,
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী।
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যানে করে সব জীব,
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব।
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার,
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাষা রূপ নিরাকার।

আকার তোমার নাই অক্ষর আকার,
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার।
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য,
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য।
**প্রসাদ** বলে কালরূপে মন সদা ধায়,
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥

## (গ) ভগবতীর রণ-লীলা—( পদাবলী )।

### ১৮। বিভাষ—ঢিমা তেতালা।

অকলঙ্ক শশীমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু * নিরখি অতনু † চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে।
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাসমধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে।
বামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা;
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।

* ক্ষীণ তনু। † অনঙ্গ।

সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ কুলা দন্তমূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা, ভয় করে হে।
**কবি রামপ্রসাদ** ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার-অপরাধে ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে।

১৯। খাম্বাজ—রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন,
বয়ানবরে বসি শশী ॥
সব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর
বরাঙ্গনা রূপ মসী।
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
স-মস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুরেশানুকূলা ষোড়শী।

**প্রসাদে** প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া
ভবার্ণব ভয় বাসি।
জনুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী।

২০। বিভাস—তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা।
মার মার মার রবে ধায়॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপগতি,
রতি পতি মতি মোহ পায়।
অপযশ কুলে কালী, কুল নাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়॥
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে এত কাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়॥
টেনে ফেল রম্ভা ফল, গঙ্গা জল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল অশিব ঘটায়।
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥

ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্ম্ম সায়।
**প্রসাদ** বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়॥
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয়, কর দৈত্য রায়।
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়॥

২১। মল্লার—খয়রা।

এলোকেশে কে শবে, এলো রে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা॥
নব নব সঙ্গিনী, নবরস রঙ্গিণী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হত রিপু সমা
ভৈরব ভূত, প্রমথগণ, ঘন রবে, রণ জয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥

ভব ভয় ভঞ্জন হেতু **কবিরঞ্জন**, মুঞ্চতি করম সুনামা।
তবগুণ শ্রবণে,সতত মম মনে,ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥

২২। ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি-রাশি নাশিছে।
কহে **কবি রামপ্রসাদে**, কালিকা-কমল-পদে
মুক্তি পদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥

২৩। খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি; বিগলিত বেশ।
বসনবিহীনা কে রে সমরে॥
মদন-মথন-উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে,
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,

জনমনোহরা শমন সোদরা* গর্ব্ব খর্ব্ব করে।
শস্ত্রে শাস্ত্রে † প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন-নগরে।
কলয়তি **প্রসাদ** হে জগদম্বে।
সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥

২৪। বেহাগ—একতালা।

ওকে রে মনোমোহিনী ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণিমরকত কান্তি ছটা
একি চিত্ত-ছলনা দৈত্য-দলনা।
ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি * সপ্তহেতি † সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশিখণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি
হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে নাসানলকে বেসরে মণি
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা-রস-কূপ, বদনখানি॥

---

* যমুনা † পাঠান্তর—অস্ত্রে শস্ত্রে * সূর্য্য † অগ্নি

শ্মশানে বাস অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা
নিকটে প্রমদা প্রমাদ গণি।
কহিছে **প্রসাদ**, না কর বিবাদ
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি,
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মাময়ীরে
করুণাময়ীরে বল জননী॥

২৫। খট ভৈরবী—একতালা।

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদ ভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
**দ্বিজ প্রসাদে** কয়, তবে আর কিরে ভয়;
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে॥

---

২৬। ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরুণ বেশ।
দনুজদলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নরহৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নর কর কটীদেশ।
কহিছে **প্রসাদ** ভুবনপালিকে,
করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥

২৭। ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।

জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট, বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥
ভণে **রামপ্রসাদ** সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মময়ী মহেশী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥

২৮। খাম্বাজ—তিওট্।

কে হর হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজলঘননিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে।
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু* মুকুতাফল, রচিত কিবা শোভা মরি মরিরে।
গলিত চিকুরঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতরে পদভর, কমঠ† ভুজগবর কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে।
ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি, সুধা ত্যজিয়া বিষপান করিরে।
ভণে **শ্রীকবিরঞ্জন**, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানবদেহ ধরিরে।

---

* মনোহর † কচ্ছপ

২৯। ঝিঁঝিট—একতালা।

কে রে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥
কে রে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা হরে,
ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে **রামপ্রসাদ কবি,** নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরিপু, জর জর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

৩০। প্রসাদী—একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী,
বসে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসিছে বদনে, নয়ন কোণে
নির্গত হয় সৌদামিনী॥

এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজে আছে ধরে, ফিরে উগরে,
ষোড়শী নব যৌবনী ॥

৩১। প্রসাদী—একতালা।

কেরে রজনী রূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখে মরি মা ডরে।
যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বামা সমরে বিশাল,
বব বম্‌বম্ বাজিছে গাল, নরশিরহার কণ্ঠে দোলে,
**রাম প্রসাদ** বলে কেন হে ভূপ, ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ,
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্ররূপিণী যোড় করে স্তুতি করে অমরে ॥

---

৩২। খাম্বাজ—তিওট।

চিক্কণ কালরূপা সুন্দরী, ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল,
হিমকর-নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে
ভাষে সুধা অমিতক্ষরে রে।
ভ্রমে কোকনদদল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥

সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শর খর,
কত কত শত শত রে॥
কহে **রামপ্রসাদ কবি**, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ও পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক মানস আশ ধরে॥

৩৩। খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা

ঢল-ঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ।
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
একি, চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ।
মগনা রণমদে, সচলা ধরা পদে, চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ।
**প্রসাদ দাসে** ভাষে,ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্ত যে মত্ত বারণ.
সদা বিষয়াসব পানে ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ।

৩৪। রামকেলী—আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে, গজ গরাসে।
কে রে, কালীয় শরীরে রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে, নীলকমল শ্রীমুখ মণ্ডল,
অৰ্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।
কে রে, নীলকান্ত মণি নিতান্ত,
নখর নিকর তিমির নাশে।
কে রে, রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে।
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়
থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো! কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে।

৩৫। বিভাষ—তিওট্।

নব-নীল নীরদ-তনু-রুচি কে? ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ,
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি, সুধামৃত ভাষ।

অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি গলিত কুন্তলপাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস।
বামার বাম কর পর খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস।
ভণে **শ্রীকবিরঞ্জনে**, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে যে প্রকাশে সে জনে, প্রভবে একথা আভাষ।

৩৬। ললিত—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিতচিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুরমুখী মধুরলালসা॥
সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীনকর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহরব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥

---

৩৭। খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

বামা ওকে এলোকেশে।

সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে।
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধররে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারীরে, চিনিতে নারিরে, মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে।
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে, রূপে আলো করেছে দিগদশে।
কি করি রণেরে,হয়েছে মনেরে, **প্রসাদ** ভণে রে চল কৈলাসে।

৩৮। বিভাস—ঢিমা তেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।

রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে।
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায় পতঙ্গে* পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি পড়ে তরাসে।

---

* অগ্নিতে।

নিরুপমা রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,+
প্রবল দনুজ ঘটা, গেলে গরাসে।
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাষে।
নিকটে বিবুধ বধূ,‡ যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে॥
সবার আশার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে **রামপ্রসাদ** সার, নাম লয়ে শ্যামা মার
আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাসে॥

৩৯। খাম্বাজ—রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হর-হৃদে,
কত নাচ গো রণে।
সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে,
কত রাজিত কটীতটে,
নরকর নিকর, কুণপ-শিশু শ্রবণে, অধর সুললিত,
বিম্ববিনিন্দিত, কুন্দ বিকসিত, সুদশনে।
শ্রীমুখ মণ্ডল কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে।

+ ব্রহ্মাণ্ড। ‡ ডাকিনী যোগিনী।

সজল জলধর-কান্তি-সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
**প্রসাদ** প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে।

৪০। মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী।
মুখ ঝালা, সুধা ঢালা, কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আস্থ টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন,
**রামপ্রসাদে** কালীর বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

৪১। ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনু রুচি বিজিত, তরুণতমাল॥

যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই, থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,
ধা ধা, ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥
**প্রসাদ** কলয়তি, হে শ্যামাসুন্দরি
রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ,
বারয় কাল করাল ॥

## ৪২। ঝিঁঝিট্—আড়া।

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে,
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পূরে।

মম দল প্রবল, সকল হতবল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।
প্রচণ্ড-প্রতাপ-রাশি মৃত্যুরূপিণী।
ঐ কাম রিপু পদে, এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে।
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু ঐ যুগল
চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি **কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন**,
কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে।

৪৩। বিভাস—ঢিমা তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতা, শবে।
গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী মধ্যে সরস্বতী মানি
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপূণ্য লভে।
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।

কলয়তি **প্রসাদ কবি**, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥

---

৪৪। বেহাগ—তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মর হরে।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী।
নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
এ কি করে! করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা স্তনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী।
নীলকমল-দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী।
দিতি সুতচয় সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি।
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী।
কলয়তি **রামপ্রসাদ দাস**, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জন্মী কালে, তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি।

---

৪৫। মল্লার—খয়রা।

সদা শিব-শবে আরোহিণী কামিনী
শোভিত শোণিত ধারা, মেঘে সৌদামিনী ॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী।
পদ-নখে শশিরাশি গজগামিনী ॥
**শ্রীকবিরঞ্জন** ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনী ॥

৪৬। ঝিঁঝিট্—আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বামবিধু, বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর, বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর-বরণী।
শবশিবশিরে মন্দাকিনী রাজত, ঢল ঢল উজ্জ্বল বরণী ॥
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারুনখরনিকর সুধাধামিনী।
কলয়তি **কবিরঞ্জন**, করুণাময়ী করুণাং
কুরু হরমোহিনী।

গিরিবর কন্যে নিখিল শরণ্যে
মম জীবনধন জননী ॥

৪৭। ছায়ানট—খয়রা।

সমরে কে রে কালকামিনী ?
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরীকুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী ॥
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ-বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয় এ তিন নয়নী।
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে সাজ।
না করে লাজ কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী।
আ মরি আ মরি চণ্ড-মুণ্ডমাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে, মন দুরন্তে রাখ কৃতান্ত দলনী।
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥

প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিষাদ,
কহিছে **প্রসাদ**, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ-নাশিনী ॥

৪৮। খাম্বাজ— ঢিমাতেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী কুবলয় দল তনু শ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমর নিপুণা গুণধামা ॥
কহিছে **প্রসাদ** সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥

৪৯। কালাংড়া—ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে নবনীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কেরে হর-হৃদি-হ্রদ পরে দিগবাসে ॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী।
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥

কেরে নিন্দিত রামকদলী তরু,
হেরি উরু দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে,
ত্রিবলীর ছলে দংশিল এসে ॥
কেরে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায় ;
যেন বিকসিত সিতাম্ভোজ* বনরোহায়ণ† ;
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর-মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে শিশু সুধা ভাসে ॥
কেরে কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে ॥
কত ডুম্বরা ডুম্বরী, নাচিছে ভৈরবী,
হি-হি-হি-হি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি ;
**রামপ্রসাদ** ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শব ছলে আশুতোষে ॥

---

* শ্বেত পদ্ম। † মৃণালে।

## (ঘ) কৃষ্ণলীলা—( কৃষ্ণকীর্ত্তন )।

### ৫০। প্রসাদী সুর—একতালা।

একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার।
অলোকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখ মাঝে, বসন রাজি রাজে,
চাঁদেরে ক'রেছে আহার।
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণ-শিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ্ নিহারই সেই।
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান।

### ৫১। প্রসাদী সুর—একতালা।

ওহে নূতন নেয়ে! ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করয়ে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,

শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হ'ক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলাবালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হ'ল বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল।
কহিছে **প্রসাদ দাস**, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়॥

৫২। প্রসাদী সুর—একতালা।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে,
কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুসুমশরে।
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ॥

তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস।
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হোল আর ॥

# তৃতীয় অধ্যায়।

## (ক) কালী মহিমা (পদাবলী)।

### ৫৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভবসংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দকাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে শিব বলে মানি।
কহিছে **প্রসাদ দীন**, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজগুণে তরাও গো ত্রিলোকতারিণী॥

### ৫৪। প্রসাদী—একতালা।

কালী গো কেন নেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই মা তোমার॥

বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর ॥
আপনি নেংটা, পতিও নেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥
ত্যজে, রত্নহার মা তোমার, ও কণ্ঠে শোভে নরশির।
**প্রসাদ** বলে ঐ রূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর ॥

৫৫। জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
( নটবর বেশে বৃন্দাবনে )
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস,
এবে মৃদুহাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
**প্রসাদ** হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছে জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি।

৫৬। প্রসাদী—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্যে কেবা জানে তেমন॥
**প্রসাদ** ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝেনা, ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥

৫৭। প্রসাদী—একতালা।

কে জানে শ্যামা তুমি কেমন।
তুমি কখন হাসাও কখন কাঁদাও যেরূপ রাখ মা যখন ॥
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আপন।
তুমি রাখ মার দুদিক পার, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
কারু দেও ইন্দ্রত্ব পদ মা, কারু কর দুঃখের ভাজন।
কারু স্বর্ণ অলঙ্কারে সাজাও, কারু হরণ কর জীর্ণ বসন ॥
দুঃখের কথা বল্‌বো কারে, মায়ে পুতে ব্যবহার যেমন।
আমি সে সব ছেড়ে আছি পড়ে, ভেবে দুটি অভয় চরণ ॥
**প্রসাদ** বলে হতো যদি মা, আর কিছুতে শমন দমন।
এমন হতভাগা কে আছে যে তায় করিত এখন তখন ॥

৫৮। মূলতান—একতালা।

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়-ভয়চয়-বারিণী ॥
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভবপারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা, স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা, হীন-মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥

আগম নিগমাতীতা, খিল মাতা, খিল পিতা, *
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভুতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয়-স্থিতি, ত্রিধাকারিণী।
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী॥
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে **রামপ্রসাদ**, তার বিষফল জানি॥

৫৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

জানিনা মা কি ব'লে ডাকি তোরে, (শ্যামা মা!)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হরহৃদি' পরে।
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে॥
কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী চতুর্দ্দল বিল্বোপরে।
সে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা বলে মা মা,
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে॥

* খিল শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম।

৬০। প্রসাদী সুর—একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী॥
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সবে এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
**প্রসাদ** ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী॥

৬১। প্রসাদী—একতালা।

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
করে শমন দমন ধ'রে অসি॥
দলবল আট রমণী, তারা সব এক বয়েসী।
তার মাঝে মা থাকেন যেমন, তারাগণ মধ্যে শশী

পদতলে ত্রিপুরারি পড়ে আছেন দিবানিশি।
শ্যামা ব্রহ্মময়ী, রণজয়ী, উষ্মামুখে মৃদুহাসি॥
**প্রসাদ** বলে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে না পায় যোগীঋষি।
আমি মুদে আঁখি, হৃদে দেখি,
মা মোর বামা এলোকেশী॥

৬২। বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সু-নিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা কর শরীর ভিতরে॥

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত-স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি. পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদে ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কয় তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে॥
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শতদল শিরোপরে।

শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি **প্রসাদের** কথা,

যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥

৬৩। ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।

নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জাননা।

সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥

আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা ॥

জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা ॥

**প্রসাদ** বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা

সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা ॥

৬৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী তারা,

ওমা কেবল তোমার নামটী সারা ॥

ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,

বুঝেছি মা কাজের ধারা ॥

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভজে
দিয়াছি গোলামী খৎ, এখন কি আর আছে চারা।
আমি দিলাম নাকেখৎ, তুমি দাও মা ফারখৎ
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে।
**প্রসাদ** বলে কুতূহলে তারায় লুকায় তারা ॥

৬৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী পরা, পরামৃত-ফলদায়িনী ॥
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী।
সুদীনে চরণ-ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী ॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয়ী ভজনা-শূন্য।
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল-জননী ॥

ত্রাণহেতু ভবার্ণব চরণ-তরণী তব।
**প্রসাদে** প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥

৬৬। প্রসাদী—একতালা।

বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্‌নে ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাযোগী।
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচ্‌তে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষ খেকো শিব নয় গো সজোর, তোর লেগে ওর মন বিবাগী।
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল করে মুদেছেন নয়ন।
ফাঁকির মরণ কর্‌ছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি।
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হয়ে আছেন শবাকৃতি।
**দীন রামপ্রসাদ** কয় এই মিনতি, নেবে নাচ মা
শিব-সোহাগী।

৬৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব কি! ভেবে পরাণ গেলো।
যার নামে হয়ে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কাল রূপ হলো?
কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখ্‌লে পরে, হৃদ্‌পদ্ম করে আলো।

রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগেনা ভালো।
**প্রসাদ** বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
না দেখে নাম শুনে কাণে, মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো।

৬৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণ বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী।
**প্রসাদ** বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী।

———

৬৯। প্রসাদী স্থর—ত্রকতালা।

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনে ও কি তা জান না॥
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে ও মন কর্‌তে চাও তাঁর উপাসনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্‌ লাজে সাজাতে চাস্‌ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, স্থমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্‌ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥
**প্রসাদ** বলে ভক্তি মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো কর্‌রে পূজা
মা আমার ঘুষ খাবে না।



৭০। লগ্নী—আড়খেমটা।

মা বসন পর*।

বসন পর মা, বসন পর তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটে কালী তুমি মাগো, কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাসুন্দরী, গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলী গো।
কার বাড়ী গিয়াছিলে মাগো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো।
ডানি হস্তে বরাভয়, বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো।
অসিতে রুধির ধারা মাগো, গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ পতি পদতলে গো।
মাথায় সোণার মুকুট মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে সন্তানের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো।
আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে,
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো।

* 'বসন পর' অর্থ কাপড় ধর

৭১। জংলা—একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পূরিয়ে।
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে,
দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লুটায়ে॥
**প্রসাদ** বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

৭২। প্রসাদী সুর—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী
যারে কালের কাল করে প্রণতি।
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি।
নেঙ্গটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন, সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে লাথি।

**প্রসাদ** বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতী।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধমতি।

৭৩। গাড়া ভৈরবী—আড়া।

হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ওমা।
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ওমা।
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল।
**রামপ্রসাদের** এই বোল ঢোলমারা বাণী ওমা

[ দোলযাত্রা উপলক্ষে মহারাজ নবকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবি রামপ্রসাদ এই গানটি করেন ]

## (খ) শিব মহিমা (পদাবলী)।

### ৭৪। খাম্বাজ—খেম্‌টা।

বব বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন, মিন্সে তেমন,
তেম্‌নি দুটি চেলা।
আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গে ডমরু করে,
মুখে বলে হরে হরে, গলে রুদ্রাক্ষ মালা।
জটাতে কুল কুল ধ্বনি, বিরাজিত সুরধুনী,
মস্তকেতে মণি ফণী অর্দ্ধচন্দ্র ভালা।

### ৭৫। মিশ্র—কাহাড়বা।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে গাতিয়া,
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্।
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথ নাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।

কটী তটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে,
নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব ভাবিয়া॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্জলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ,
দেবের দেব যোগিয়া॥
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া।
বদন-ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল।
লহরী উঠিছে কল কল কল,
জটাজূট মাঝে থাকিয়া।

**প্রসাদ** কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ॥

## (গ) কাশী মহিমা (পদাবলী)।

### ৭৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী।
ভাগীরথী বিরাজিত, হয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি।
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি।
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা **রামপ্রসাদ** অভুক্ত, তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## তত্ত্ব ( পদাবলী )

### ৭৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

আছে তোমার মা মনে কত।
কেবল সার হল ভ্রমণ পথ।
হয়ে তারিণী-তনয় গেল মা আলয়, হব গিয়ে কার অনুগত।
ছিল ভগ্ন ঘরখানি মা, দেখিতে সে শোভান্বিত।
ওমা ভূতের বাসা হ'ল সেটা, দশদিশি সশঙ্কিত।
পাপ লোণা লাগি দেওয়াল করিলেক জরাযুত।
আমার চালের বাঁধন ফেল্লে কেটে ছ'টা রুয়ে অবিরত।
**প্রসাদ** বলে ওমা তারা, বল কিসে হবে হিত।
আমার ঘর বেঁধে ঘর কর্‌তে হ'লে, একাল আখেরের মত।

### ৭৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।

ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে* বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে,শিব (ওপদ) বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
**রামপ্রসাদ** বলে, কুপুত্র বলে আমায় নিরংশী করেছে।

৭৯। প্রসাদী—একতালা।

আমার মন যদি হও মনের মত।
থাক **রামপ্রসাদের** অনুগত॥
কুগ্রাম বসতি ত্যেজ, ত্যজ বন্ধু দারা সুত।
কালী কল্পতরু মূলে বাসা কর এ জনমের মত॥
কামাদি বিপক্ষ ছ'টা, তাদের কর বশীভূত।
মন জেনেছ তো সে যন্ত্রণা, জননী জঠরে যত॥
তোমার রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিয়ে পালাইবে রবিসুত।
তুমি পরমার্থ পাবে নিত্য, তাই তোমারে সাধি এত

* পাঠান্তর ঘাটে ; টাট অর্ঘ তাম্রপাত্র।

৮০। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারিপত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়্‌দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী ডাকিনী।
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ্‌দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্‌ কোণে, দ্বিষড়দল-বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু-বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী শাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

৮১। প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারিফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
(ওরে) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥

অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে,তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
**প্রসাদ** বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি॥

৮২। প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন ব্যাপারে যাবি;
ক'রে সাধুসঙ্গে বেচাকেনা, মুনফা দ্বিগুণ পাবি।
গুরুদত্ত যে ধন আছে, দেহতরী সাজিয়ে নিবি।
ওরে মূল মাস্তলে বাদাম তুলে, দুর্গা বলে বেয়ে যাবি।
কামাদি তুফানে হাল দমনে সতর্ক হবি।
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তিডোরে বেঁধে থুবি।
**প্রসাদ** বলে সাধু বাণিজ্যে, যে ধন ব্যাপারে পাবি।
সে ধন বিলাইলে ফুরাইবে না, যখন চাবি তখন পাবি।

৮৩। জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা।
(ওরে) অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীব ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে **প্রসাদ** বলে, করুণানিধির বলে।
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলেরে এলোকেশী॥

---

৮৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

আর কি বৈদিক পূজা আছে (মা)।
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে॥

আমার নাই অবকাশ, হল সব কাজ,

জন্মমৃত্যু দুটো অশৌচ ঘটেছে ॥

চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল,

সে ভার্য্যা প্রসব করেছে।

কাল অনুক্রমে সুসঙ্গমে,

জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে।

কুবুদ্ধি এক জনক ছিল,

সেও আমায় ত্যাগ করেছে।

সেই পিতার লাগি হয়ে বিরাগী,

মায়া নামে আমার মা মরেছে।

রোগ শোক দুটি ভ্রাতা,

কেহ কৃপণ কেহ দাতা।

ভগ্নী দুটী ক্ষুধা তৃষ্ণা,

যশ প্রশংসা নাই কারো কাছে।

**প্রসাদ** বলে কাজ কি বাসে,

যত বিপদ গৃহবাসে।

এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে,

জয় কালী বলে বেড়াই নেচে।

৮৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা, ওরে আমার মন বলনা।

ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা।

ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ ( মনরে ওরে )
শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
(মনরে ওরে) সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা।
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন,
(মনরে ওরে) শ্রীনাথদত্ত কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোল না।
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি যাতী,
(মনরে ওরে) জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
**প্রসাদ** বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে।
(মনরে ওরে) সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা।

৮৬। পিলুবাহার—জৎ।

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই, (যদি) দক্ষিণা প্রেমে না গলে
এ রসনায় ধিক্ ধিক্, (যদি) কালী—নাম নাহি বলে।
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে।
সে কর্ণে পড়ুক্ বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে।
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে।

সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালামূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা-সুখে নাহি চলে।
ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার।
**রামপ্রসাদ** বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে।

৮৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

এই যে তারার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ আছে।
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে
দেখে শুনে ছ'টা বলদ, ঘর হতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটে গেছে॥
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়, অহনিশি বর্ষিতেছে।
**প্রসাদ** বলে কালী বৃক্ষে—রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥

৮৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটী, ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটী॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।

যেমন শরার জলে সূর্য্য-ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছা-সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।
আনন্দে **রামপ্রসাদ** বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী ॥

৮৯। প্রসাদীসুর—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ॥

মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।
**প্রসাদ** বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

৯০। প্রসাদী সুর—একতালা।

ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত, হরিহর তোর এক হলো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের মূল কথা মনে বোঝ না;
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘূরে, করে আত্ম প্রতারণা।
যমুনা আর জাহ্নবীকে এক ভাবে মনে মান না;
অসি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে ( তোমার ) কর্ম্ম করা আর হ'ল না।
**প্রসাদ** বলে গণ্ডগোলে এ যে কপট উপাসনা;
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর, চক্ষু থাকৃতে হ'লে কাণা।

৯১। প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভেমূলে হারাইলি।

গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে বত, মধ্যে তরি ডুবাইলি,
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনকে মজাইলি।

৯২। জংলা—একতালা।

ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভূ শম্ভূ যুবতীর উরে।
মন রে ওরে করপত্র বিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক।
মন রে ওরে, বৃন্দাবলী খেমটা ঢালী,
বাজায় বারে বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মন রে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্য রে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া-ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥

**প্রসাদ** বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে॥

৯৩। পিলুবাহার—জৎ।

ওরে সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে,
প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটী,
পান করে মোর মন মাতালে
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
**রাম প্রসাদ** বলে এমন সুরা খেলে
চতুর্ব্বর্গ মেলে।

৯৪। ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তদুরসি বিগলিত কেশী।

যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি,
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি।
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী।
**রামপ্রসাদ** বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছি আমার কালী নামের ফাঁসি॥

৯৫। মুলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কররে (মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর।
মোহাছিবা* দিতে হবে; নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)।
**দ্বিজ রামপ্রসাদে** বলে, তারার নাম কর সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥

৯৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।

---

*অর্থ হিসাব।

তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে।
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে।
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে।
পাঁচজনে পাঁচস্থানে গেলে, ফেলে রাখ্‌বে **প্রসাদেরে**।
ও মন এইত সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাক্‌তে পার দু'অক্ষরে।

[ রাজা নবকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রথযাত্রার সময় রথ সম্বন্ধে গান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া রামপ্রসাদ এই গান করেন ]

## ৯৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

কি ধন দিবি মা তোর কি ধন আছে।
তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে।
যে ধন তোর ছিল তারা, সে ধন ত সব ফুরায়েছে।
শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, পদতলে পড়ে আছে।
তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ, সে ত শিবের সম্পদ পদ।
পেয়ে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে।
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাক্‌লে সাড়া দেয় না তারা, ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে।

কৌতুকে **রামপ্রসাদ** বলে, সে ধনের অংশ
দিতে হবে বলে,
চায়না ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে জেগে ঘুমায়েছে।

---

৯৮। প্রসাদী—একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষম লোভা।
কিছু জান না মান না শুন না কথা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খুঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা।
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা।
ওরে মায়া সুত, ভেদ সূত্র তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা।
আত্মারামের অন্ন ভোগ, দুটো সেই মাকে দিবা।
**রামপ্রসাদ দাসে** কয় শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইবা।

---

৯৯। প্রসাদী—একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চে'লে।

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে,
**রামপ্রসাদ** বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে।

১০০। খট্‌ ভৈরবী—একতালা।

তোমার সাথী কেরে ও মন।
তুমি কার আশায় বসে আছ রে মন।
তনুর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥
**প্রসাদ** বলে ছয় রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চলরে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁৎ যোগে লেগে যাবে রে

১০১। বসন্ত বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল-মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥

স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হলে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ।
**প্রসাদ** বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ ॥

১০২। প্রসাদী—একতালা।

থাকি একখান ভাঙ্গাঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
ইঁয়লে হেলিয়ে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে ভাঙ্গা বেড়া উইয়ে পড়ে।
আবার চমকে উঠি বাঘের ডাকে, থাকি মায়ের নামটী ভরসা করে
তাদের দমন কর্‌বো কি মা ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি সরে।
**প্রসাদ** বলে কোন্ বেচালে তারাই পাচ্ছে কয়েদ করে।

১০৩। প্রসাদী—একতালা।

দিস্ মা কালী ফলার খেতে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ মেলে যাতে।
ধর্ম্ম লাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থ লাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটী হলে হাতে।
কাম মোক্ষ পাই গো করে, যখন এসে ঘুমাই ঘরে।
**রামপ্রসাদ** বলে ফলার পেলে ভয় থাকে না সংসারেতে॥

১০৪। পিলু বাহার—জৎ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল। (গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল।
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।
কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল॥
কালী ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিবশিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ* বটে ভুরু।
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল॥
**প্রসাদ** বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই।
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥

---

* আজ্ঞাচক্র

১০৫। প্রসাদী—একতালা।

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
( ওরে ) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য ক'রে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস ক'রেছি, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চ'লে।
**প্রসাদ** বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল' হ'য়ে সে মিশায় জলে॥

---

১০৬। প্রসাদী—একতালা।

বল মন মলে কোথায় যাবি।
আমার মনের সঙ্গে মন মেলে না তাইতে আকাশ পাতাল ভাবি।
অশীতি লক্ষযোনি ভ্রমণ করে মন কতবারই আস্‌বি যাবি।
এবার আসা যাওয়ায় ক্ষান্ত হয়ে কবে ভবে মর্‌তে পাবি।
পড়ে শুনে বিদ্যারত্ন, ভিক্ষারত্ন কিসে পাবি।
কালীপদ সুধাহ্রদে, সুধাপানে শুদ্ধ হবি।
**রামপ্রসাদ** বলে মৃত্যুকালে, মুক্তি পদে মিশাইবি।

---

১০৭। প্রসাদী—একতালা।

বাসনাতে* দাও আগুন জ্বেলে।
ক্ষার† হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাটি‡॥

১০৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব—না কালী, ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা।
অরুণ-উদয়-কাল, ঘুচিল তিমির-জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা।
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,
খেলা-ধূলা কে ভাঙ্গিবা।

(*) কলার বাস্না, (†) ছাই।
(‡) রজকের সিদ্ধ করার হাঁড়ী।

যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা।

১০৯। প্রসাদী—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ-জলে।
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার,
কেহ কেহ বা হারালো মূলে।
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে,
গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে।
পাঁচ জিনিস নিয়ে ব্যবসা করা,
পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে।

১১০। প্রসাদী—একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত
কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুঠরী
ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

**প্রসাদ** বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে,
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥

---

১১১। জঙ্গলা—একতালা।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষে, অজপার* শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং—বর্ণ পূরকে হয়, সঃ—বর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়
ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥

১১২। প্রসাদী—একতালা।

মন কি যাবি জগন্নাথে।
খাবি আনন্দ বাজারে ভাত, ভক্তি রেখে আপন মাথে।
জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদি পদ্মে তাঁর ধাম।
পূর্ণ হবে মনস্কাম, ভজলে তাঁরে অন্তরেতে।
ঘরে আছে পরম রত্ন, ভ্রান্তি ক্রমে কাঁচে যত্ন,
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রান্তি সেত সাথে সাথে।

* হংস রূপ স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া।

গুরু বাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর,
বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে।
**প্রসাদ** বলে যাবে কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
ওরে এযেন রাতকাণার কথা উড়ে বেড়ায় বাতে বাতে*।

## ১১৩। প্রসাদী—একতালা।

মন কেনরে ভাবিস্ এত ?
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত ;
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত !
ওরে ! তুই করিস্ কি কালের ভয়, হ'য়ে ব্রহ্মময়ী সুত ?
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত ?
ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয়রে ভীত ?
মিছে কেন ভাস দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত ;
যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি', হবেরে তোর তেমনি মত।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে, মন কররে মনের মত ;
(ও মন ) গুরুদত্ত তত্ত্ব সার কর. কি করিবে রবিসুত।

* চালের বাতায়।

১১৪। প্রসাদী—একতালা।

মন চাই রে মনের মত।
এমন আছে যোগী কত শত,
বাঁধিয়ে মাথায় জটা, করে ফোঁটা ঋষির মত।
তারা বলে এক করে আর, আছে বট বৃক্ষ মত।
পাষাণ পূজে হর যদি পায়, শুনরে অজ্ঞান যত,
তবে আমি দিবানিশি, বসিবসি পাহাড় পূজি অবিরত।
যদি বল নয়ন মুদে থাক্‌লে পাবে গুরু পদ,
তবে পায় না কেন আপন ধনে, অন্ধ আছে পড়ে কত।
**প্রসাদ** বলে মাকে বল্‌রে, মন দিবে তোর মনের মত।
তারে সাধিলে হইবে সিদ্ধি, বাধ্য হবে রিপু যত।

১১৫। প্রসাদী—একতালা।

মন জাননাকি ঘট্‌বে লেঠা।
যখন উর্দ্ধবায়ু রুদ্ধ করে, পথে তোমার দিবে কাঁটা।
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামামায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা।
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে নটা।
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।

তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা।
**প্রসাদ** বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা,
আমি চাতরেঙ্গ কি ভেঙ্গে হাঁড়ী বুঝাইব সেটা।

১১৬। প্রসাদী—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও,
রাখরে যোগেতে নিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে।
**দীন রামপ্রসাদের** এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে॥

হাটে।

## ১১৭। প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার একি বাসনা।
কেন অহরহ কর কুবাসনা।
ষড়্ রিপু বশে বাস, অবাসনা উপাসনা।
যদি স্ববশে না বাস কর, কিসে পাবে শবাসনা।
ভাই বন্ধু দারা সুত, ভালবাস সে বাসনা।
যেদিন রবি সুত বশে বাস, এবাসে বাস হবে না।
ষড়্ ঐশ্বর্য্যে বাস, কোটী রত্নেতে ভূষণা।
**রাম প্রসাদ** বলে শূন্য বাস যে বাসে নাই বিবসনা।

## ১১৮। প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার একি বিবেচনা।
তোমায় বুঝাইলে তো বুঝনা॥
কর গৃহ সুবিস্তার, গৃহে রত্ন অগণনা।
আছে মহা গ্রহ রবিসুত, সে গ্রহ শান্তি কর না।
গৃহে তব গৃহভেদী, আছে গ্রহ যে ছ'জনা।
তারা নিজ গৃহে থেকে করে গৃহদাহ কুমন্ত্রণা॥
তারাপদ গৃহ কর, ত্যজি গ্রহ সে ছ'জনা।
**রামপ্রসাদ** বলে সকল গ্রহের গৃহ শ্যামা ত্রিনয়না॥

১১৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে ॥
সুরাপান করিনে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ—মাতালে মাতাল বলে ॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয়-মদ খাইলে ॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র যোড়া, অশু ভাসে যেই জলে,
সে যে অকূল তারণ, কুলের কারণ, কুল ছেড়না
পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে,
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
**রামপ্রসাদ** বলে নিদান কালে, পতিত হবে
কুল ছাড়িলে ॥

১২০। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালে কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল জোড়া।
কাল করূছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।*
ওরে সেই কালেরে কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র ষোঢ়া।†
**প্রসাদ** বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ সোয়ারের তুর্কী ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি,‡ তোমায় করূবে তোলাপাড়া।

১২১। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস্ নারে খরচ জমা।
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক্ করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।
বাদে হইলে অঙ্কবাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবেনা তোর লেখার সীমা।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে কিসের খরচ, কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি, কালী তারা উমা শ্যামা।

* চারা। † ষোঢ়া মানে সিদ্ধ। ‡ কাটাকাটি।

১২২। প্রসাদী—একতালা।

মনরে কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব-জমি রইলো পতিত, আবাদ কল্লে
ফল্‌তো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছ্‌রূপ হবেনা;
আমার মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা, বাজাপ্ত হবে জাননা,
এখন আপন ভেবে (মনরে আমার) যতন করে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না;
ওরে একা যদি ( মনরে আমার ) না পারিস্‌ মন্‌
**রামপ্রসাদকে** ডেকে নেনা। (ক)

১২৩। প্রসাদী—একতালা।

মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,
ভালাস করে বেড়াস ফাঁকি॥

(ক) মনের লয় হওয়া চাই, আবার "রামপ্রসাদের" অর্থাৎ অহং তত্ত্বের লয় হওয়া চাই, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—রামকৃষ্ণ পরমহংস।

ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মনরে ওঝার ছেলে গরু হইলে,
গোসাপে তায় কাটে নাকি।
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করোনা হেলা।
মনরে যখন বল্‌বে তাত সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী॥
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে
অবোধ ধরায়।
**প্রসাদ** বলে হারাব না, সময় থাক্‌তে শিখে রাখি॥

১২৪। প্রসাদী—একতালা।

মা আর কি দেখ্‌ছ বসে।
যদি তারা থাক্‌তে নিবে বাতি মা, শুনিলে বিপক্ষ হাসে,
তেল থাক্‌তে নিবায় বাতি মা, ছটা গোবরে পোকা এসে।
এদের এক এক পোকার এক এক গুণ মা,
এক এক জনে লাগায় দিশে।
**প্রসাদ** বলে আলোয় আছি মা, আলো লয়ে যাব দেশে।
যখন মুদ্‌বে তারা, দেখ্‌বে তারা, তারা অন্ধকার বিনাশে॥

---

১২৫। প্রসাদী—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
একথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
**রামপ্রসাদ** বলে বল্‌ব কি আর,
বুঝে লওগে ঠারেঠোরে॥

১২৬। প্রসাদীসুর—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
কশ্চিৎ পদ্মিনী নামা, কশ্চিৎ চিত্রিণী বামা,
শঙ্খিনী হস্তিনী রূপে কটাক্ষেতে মন হরে।
কশ্চিৎ যুবতি নারী, কশ্চিৎ বা সুকুমারী,
বালা প্রৌঢ়া নানা মূর্ত্তি, বিশ্বজনে মুগ্ধ করে।
বিলসতি মাতা পূর্ণা, হেমবর্ণা কৃষ্ণবর্ণা,
দীর্ঘকেশী কুরঙ্গাক্ষি, গতি নিন্দা গজেশ্বরে।

এক বাহুং জগৎ সর্ব্বে, দ্বিতীয় কামমাপরে।
নিরাকারে নিরাকার, সাকার ভাবনা যার,
সে লভে সাযুজ্য ভাব, নির্ব্বাণ কি তার মনে ধরে।
নারী মাত্রে ভাব শক্তি, শুদ্ধমনে কর ভক্তি,
**প্রসাদ** বলে এই যুক্তি, ভৈরব ভাবিবে নরে।

১২৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে।
সুরাপান করিনে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যে আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে।

দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে* কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছেমিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে **প্রসাদ** বলে।

১২৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে, আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব† চৌকি রয়েছে॥
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্র দল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি ‡ বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাই তে প্রাণ নির্ভয়ে আছে
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠ মূলে ভুরু মাঝে
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে॥
**রাম প্রসাদ** বলে এই ঘরে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা, হৃদ্মন্দিরে বিরাজিছে॥

* সিজে—কৃশ।

† ষট চক্রের অন্তর্গত চারি শিব যে যে স্থানে আছেন তাহা এই গানেরই পর ভাগে বিবৃত হইয়াছে।

‡ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি।

১২৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না,
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচাও না॥
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও ত কালী বল না॥
অতি মূঢ় **প্রসাদ** রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতন পাবে না॥

১৩০। প্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি ভয়ে মরি
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি॥
এনেছিলি, বসে খেলি মন,
মহা জনের মূল খোয়ালি।

যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি ॥
**দীন রামপ্রসাদ** বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥

## পঞ্চম অধ্যায় (পদাবলী)

### সাধন।

১৩১। ঝিঁঝিট্‌—ঠুংরি।

অন্ন দেগো, অন্ন দেগো, অন্ন দেগো, অন্নদে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন, অপরাধ করিলে পদে পদে।
মোক্ষ প্রসাদ দেও অম্বে, এ সুতে অবিলম্বে,
জঠরের জ্বালা আর সহেনা তারা, কাতরা হইও না **প্রসাদে**

১৩২। গাঢ়া ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী কর গো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ তরী রাখ এইবার।

বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন,
**প্রসাদ** বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভববন্ধন কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার।

১৩৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

অবোধ মন তাই তোরে বলি।
তুই অজ্ঞান-পতঙ্গ হ'য়ে জ্ঞান-প্রদীপটি নিবাইলি।
ভেবেছ যে ভদ্র হবে, ভাই বন্ধু আছে বলি।
তাদের আত্মতা জীবনাবধি, কেউ ছোঁবে না মৃত্যু হলি।
যদি বল এ পাপ দেহ মুক্ত হবে তীর্থে গেলি।
এ যে "গঙ্গায়াং জ্ঞানতঃ মোক্ষ" ব্যাস লিখেছেন হস্তে তুলি।
**প্রসাদ** বলে তীর্থযাত্রী, মুক্তি ভুক্তি হয় সকলি,
যদি দিনান্তে একান্ত মনে একবার বল কালী কালী।

---

১৩৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় বলে।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্‌নি দাতা, তেম্‌নি দাতা আমায় হ'লে।
ভাঁড়ার জিম্বা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা কত দুঃখ আমায় দিলে।
**প্রসাদ** বলে এবার এলে ডাক্‌ব সর্ব্বনাশী বলে।

১৩৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি,
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি।
সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
**রামপ্রসাদ** বলে দুর্গা ব'লে যাত্রা করে বসে আছি

১৩৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা।
দিবা হল অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দেও গো জগন্মাতা॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বটে চতুর্ব্বর্গ দাতা।
**রামপ্রসাদ** বলে চরণ তলে
রাখ্‌বে রাখ এই আমার কথা॥

১৩৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে।
আগে ভাঙ্‌ব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে।
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাব নৈরাশে।
মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলে মিশে,
খাই এক নিশ্বাসে যেন
সূর্য্য তেজে সকল শোষে।

**রামপ্রসাদ** বলে, আমার কোষ্টী, শুদ্ধ তারারেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দিয়েছি বড় কসে।

১৩৮। সিন্ধু কাফী—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি করে তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জমী হইলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে।
যখন দিনে নিরাই করে, শিকারি সব রয়না ঘরে।
জাঠা বর্ষা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে।
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে।

১৩৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্-হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্বা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।

শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি,
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
**প্রসাদ** বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইলে, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি।

১৪০। জংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী, সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোলে বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তাঁরা, অন্তে যেন পাই পাগ্‌লী।
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি।

১৪১। প্রসাদী—একতালা।

আমি কবে কাশী বাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।

গঙ্গাজল বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাব॥

১৪২। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি আটাশে ছেলে?
ভয়ে ভুলবো না কো চোকরাঙ্গালে॥
সম্পদ্ আমার ও রাঙ্গা পদ শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
আমি শিবের দলিল সৈ' মোহরে রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার কর্‌ব নালিশ বাপের আগে
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিল কালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে **রামপ্রসাদ** বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করি লবে কোলে॥

১৪৩। জংলা—একতালা।

আমি কি এমতি রব ( মা তারা )।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজনবিহীন, দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি!
আমি কি ওপদ পাব ( মা তারা )।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
একথা কাহারে কব, ( মা তারা )।
**প্রসাদ** কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার, তেঁই সে তারিণী
নামটী রেখেছেন ভব ( মা তারা )॥

১৪৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি,
ওমা তুমি ও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী

জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান-ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে, মথুরাপুরে যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্মভূষণ পরি॥
ওমা কোথায় লুকাবে বল, কুবের তোমার ভাণ্ডারী।
**প্রসাদে** প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি,
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥

১৪৫। প্রসাদী—একতালা।

আমি নই পলাতক আসামী।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি॥
বাজে জমা পাওনি যে মা ছাঁটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র-মোহর-করা, কবচ রাখি সালতামামি
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে* জমি।
এবার তোমার নামের জোরে, থাকৃব ধোরে,
নিষ্কর করে সব ভূমি॥
**প্রসাদ** বলে খাজনা বাকী নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু মাঝে, ডুবে ও পদে হব হামি†॥

---

* বা সারা। † দাবিদার।

### ১৪৬। প্রসাদী—একতালা।

আমি হব না তীর্থবাসী।
মরব গলে দিয়ে তোর নামের ফাঁসি।
সবে করে গয়াকাশী, আমি করি পাপ রাশি রাশি।
সে যে এমন তীর্থ নাইকো যাতে আমার পাপ করে নির্দ্দোষী।
পিতৃপুরুষ উদ্ধারিতে সবে করে গয়াকাশী।
সেই পায়েতে পিণ্ডদান, করে তার পর দিবসী।

---

### ১৪৭। সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্বধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হ'রে।
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফাসারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তি-বাণ হরকে মেরে শিবত্ব পদ লব কেড়ে।

### ১৪৮। সোহিনী বাহার—একতালা

আয় দেখি মন তুমি আমি
দু'জনে বিরলেতে বসিরে।

যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়্‌ব গুরুর চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়াছেন যে ধন
অভয় চরণ কেমনে খরচ করিরে।
**শ্রীরামপ্রসাদের** আশা,
কাঁটা কেটে খোলসা করিরে।
মধুপুরী যাব মধু খাব, শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে।

১৪৯। প্রসাদী—একতালা।

আর কেন গঙ্গাবাসী হব।
আমি ঘরে বসে মায়ের চরণ পাব।
আপন রাজ্য থাকিতে কেন, পরের রাজ্যে রাজা হব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব।
পাদোদক থাকিতে কেন গঙ্গাজলে স্নান করিব।
আমি ঘরে বসে মন কষে, মুক্তকেশীর নাম জপিব।
**প্রসাদ** বলে অন্য নয় যে, ভুলাইলে ভুলে রব।
আমি আপন মনে ডাকি যদি, যাঁর ছেলে তাঁর কোলে যাব॥

১৫০। প্রসাদী—একতালা।

আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি।
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি।
**রামপ্রসাদ**, বলে মাগো এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি।

১৫১। প্রসাদী সুর—একতালা।

আর হবনা গঙ্গাবাসী।
গঙ্গার সতীনপো সম্বন্ধে আসি।
পিতার ভালে অগ্নিজ্বলে, শিরে গঙ্গা অহর্নিশি।
জননী সংসার পালেন, কোপ করে' তাঁর বুকে বসি।
বিমাতার চরিত্র যেমন, কত আর বলিব প্রকাশি।
তার সাক্ষী দেখ কৈকয়ী কর্ল্লে রামকে বনবাসী।
**রামপ্রসাদ দাসে** ভণে এই মনে অভিলাষী।
একস্থানে পাই তিনে যদি, যাই না তবে বারাণসী।

১৫২। জয়জয়ন্তী—যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দী মা—
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা—
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মাল গুজারি।
বলে **দ্বিজ রামপ্রসাদ**, আছে এ মনের সাধ মা—
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।

১৫৩। জংলা—একতালা।

একবার ডাক্‌রে কালী তারা বোলে, জোর করে রসনে!
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে॥
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
**রামপ্রসাদের** এই দশা, দ্বি-ভাব ভেবে মনে॥

———

১৫৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি করবো কৃষি।
ওগো, এ ভব সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দুপাত করিয়ে বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি॥
(মাগো) যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে, মুক্ত করগো মা মুক্তকেশী,
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি॥
**প্রসাদ** বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার ওরাঙ্গা চরণে মিশি॥

১৫৫। প্রসাদী সুর—একতালা॥

এবার আমি বুঝব হরে। মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?

পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখামাত্রে বল্‌ব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে।
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
**রাম প্রসাদ** বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে।

১৫৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী কুলাইব, কালি কষে কালী বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায়ে রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদিপদ্মে নাচাইব।
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা, সে ক'টাকে কেটে দিব।
কালী ভেবে, কালী হয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে কালী দিয়ে চলে যাব।
**প্রসাদ** বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল্ খেয়ে কিল চুরি, তবু কালী বুলি না ছাড়িব।

১৫৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী,
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দু'টার একটা করে যাব।
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব।
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
(আমার) ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা **শ্রীরাম প্রসাদ** ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব।

১৫৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।

ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবীকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি।
তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাছ করেছি।
**প্রসাদ** ভাষে যেতে হবে একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা করে বসে আছি।

১৫৯। প্রসাদী—একতালা।

এবার ভেবে হলেম সারা।
হল পাঁচ পাগলের বসত করা॥
মাতা ক্ষেপী, পিতা ক্ষেপা, চেলা দুটো ক্ষেপা।
মা তোর অভয় পদ চিন্তা করে, আমি হলেম পাগল পারা॥
তেমন ক্ষেপা কে দেখেছে, হৃদিপদ্মে পদধরা।
এ যে ত্যজ্য করে সোণার কাশী শ্মশানে বসতি করা॥
ঘরের কথা বল্‌বো কারে, যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা।
ওরে এমন মেয়ে আর কে আছে মুণ্ডমালা গলায় পরা॥
**প্রসাদ** বলে দেখে শুনে, আমি হলেম দিশে হারা॥
মা তুই যা করিস্ তা করিস্ মেনে, শমন ভয়টি ক্ষান্ত করা॥

১৬০। সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
(যবে) তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
**শ্রীরামপ্রসাদ** রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ্‌রে মাকে, (মা) তিমিরে তিমিরহরা॥

১৬১। প্রসাদী—একতালা

এযে বড় বিষম লেঠা।
যেটা কবুলতি সেই সত্য হল, মিথ্যে করে দিলি পাটা।
এক জনাকে জমী দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছুটা॥
এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা।
জমী জরিপ করে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা॥
এবার কিস্তির সময় বুঝ্‌বে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা।
**প্রসাদ** বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টা লেঠা॥
আমি কিস্তিমত খাজানা দিলেম, তবু টাকায় সিকি বাটা॥

---

১৬২। প্রসাদী—একতালা।

এলোকেশী দিগবসনা।
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা।
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি।
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা ঠিক ঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোর কাছে।
মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেহ জানে না।

১৬৩। প্রসাদী স্থর—একতালা।

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বল্‌তে পারিস,
বল্‌তে নারিস্ দুর্গা শিব।
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা।
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব।
পাঁচই ন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমনে করে ঘর করিব।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাব।

---

১৬৪। জংলা—একতালা।

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
( আমার ) এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবালাম।
এ ভব তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
( তাতে ) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম।
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম।
**প্রসাদ** বলে মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
( আমার ) তুফানে ডুবিল তরী, আপনি মজিলাম।

১৬৫। পিলু বাহার—যৎ।

ওরে মন! বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে,
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান;
ওরে নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে **রামপ্রসাদ** রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।

১৬৬। প্রসাদী—একতালা।

কই তারা তোর বিবেচনা।
তাই বলিগো শ্যামা ত্রিনয়না॥
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে মোর সম্ভাবনা।
অকৃতী সন্তান তরে জননীর হয় ভাবনা॥
ওমা তোর কেন উল্টা বিচার, অধিকন্তু দাও যাতনা।
জান না সন্তানের স্নেহ, জননী তব ছিল না॥
ওমা পাষাণ কন্যে পাষাণ হলে, মলেও তো চেয়ে দেখনা॥
নির্গুণ **রামপ্রসাদ** তোর, বলে মা সন্তান ছেড়না।
কর মা হয়ে মা বিড়ম্বনা, কলঙ্কেরি ভয় রাখনা॥

১৬৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
**রামপ্রসাদ** এই ঘরে বসি
পাবে কাশী দিবানিশি।

১৬৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে,
ওকে কাঁদ্‌ছে গো তোর ধন বিহনে।
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে।
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলেন্‌ কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে।
**প্রসাদ** বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজগুণে।
আমি অন্তিমকালে জয়দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে।

১৬৯। মুলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে,
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভাকরে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে,
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষাভয় ঘুচিল সত্বরে।
ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে।
**রামপ্রসাদ** বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।

———

১৭০। বসন্তবাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা।
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না।
দুর্গানাম মুখে বল একবার
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না।
গেল গেল কাল, বিফলে গেল,
দেখনা কালান্ত নিকটে এল,
**প্রসাদ** বলে ভাল, কালী কালী বল,
দূর হবে কাল-যম-যন্ত্রণা।

১৭১। খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমনভয় যাবে দূরে রে।

যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে।
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে;
তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মন রে।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি,
**দ্বিজ রামপ্রসাদের** মিনতি, চরণতলে রেখরে॥

১৭২। পিলুবাহার—জৎ।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালীভক্ত জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে।
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী-পাদপদ্ম-কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিব শিবা রাত্রি দিবা রক্ষা হেতু আছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছায় যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে।
আনন্দে **প্রসাদ** কয়, কালী-কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাকে পাছে।

---

১৭৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী-পদ-মরকত-আলানে, মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালীনাম তীক্ষ্ণখড়্গে কর্ম্ম-পাশ ফেল কেটে।
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় দেও বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় খেটে।
নানাতীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ-চেটে।
**রাম প্রসাদ** কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক্ ফেটে।

১৭৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা।
ওরে ধিক্‌রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ-মোক্ষ-ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা।
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।

সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাততালিটা।
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
মনকে কর বিল্বদল, স্তব কর যন্ত্র যেটা।
**প্রসাদ** বলে হৃদিভূমির বিরোধ মেরে গোল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবত্রয়ের দাগাচিঠা।

১৭৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

কাশী যেতে কই মন সরে।
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে।
সবাই বলে যাব কাশী, সে কাশীতে কি কাজ করে।
আমি যার জন্যে যাব কাশী, সেই সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে।
**প্রসাদ** বলে শিবের কাশী, আমি না তায় ভালবাসি,
আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি, সেই এলোকেশী
বিরাজ করে।

১৭৬। পিলু বাহার—জৎ।

কেন মিছে মা মা কর, মা কি আর আছে ভাই।
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে প্রাণ ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই।
বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশপুত্তল দহাইয়ে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই।
**দীন রামপ্রসাদ** ভণে মায়ের জন্য ভাবনা কেনে,
মা গেছে নামব্রহ্ম আছে, তরিবার আর ভাবনা নাই।

১৭৭। প্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন-ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজী।
দশের মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজী,
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী*।
তুমি ঠেক্‌বে যখন, শিখবে তখন, কর্‌বে কালে ডাঙোশ বাজী।
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজী।
পড়ে চেরের কোটায়, মন টুটায়, যে ভজে সে মত্ত গাজী†।
কুতুহলে **প্রসাদ** বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী‡।
যখন দণ্ডপাণি লবে টেনে কি কর্‌বে ও বাবাজী।

---

* ঘোড়া † বীর ‡ মোল্লা

১৭৮। প্রসাদী—একতালা।

জগতজননী তুমি গো মা তারা।
জগতকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো মা তারা।
দিবা অবসানে রজনী কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে।
মম জীর্ণ তরী, মা আছে কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠালে মাসির পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হ'য়ে সন্তান ছাড়া গো তারা।

১৭৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল।
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।

অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ-লম্বিত জটাজাল।
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্রসিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল।
**কবি রামপ্রসাদ দাসে** আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সেকি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল।

১৮০। প্রসাদী—একতালা।

জননী তাই ভাবছি বসি।
শমন বারে বারে করে আমায় দোষী।
আবাদ করি কেমন করে, বল দেখি মা মুক্তকেশী
ওমা ছ'জন পেয়াদা করে কায়দা মসীল আছে দিবানিশি।

**প্রসাদ** বলে ধন্য ধন্য পুণ্যহীনের জন্য কাশী।
ঘুচাই দুরন্ত এ ত্রিতাপ জ্বালা, দে মা স্থান বারাণসী॥

১৮১। জংলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাক্‌রে মন।
তুমি ঘুম যেওনা রে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন
নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ,
হরে লবে সব রতন॥

১৮২। পিলুবাহার—যৎ।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে।
আরজবেগী* যার শিবে, সে দরবারের ভাষ্য কিবে,
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে।

* পেসকার

লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
তোমায় তারা ডাকে, আমি ডাকি,কান নাই তোমার রে।
গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছ কালী* ;
**রামপ্রসাদ** বলে, প্রাণকালি করিল আমার রে।

১৮৩। প্রসাদী—একতালা।

ডাক্‌রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে।
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়ায়ে যাইতে,
কাল ফাঁসি লাগ্‌লে গলে।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে, কালের বশে কাজ হারালে
ওরে এখন যদি না ভজিলে, আমশী খাবে আম ফুরালে।

১৮৪। প্রসাদী—একতালা।

তরিতে যদি বাসনা ভবনদী-সলিলে।
একবার ডাক মন প্রাণ খুলে তারা তারা বলে।

কালী কালী কালী বলে, ভবপারে যাবেরে চলে,
ওরে অধম মন, মুগ্ধ কেন অনুক্ষণ,
বিষম বিষয় মায়াজালে।
ভ্রান্তিময় এ সংসারে অজ্ঞান এ অন্ধকারে,
আছ অন্ধ প্রায় হ'য়ে ( কভু ) চাহনা নয়ন মেলে।
**প্রসাদেরে** বিষয় পিপাসায়, করেছে পাগল প্রায়,
করিছে প্রলাপ তাই আমার আমার বলে।

১৮৫। প্রসাদী—একতালা।

তাই ডাকি শ্রীদুর্গা বলে।
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে।
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধ মা, মন্ত্রে মন্ত্রী বিশ্বমূলে।
এবার ভবে এসে কর্ম্মদোষে রয়েছি মা স্থূলে ভুলে।
ত্রিধারা যাঁর শিরে ধরা, সে পড়ে তোর পদতলে।
**রামপ্রসাদ** বলে অন্তিমকালে, দেখা দিও মা অন্তর্জলে

———

১৮৬। বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক ;
পাছে আছে রে কালচোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর।
কালী নামে নহবৎ বাজে, করি মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, **রামপ্রসাদ** কি চোর।

১৮৭। প্রসাদী—একতালা।

তারা! আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে।
থাকে থাক্ যায় যাক এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে।
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে।
আপনি যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে।

আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে।
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি হবে ভবে।
আছি কাঠের মূরদ* খাড়া মাত্র গণনাতে সবে।
**প্রসাদ** বলে আমি গেলে, তুমিতো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে।

১৮৮। জয় জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছরে মন,
ওরে আমার শুয়াক† পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি।
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে মন।
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হ'লি সুখী
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
একবার শ্যামা বলরে দেখি।

---

* মূর্ত্তি। † শুক পাখী।

১৮৯। প্রসাদী—একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুব্‌লো ভবে।
এ ঘাটে তরণী নাইকো, কিসে পার হব মা তবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা, নইলে খালাস্‌ কর ভবে।
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন, ধর্ম্ম না রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে শরণ নিবার কাজ কি তবে।
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে
আর নাহি লবে।

১৯০। প্রসাদী—একতালা।

বল গো মা উপায় কি করি।
আমি এবার বুঝি প্রাণে মরি।
পতিত জমী দিয়ে আমায় মা, রাখ্‌লে আমায় পতিত করি।
জমী আবাদ কর্‌তে গেলে হয় মা ভূতের সঙ্গে মারামারি।
মহামন্ত্র বীজ করি মা যদি জমী আবাদ করি।
রিপু ছ'জন জুটে খায় মা লুটে, হয় না তাহে চারাচুরি।
মন আখেরী হলে গো মা, শমন করবে সমন জারি।

জমী নাইকো হাসিল, কবুলে তসীল, কিসে হবে মাল গুজারী
**দীন রামপ্রসাদ** বলে মা এই নিবেদন তোমায় করি।
আমায় মৃত্যুকালে চরণতলে স্থান দিও মা ও শঙ্করী।

১৯১। প্রসাদী সুর—একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে।
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে।
আমার মায়ের নাম গান করি কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাসগিরি দিব্যপুরী, দেখাও এবার মা আমারে

১৯২। প্রসাদী—একতালা।

ভাল নাই মোর কোনকালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে।
হ্যাদে গো মা দশভুজা, আমার ভরে* তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা জবা, বিল্ব, গঙ্গাজলে।

* আমিত্বের ভারে।

এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমন ধরিবে আসি, ডাকুবো কালী কালী বলে।
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে।

১৯৩। মূলতান—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে।
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী।
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে।
দ্বিপদে অলক্তআভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
**প্রসাদ** আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অবিমুক্ত পুরী গমনে।

———

১৯৪। মূলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপ না,
ওরে ও মন কেন ভুল।
কিঞ্চিৎ করো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল।
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, ভব-পারাবারে চল।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল।

১৯৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া।
থাকতে নয়ন, দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।

মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে চার কোণা মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকাতারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে, **রামপ্রসাদের** বাঁধছে বেড়া।

[একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী বেড়ার অপর পার হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। কার্য্যবশতঃ ঐ কন্যা অন্যত্র যাওয়া সত্বেও পূর্ব্বের ন্যায় দড়ি কে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। রামপ্রসাদ ইহা জানিতে পারিয়া মা স্বয়ং কন্যারূপে ঐ কার্য্য করিয়াছেন বুঝিয়া এই গানটী গাহেন।]

১৯৬। প্রসাদী—একতালা।

মন কেন হও কর্ম্মদোষী।
এই অসার সংসারে আসি।
রিপু ছয় দুরাশয়, দুগ্ধ কলা দিয়া পুষি।
তুমি তাদের বশে যা কর, শেষে বিষে দগ্ধ
ভস্ম রাশি।

রবি-সুত-দূত দণ্ড হাতে সে যে আছে শিয়রে বসি,
তারে সাধিলে না করে দয়া, বাঁধে গলায় রশারশি।
ধনজন পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি।
তারা সময় কালে কেউ কারো নয়,
একা যাই আর একা আসি।
**প্রসাদ** বলে ভাব্‌তে গেলে, নিশির স্বপন কান্নাহাসি।
যদি সকল দোষে মুক্ত হবে
ভাব শ্যামা এলোকেশী॥

১৯৭। জংলা—একতালা।

মন কেনরে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয়।
তুফান দেখে ডোরোনারে, ও তুফান নয়।
দুর্গানাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকিদারে তোরে কিছু কয়,
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
**প্রসাদ** বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্‌ ভয়,
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়।

---

## ১৯৮। প্রসাদী—একতালা।

মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি।
এড়ি বেড়ী তেড়ি* চাইল, চাম্পাকলি ধূলাধূলি।
আমি কালীর নামে মার্‌বো বাড়ি, ভাঙ্গবো যমের মাথার খুলি।
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
**রামপ্রসাদের** খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি।

## ১৯৯। প্রসাদী—একতালা।

মন! তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে।
জাঁক জমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে ক'র্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদিপদ্মাসনে।
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে;
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশনে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দেওনা জ্বলুক নিশিদিনে।

* আঁকা বাঁকা

মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে ;
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দাও ষড়রিপুগণে।
**প্রসাদ** বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে ?
তুমি জয় কালী বলে দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ।

২০০। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি।
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে সঁপে দিলি।
গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি।
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলী।
এবার মায়ের কাছে বুঝা গেছে, আমি নই তোমার মালী।
**প্রসাদ** বলে মন ভেবেছ দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান নাকি হৃদে গেঁথে রেখেছি দক্ষিণা কালী।

---

২০১। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি, কূপে পড়ে আপন খাবে*।

* আত্মঘাতী।

ভব-জরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে।
কালী নাম মহৌষধি ভক্তিভাবে পানবিধি।
(ওরে) গান কর, পান কর, আত্মারামের আত্ম্য হবে।
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
(ওরে) সকলি সম্ভবে তাতে, পরমাত্মায় মিশাইবে।
**প্রসাদ** বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্প-তরু-ছায়া
(ওরে) কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে?

২০২। প্রসাদী—একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল-সত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা।
সব রোগ যাবে দূরে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা,
**রামপ্রসাদ** বলে তবেই সে মন ভব-রোগে মুক্ত হবা

২০৩। প্রসাদী—একতালা।

মন যদি মোর ভিয়ান করিস্
ওরে কালীনাম কাশীর চিনি বদন খোলাতে ঢালিস্
বর্ণমালা উড়কি করে ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস্।
আর আলস্য ত্যজিয়ে সদা রসনা তাড়ুতে নাড়িস্।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদল চক্রে চন্দ্র বীজের সুধা রাখিস্।
সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস্॥

২০৪। প্রসাদী—একতালা।

মনরে আমার এই মিনতি, তুমি পড়াপাখী হও করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি,
(ওরে) জাননা কি ডাকের কথা, না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালী-পদে রাখ প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি।
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি,
(ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কররে চারি ফলের স্থিতি।
**প্রসাদ** বলে ফলা গাছে ফল পাবি মন শোন যুকৃতি,
(ওরে) বসে মূলে কালী ব'লে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি।

[ আজু গোঁসাই ইহার পাল্‌টা গান বাঁধিয়াছিলেন ]

২০৫। প্রসাদী—একতালা।

মন রে, তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাক্ রে ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলো রে দিবা শর্ব্বরী,
(ওরে) যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি?

**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে, কালী বলে যাব তরি,
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে তরাবেন এ ভববারি।

২০৬। প্রসাদী—একতালা।

মনরে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে ॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে*।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকারে
সংসার কেবল কাচ†, কুহকে নাচায় নাচ।
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে।
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ।
দেহ-রাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে?
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা।
মণি-দ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে ॥
**প্রসাদ** বলে দুর্গানাম সুধাময় মোক্ষধাম।
জপকর অবিরাম শুনাও রসনারে ॥

* সংসারে † ছলনা

২০৭। প্রসাদী—একতালা।

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।
পরিহরি ধনমদ ভজ পদ-কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন, কথা রাখ।
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
অষ্টযামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক।
**রামপ্রসাদ দাস** কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥

---

২০৮। প্রসাদী—একতালা।

মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারি মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে;
আমি দিনমজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায়গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহালেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শোনে না,
দিন তো আমার গেল ঘেটে*।
যেমন অন্ধজনে হারা-দণ্ড পুন পেলে ধরে এঁটে;
আমি তেমনি করে ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায়গো ছুটে।

* হ্রাস হইল।

**প্রসাদ** বলে ব্রহ্মময়ি কর্ম্মডুরি দেমা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায়গো ফেটে।

২০৯। প্রসাদী—একতালা।

মা! আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
"মা" শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত;
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, তুমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ত'রে গেল পাপী কত;
একবার খুলে দেমা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের ম
কু-পুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন তো,
**রামপ্রসাদের** এই আশা মা, অন্তে থাকি
পদানত

২১০। প্রসাদী—একতালা

মায়ের চরণতলে স্থান লবো।
আমি অসময়ে কোথা যাবো।

ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাইরে রবো ক্ষতি কি গো ;
মায়ের নাম ভরসা ক'রে, উপবাসী হ'য়ে পড়ে র'বো।
**প্রসাদ** বলে মা আমায়, বিদায় দিলেও নাহি যাবো ;
দুই বাহু প্রসারিয়ে, চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

২১১। খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবলো না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড়না, ভরসা বাঁধ পারবে যেতে বেয়ে।
মন ! চক্ষু-দাঁড়ি বিষম হাড়ি*, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে।
মন শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেওরে উড়াইয়ে।
**রামপ্রসাদ** বলে, কালী নামের যাওরে সারি গেয়ে।

২১২। প্রসাদী—একতালা।

যদি যাবি মন ভব নদীপারে।
একবার ডাক দেখি শ্যামা মারে।
যুগল চরণ তরি, সহায় করি,
মনকে মাঝি-স্বরূপ কররে।

* চোর।

দাঁড়ি রিপু ছ'জন কররে দমন,
নইলে ঘটবে বিপদ ঘোর পাথারে।
আগে যুক্তি করে দেখ, শেষে সময় মিলবেনাক
**প্রসাদ** বলে ঘোর তরঙ্গে ডুবাবে তোরে ঐ
ছ'জনায় যুক্তিকরে।

২১৩। প্রসাদী—একতালা।

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে।
শক্তি কুলকুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালিনে।
হেরে গুড়ের কলস (ওরে) অলস, এমন অবশ হলি কিসে
এদেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী।
**প্রসাদ** বলে রত্ন ত্যজি, ঘুরে মর কর্ম্মদোষে।

২১৪। জংলা—একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে।
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজ্‌তেছে ঘট পটরে।

রসনারে কর বশ, শ্যামা-নামামৃত রস
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বটরে।
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য-ধাম।
করে জপ না কালীর নাম, কি তব উৎকটরে।
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর কর মনে।
**প্রসাদ** বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাটরে।

২১৫। প্রসাদী—একতালা।

শমনজয়ী হুকুম পেয়েছি,
শ্যামা মায়ের হুজুর থেকে (আমি),
মা দিয়েছেন ব্রহ্ম অস্ত্র, হৃদয় তুণে রেখেছি।
আমি করে যতন পুরশ্চরণ, তীক্ষ্ণ খরশান করেছি।
ঘরভেদী যে ছ'জন ছিল, তাদের পরাজয় করেছি।
এবার যমকে মেরে যাব চলে, সেইটা মনে সার
ভেবেছি।
রাম করেছেন লঙ্কাজয়, নীলকমলে চরণ পূজি।
আমি শতদল দিয়ে সে পদে, ডঙ্কা মেরে বসে আছি।

**প্রসাদ** বলে সাধ করে কি, সে অভয়পদে ডুবেছি।
মরণ হয় না শরণ নিলে, ( তাই ) সে পদে প্রাণ
সঁপেছি।

২১৬। প্রসাদী—একতালা

শিব নয় মায়ের পদতলে
ওটা মিথ্যা লোকে বলে।
এর মূল কথা মার্কণ্ডমুনি, চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।
সুর সঙ্কট নাশিতে, অসুরগণে বধিতে,
দৈত্যগণ সহ রণ আসিলেন মা করিতে।
দৈত্য বেটা, ভূমে পড়ে, মা দাড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পদস্পর্শে দানব দেহ, শিবরূপ হয় রণস্থলে।
সতী হয়ে পতির বুকে পা দিয়েছে কোন্ লোকে
না হয় দাস বলে দাও অভয়পদ **রামপ্রসাদের**
হৃদ্-কমলে

২১৭। প্রসাদী সুর—একতালা

সামাল সামাল ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা,
ভজলে না হরসুন্দরী।

প্রবঞ্চনার বিকি কিনি, করে ভরা কৈলে ভারি
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে,
সন্ধ্যা বেলা ধর্‌লে পাড়ি ॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী।
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম, সার কর মন,
**প্রসাদ** মায়ের আজ্ঞাকারী।

২১৮। প্রসাদী—একতালা।

হওরে মন কাশীবাসী।
দেখ হৃদকমলে বারাণসী।
উত্তরে ইড়া বরুণা, দক্ষিণে পিঙ্গলা অসি।
সুষুম্না মণিকর্ণি, পূর্ব্বে গঙ্গা অর্দ্ধ শশী।
ব্রহ্মচারি ভাব বিচারি, নিবাস সন্তোষপুরী,
বিশ্বেশ্বর রাজ্য বাসী, বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী।
**প্রসাদ** ভণে, ও চরণে জবা দেও রাশি রাশি।
মায়ের চরণতলে পড়ে ভোলা, গয়া গঙ্গা বারাণসী

---

২১৯। প্রসাদ—একতালা।

হয়েছি (মা) জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর (মা) শ্যামা।
ঐ যে মন করেছি জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো পুর হতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী দাদী*।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি।
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুতে, সতীন সুতে, জোর করে, কার কাছে কাঁদি?
**প্রসাদ** ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী;
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

* বাদী।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## সুখ দুঃখ। ( পদাবলী )

### ২২০। বেহাগ—আড়্খেমটা।

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে।
স্রোতের সেহালার মত, মা গো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেউ নাবে না অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মা গো আর দিব আমার মাথা।
রক্ত চন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে।
**শ্রীরামপ্রসাদের** এই বাণী, শোন মা গো নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥

---

### ১২১। প্রসাদী—একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় গো চুরি॥

মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরী॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী।
**প্রসাদ** বলে মন দিয়াছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টি পোড়া,
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥

২২২। প্রসাদী—একতালা

আমি কি দুখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
আমি দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে,
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
**প্রসাদ** বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই,
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥

২২৩। প্রসাদী—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌বো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি ॥
ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তুল্‌ব না গো ॥
ধন-লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো ॥
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌বো না গো ॥

রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো ॥

২২৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

এই নিবেদন করি কালী।
কেন দুঃখের বোঝা আমায় দিলি।
দিবানিশি মুদে আঁখি "কালী কালী" সদাই বলি।
ওমা তাইতে কি দীনদয়াময়ী, আমার প্রতি নিদয় হলি।
শুন বলি ওমা কালী, সাধ করি' কি পাষাণ বলি।
ওমা আমায় ফাঁকি দিয়ে তারা, অভয়চরণ শিবকে দিলি।
মা হ'য়ে মা ওমা তারা, ছেলের দশা এই করিলি,
এবার ভবে এনে রামপ্রসাদকে, জন্মঅন্ধ করে থুলি।

২২৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

একি লিখেছ কপাল জুড়ে।
ঐ যে দিনান্তে, শ্রীদুর্গা নাম বলে না রসনা ভেড়ে।
ভার নয় বোঝা নয় মা, কেবল ঘাটের মাটী খুঁড়ে,
তায় বিল্বপত্র দিতে শক্তি, হয় না কেনে জটের মুড়ে।

**প্রসাদ** বলে ওমা তারা, হয়ে আছি আদি কুঁড়ে।
আমার ছয় রিপু ছয় পেয়াদা হয়ে জপের মালা নিলে কেড়ে।

২২৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজী ভোর হলো, মন কি খেলা খেলালে বল।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল॥
এবার বড়ের ঘর করে ভর
মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো,
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে,
তবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরী, নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
(ওরে) এমন সুবাতাস পেয়ে,
ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥
**শ্রীরাম প্রসাদ** বলে, মোর কপালে এই কি ছিল?
(ওরে) অতঃপরে কোণের ঘরে,
পীলের কিস্তে মাত হইল॥

২২৭। মোহিনী বাহার—আড়-খেম্‌টা

ওমা! হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না।

যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকেনা মনে।
মায়াঘোরে পড়ে, ভূমে পড়ি বলে 'ওনা ওনা'।
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো,
যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুমি কি জানিবে সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না—মরিলে না।
**রাম প্রসাদে** এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না।

২২৮। মুলতানী ধানেশ্রী—একতালা।

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা,)
আমার এম্নিদশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি রই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে দিয়াছিলাম মই।

**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে, আমার কপাল বুঝি
অগ্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥

২২৯। ভৈরবী—একতালা।

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল।
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া ছালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ায় জঞ্জাল।
**দ্বিজ রামপ্রসাদের** মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস।
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কতকাল।

২৩০। প্রসাদী—একতালা।

চাহিনা মাগো রাজা হতে।
হয় না যেন কারো দুয়ারে যেতে।

গৃহিধর্ম্ম বড়কর্ম্ম যদি দুজন অতিথ আসে,
দু'জন উপর তিন জন এলে, হয় না যেন মুখ লুকাতে।
কাচের বাসন কাচের বাটী, এতেই যেন পাই মা খেতে।
আমার তাও যদি না জোটে মা, আমার মত নাই হাবাতে।
মাটির দেয়াল বাঁশের খুঁটি, তায় পারি না খড় জোটাতে,
**দ্বিজ রামপ্রসাদের** এই মিনতি দুই বেলা
পাই আঁচাতে॥

২৩১। খট্ ভৈরবী—পোস্ত।

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে, কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোণা
কেহ যায় মা পালকী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা।

২৩২। জংলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়।
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায়।

যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নানা ভয়।
ওমা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝ্‌তে হয়।
যার পিতামাতা ভস্ম মাথে, তরুতলে রয়,
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা এ বড় সংশয়।
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা
**রামপ্রসাদের** আশায়।

২৩৩। সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা।
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এবাজী ভোর গো॥
এমা দিতিস্‌ দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো।

আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি সোর।
শুধু সোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো।
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর॥
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল
সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর।
**রামপ্রসাদ** কহিছে, পড়ে দুটানায়
মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥

২৩৪। প্রসাদী—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥

অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে,
মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হ'লো গো দুঃখের ভরা॥
**রামপ্রসাদের** ভার হল মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছ'জনেতে কল্লে সারা॥

২৩৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

পূরলো নাকো মনের আশা,
আমার মনের দুঃখ রইল মনে।
দুখে দুখে কাল কাটালেম,
সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি বলব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে মা,
ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘট্‌লো আমার উল্‌টা দশা।

---

২৩৬। প্রসাদী—সুর একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা,
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা।
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, যাবে না মনের ব্যথা।
**প্রসাদ** বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা ;—
ওমা যেজন তোমার নাম করে,
তার কপালে ঝুলি কাঁথা।

২৩৭। পিলুবাহার—জৎ।

ভবে আসা খেল্‌তে পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি প'লো।
পো-বারো আঠারো ষোলো, যুগে যুগে এলাম ভালো,
শেষে কচে-বারো প'ড়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হ'লো।
ছ'দুই আট, ছ'চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হ'লো যশ, এবার বাজী ভোর হ'লো।
হদ্দ হোল চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।
**রামপ্রসাদের** বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো।

---

২৩৮। প্রসাদী—একতালা।

ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা।
যারে খেদাইবে তার উঠন চষি, করেছ কি এই বাসনা॥
সাধের ঘরে বাদ সেধেছ, দিয়ে ছটা বাদী সেনা।
তারা আপন আপন পক্ষে টানে, নিমকের সর্ত্ত মানে না।
এক হাটে তুই দর করেছ, এই কি মা তোর বিবেচনা॥
কারু শাকে দেও বালি, কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা।
**প্রসাদ** বলে বল্‌বো কি মা, বল্‌তে কিছু চায় রসনা।
ঐ যে জোর কা লাঠি শিরকা উপর, আমার মন
বুঝেছে প্রাণ বুঝে না।

২৩৯। প্রসাদী সুর—একতালা।

ভূতের বেগার খাটব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা ষড়্‌রিপু সাহায্য তায়,
হলো ভূতের অনুগত।

আসিয়া ভব সংসারে,
দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলো না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক্ **প্রসাদ**, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত ॥

২৪০। প্রসাদীসুর—একতালা।

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয়-পদে লবে বাসা।
হোয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক,
তেঁই তো শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
করোনা এ কথায় গোসা।

ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, ক'রে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
এড়াবে না রতি মাসা।
**প্রসাদের** মন হও যদি মন,
কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
(ওরে) মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা।

২৪১। প্রসাদী—একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে তাই বেচেছ
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥

২৪২। প্রসাদী—একতালা।

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না।
তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে মর কার ভাবনা।
ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব দেখে কি যায় না জানা।
সুখের ভাগী অনেকে হয়, দুখের দুখী কেউ হবে না।
যখন শমন এসে ধরবে কেশে, তখন কেবল ত্রিনয়না।
সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে **প্রসাদ** বলে, সেদিন অধীন কেউ রবে না।

২৪৩। প্রসাদী—একতালা।

মরি গো এই মনোদুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে।
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সেকি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে পরমসুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, লুণ মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
**প্রসাদ** বলে মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে
জগতের লোকে॥

---

২৪৪। জংলা—একতালা।

মা তোমারে বারে বারে,
জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ নীরে,
স্রোতের সেহালার মত॥
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে
মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মত।

২৪৫। গৌরি গান্ধার—একতালা।

মা, মা, বলে আর ডাকব না।
তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,

ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না।
ভণে **রামপ্রসাদ** মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি।
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ॥

২৪৬। প্রসাদী—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা,
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশমাস দশদিন যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলায় সুধালে না, হলো পুত্র কোথা গেল।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা,
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তাহার হয় না ব্যথা ॥
**দ্বিজ রামপ্রসাদ** বলে মা এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরোনা জগন্মাতা ॥

২৪৭। প্রসাদী—একতালা।

মাগো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে গো ও আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি॥
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি,
জনমি ভারতভূমে, মা! কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, অকূল পাথারে ভাসি॥
**শ্রীরামপ্রসাদে** বলে, ভাব্‌তে নারি দিবানিশি॥
ওমা, যখন শমন জোর করিবে, দুর্গা নামে দিব ফাঁসি॥

২৪৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

মাগো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে, কর্‌লে দুঃখের ডিক্রীজারী।
এক আসামী ছয়টা পেয়াদা,
বল মা কিসে সামাই করি।

আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারী।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, তারে দিলে জমিদারী।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিসে তার আশয় ভারি,
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

২৪৯। প্রসাদী—একতালা।

মায়ের এমনি বিচার বটে,
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে।
হুজুরেতে আরজী দিয়ে মা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে।
**প্রসাদ** বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।

২৫০। প্রসাদী সুর—একতালা।

যাওগো জননি জানি তোরে।
( আমি জানি তোরে পাষাণের মেয়ে )।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদী করে।
পেয়েছ পিতার ধর্ম্ম বুঝিলাম কর্ম্মের ব্যবহারে॥
এমন হাবাতে নির্দ্দয়া, দয়াময়ী মা নাম ধরেছ কোন্ বিচারে।
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কিরে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পরে, দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে॥
যে দু'কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে,
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে।
**রামপ্রসাদ** কৃতার্থ হবে, যদি কৃপাকণা ঝুরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় পুরে॥

২৫১। টোরী জায়েনপুরী—একতালা

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে।

ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা! শিশিরে তার কি করিবে।
ছুঃখে ছুঃখে জর জর, আর কত মা ছুঃখ দিবে।
কেবল ঐ ছুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে।

# সপ্তম অধ্যায়।

## মায়া ( পদাবলী )

### ২৫২। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয়, দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে,
তাতে কুলাল চক্র ভ্রমাইল চিন্তারাম চাপরাসী এসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি কষে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, **দীন রামপ্রসাদে** ভাষে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী
হলেম কালী তার বিষম বশে।

---

### ২৫৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা।
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণ কি ভঙ্গি কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে, উঠে কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥

২৫৪। প্রসাদী স্থর—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মায়ের আপ্তভাবে গুপ্তলীলা।
সগুণে নিগুর্ণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা।
**প্রসাদ** বলে থাক বসে,
ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আস্‌বে জোয়ার, উজায়ে যাবে
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।

২৫৫। প্রসাদী স্থর—একতালা

এবার আমার বিপদ ভারি।
আমার মন ঘুমাল মায়া ঘুমে,
বল মা কিসে চেতন করি॥
নবদ্বার ঘর বেঁধেছিলাম মা,
রেখেছিলাম ন'জন দ্বারী।
ও তার প্রধান দ্বারী রসনারে,
কিছুতে বাগাতে নারি॥

লোকে বলে **রাম প্রসাদ** পাগল,
ভাষা কবি আমি করি।
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা,
বলে না বুঝাতে পারি ॥

২৫৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে।
মায়াভরে এ সংসারে কেহ কারে চিন্‌তে নারে।
ঐ যে এম্‌নি কালীর কাপ* আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে।
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক ঠিকানা করে।
**রামপ্রসাদ** বলে, যায় গো জানা† যদি অনুগ্রহ করে।

২৫৭। ললিত বিভাষ—একতালা।

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো,
(ওমা) মিঠার লোভে তিক্তমুখে, সারা দিনটা গেলো।

---

* কাপ—ছলনা। † 'বা জ্বালা'

মা খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার, যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিলো।
**রামপ্রসাদ** বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো,
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

২৫৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি!
নামে জগচ্চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি!
প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর চিন্তে,
ওমা শয়নে দাও সর্ব্বচিন্তে,
বল্‌মা তোরে কখন্ ডাকি।
দিয়েছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্‌তে, মা চিন্তা কূপে ডুবে থাকি!
অচিন্তরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে, **রামপ্রসাদকে** দিয়ে ফাঁকি।

২৫৯। প্রসাদী সুর—একতালা

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হলো॥

লোকে মন্দ বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল।
কালী নামের খড়্গ তুলে, মায়া মোহ কেটে ফেল।
করে মিছে মায়ায় টানাটানি, **রামপ্রসাদের**
প্রমাদ হলো।

২৬০। প্রসাদী সুর—একতালা।

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছো তুমি, বাছ রাখনা সাঁঝসকালে।
তোমার অশিব কার্য্য অনিবার্য্য, মাপাও যেমন যার কপালে।
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি জলেই তুমি ভাসাও শিলে।
তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।
ও সব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে,
**রামপ্রসাদ** যে তোমার ছেলে।

২৬১। প্রসাদী—একতালা।

বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা।
আমি তারা তারা তারা বলে ধনে প্রাণে হলেম সারা।

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রিজগতুদরে ধরা।
ওমা আমি কি তোর ধর্ম্মছেলে, আকাশফোঁড়া মোফৎখোরা॥
যদি বল দোষী পুত্র, দোষাদোষের তুমি সূত্র,
আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়া পাশে আছি ঘেরা।
নামে কালের ভয় থাকে না, শিবের বচন আছে ধরা।
এখন কালগুণে সে কালের কথা, ভুলে হলে ভয়ঙ্করা।
**প্রসাদ** বলে তোমার লীলা (মা), সাধ্য কি যে বুঝতে পারা।
ঐ যে রাখা মারা স্বভাব তোমার,
কেবল আমায় কল্লে জীয়ন্তে মরা।

২৬২। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা, তুমি, ক্ষিতি, তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,
তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।

ওমা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ,
চণ্ডীতে তা লেখা আছে।
**প্রসাদ** বলে কর্ম্ম সূত্র
সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে।

২৬৩। প্রসাদী—একতালা।

মন তোরে বুঝাব কি বলে।
যেমন ভোজের বাজি কারসাজি, তেম্নি ফাঁকি শ্যামার লীলে।
শবকে করে শিবের আকার, রাখ্‌লে আপন পদতলে।
লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে সতী হয়ে, পতির বুকে চরণ দিলে।
আপনি হয়ে কালের স্বরূপ মা, দাঁড়িয়ে মুক্তি পথ আগুলে।
তাঁরে ভক্তি করে পূজলে পরে, মায়ের মত কর্‌বে কোলে।
আপনি মৎস্য আপনি ধীবর মা, আপনি খেলা করেন জলে।
**রামপ্রসাদ** বলে সাধ কোরে কি, শ্যামার মায়ায় জগৎ ভুলে॥

২৬৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।

তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ-কাচন মা কাচ,
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ।
**প্রসাদ** বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ।

২৬৫। প্রসাদী—একতালা।

মা আমার অন্তরে ছিলে।
বুঝি দোষ দেখে অন্তরে গেলে॥
ও কথা কি বলবের কথা, কথা সই জননী বলে।
যদি দোষী তুমি নির্দ্দোষী তুমি,
তবে আমার কি দোষ পেলে

উম্মাতে হও উগ্রচণ্ডা, উচিত কথা কইতে গেলে।
আছে শিবের কথা, যে কথা মা, সেকথা কি শিকেয় থুলে।
দুটি আঁখি ছল ছল, সভয়ে রামপ্রসাদ বলে।
আমায় যেমন রাখ তেম্নি থাকি,
তবে আমার কি দোষ পেলে॥

---

২৬৬। প্রসাদী সুর—একতালা।

মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার।
গুণের কথা কইব কার ?
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার।
চাকলা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কি আচার,
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস গলে নর-শির-হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার ;
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্ত্তে হবে পার।

২৬৭। জংলা—একতালা।

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, আবদ্ধ জনে লুটে সুখ

আমি এই আমার এই
এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক।
আমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ।
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মন রে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক্।
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক আপনি, আপন মুখ না দেখ।
**রামপ্রসাদ** বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ।

২৬৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ী।
( ভব সংসারে বাজারের মাঝে )
ঐ যে, মন ঘুড়ী, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি

ঘুড়ী স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি।
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ী লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি।
**প্রসাদ** বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ী যাবে উড়ি।
ভবসংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি।

২৬৯। প্রসাদীস্থর—একতালা।

সকলি জানিস্ তারা আগাগোড়া আমার যত।
তবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিস্ রত।
এ সকল ত তোরই মায়া, বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে, মস্ত বেড়ী দারাসুত।
দিনে দিনে দিন গেল মা, সুপথ খুঁজে পেলাম না ত।
ঘোর নিশা যে আসছে তারা, অপথে আর ঘুরি কত?

# অষ্টম অধ্যায়।

## মৃত্যু ( পদাবলী )

২৭০। টোরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁয়োনারে শমন, আমার জাত গিয়েছে,
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে।
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে,
( ও শমন রে ! ) আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দু'জনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,
( ওরে শমন রে )।
ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে।
যে জোরে একঘরে আমি সে জোর আমার বজায় আছে।
**প্রসাদ** বলে, বেজাত মোলে যম যেন আসে না কাছে।

২৭১। প্রসাদী—একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালী সুত, যমের দূত,
বলগে যা তোর যম রাজারে।

সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস-পাটে,*
যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব-অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে
এতে কি আর গলদ আছে।
**প্রসাদ** বলে ভয় দেখালে, যাবরে মায়ের দরবারে ॥

২৭২। প্রসাদী—একতালা।

আমি কাজ হারালেম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ॥
( তারা ) যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলেম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা স্থত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
( আমার ) এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারাস্থত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥
যম আসি শিয়রে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে ॥

* জ্ঞান ফলকে।

হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
**রামপ্রসাদ** মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

২৭৩। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেন না আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয়-পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুখা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা॥
**প্রসাদ** বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সেই পদের মজা॥

---

২৭৪। প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি তোর আসামী নইরে শমন
মিছে কেন করিস্ তাড়না।

শমন আছেরে প্রকাশ, আমি দুর্গাদাস,
তোর কিছু ধার ধারি না।
আমি দুর্গাপুর বাসী ;
সেখানে নাই নিরিখ বেশী রে।
নাইক তহশীল-যাতনা ;
জমার নাইক বাটা, মা দিয়াছেন পাটা ;
স্বহস্তেতে করি নিশানা—
( শমন রে ) মায়ের পেয়ে অনুমতি,
চৌদ্দ ভুবনপতি, উশুলে তফাত কিছু করে না।
জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা,
তোর তালুকেতে থাকি না ;
পেয়ে মহাবীজ, হয়েছি খারিজ,
তোর কাছারী যেতে হবে না ;
দেখ গে চিত্রগুপ্তের কাছে,
যে বাকীদার আছে, আমার নাম তাতে পাবি না।
সাবেক যত জমা ছিল,
সে অঙ্কে মা শূন্য দিল রে,
এমনি মায়ের করুণা ;
**রামপ্রসাদ** কয় তপন তনয় আর কভু হেথা এস না—
( শমন রে ) তুমি এসেছ এখানে,
মা যদি তা শোনে, অপমানের বাকী থোবে না।

২৭৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়েছে।
ইজারার পাট্টা পেয়ে এত কি গৌরব বেড়েছে।
( ওরে ) স্বয়ং থাকৃতে কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে।
হিসাব বাকী থাকে যদি
দিবনারে তোদের কাছে।
( ওরে ) রাজা থাকৃতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়েছে।
শিবরাজ্যে বসতি করি
শিব আমায় পাট্টা দিয়েছে।
**রামপ্রসাদ** বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে।

---

২৭৬। প্রসাদী—একতালা।

কও শমন কি মনে করে।
নাহি লাজ এলে সাজ করে॥
আমি সে দফা করেছি রফা কালীনামের কবজ পরে॥
আশা করে এলে যদি, খালি হাতে যাবে ফিরে।

আছে ষড়্‌ রিপু করে কাবু, নে যা বাপু দেই গো ধরে ॥
জারিজুরি কর কিরে, ঘর নাই তোর অধিকারে।
আমি কালী নামে চৌহদ্দি পাটা, লয়েছি খারিজ করে ॥
**প্রসাদ** বলে যাও না চলে, ভয় নাহি তোর অন্তরে।
সে যে মা মোর কালী মুণ্ডমালী, আজি বলি, লবেন তোরে ॥

২৭৭। প্রসাদী—একতালা।

কাল হারালাম কালের বশে।
কি হবে মা মোর অবশেষে ॥
তখন কারে ডাক্‌বো তারা, শমন এসে ধরলে কেশে ॥
পুরাণে শুনেছি আমি পতিত-পাবনী তুমি।
এবার তোমার ভার তারা, যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে
**প্রসাদ** গতি-মতি-হীন কুমতি কুরীতি ক্ষীণ।
কেবলমাত্র আছি কালী, অভয় চরণ পাবার আশে ॥

২৭৮। মুলতান—একতালা।

কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করে চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে।
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।

শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
**প্রসাদ** বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে।

২৭৯। প্রসাদী—একতালা।

কালীর নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে—
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
( এত ) ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে হুম্‌কি দিয়ে॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
**শ্রীরামপ্রসাদে** কয়, জেন শ্যামাগুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব চক্ষে ধূলা দিয়ে॥

২৮০। জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে, ভবে আমার কি হইবে গো মা।
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়,* জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
( ও সে ) যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
**রামপ্রসাদ** বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥

* আশ্রয়।

২৮১। প্রসাদী—একতালা।

তার মা তারা এ সঙ্কটে।
পেঁচে পড়েছি এসে ভবের হাটে ॥
বেচা কেনা ফুরাইল মা; সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে।
এখন ভাব্‌ছি বসে নদীর তীরে, তপনও বসিল পাটে ॥
মায়া নদীর বিষম বেগ মা,
তার রয়েছে মোয়ান* ছুটে।
মা তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে,
পার হয়ে যাই সাঁতার কেটে ॥
শিবের কথা অন্যথা নয়, দিয়েছে শিবজটে+ রটে,
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি তবে,
**রামপ্রসাদের** বিপদ বটে ॥

২৮২। প্রসাদী—একতালা।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন, আয়রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরায় তরী চল্ বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দেরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি কর্‌বে আর ভবের হাটে।

* মোহানা + জটাধারী শিব

**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে বাঁধরে বুক এঁটে সেঁটে,
( ওরে ), এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ী কেটে।

২৮৩। প্রসাদী—একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি,
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, বাম চক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমাদের সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা
কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
**প্রসাদ** বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণান্ত হয়েছে।

২৮৪। ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
বদন ভ'রে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি-না এসেন দেখিরে।

ল'য়ে যাবি সঙ্গে ক'রে,
তার এত ভাবনা কিরে।
তবে তারানামের কবচমালা,
বৃথা আমি গলায় রাখিরে।
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান,* কখন সাতান +
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিরে।
**প্রসাদ** বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পারে।
যার ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কিরে।

২৮৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

তুই যারে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।

---

* অসচ্ছল। + সচ্ছল।

এমনি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশা রুজু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দরোয়ান রেখেছি।
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক্ করেছি।
তাই সর্ব্ব-জ্বর-হর লৌহ, গুরুতত্ত্ব পান করেছি ঃ
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে,
যাত্রা করে বসে আছি।

২৮৬। প্রসাদী—একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে
আমার মত নিছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
**প্রসাদ** বলে কালের ভটা,
মুখসাম্‌লায়ে বলিস্‌ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥

২৮৭। মুলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো॥
**প্রসাদ** বলে পাষাণ মেয়ে,
আসান দেমা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥

২৮৮। প্রসাদী সুর—একতালা।

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নারে মন ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান-কোঠা।
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে কসে মন,
( ও মন ! ) কোথা রবে বাপ খুড়া-জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেথানেতে তোর নামেতে, আছেরে যে জাবদা আঁটা॥

যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে দুর্গা বলে, ছাড়রে সংসার লেঠা॥

২৮৯। গাড়া ভৈরবী—জৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।
**শ্রীরামপ্রসাদ** বলে শমন যখন ধর্‌বে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে,
কি করিতে পার্‌বে কালে।

২৯০। প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি নয় শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে।
ভবঘোরে র'য়ে রে মন, ভাব্‌লিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ, যদি ভবপারে যাবে।

২৯১। প্রসাদী—একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
সে কাল যে নিকটে এলো।
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেলো॥
**প্রসাদ** বলে বৃদ্ধকালে অশক্তি কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেলো॥

২৯২। প্রসাদী—একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে॥
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।

যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল,
কর্ম্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশী,
তবুব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে **রামপ্রসাদের** মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥

২৯৩। জংলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমি।
তাই বারে বারে নালিশ করি দিতে হবে কমী ॥
আমি মোলে এ মহালে আর নাই হামি।
মাগো এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরানি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে লইল এই ভূমি।
কথা মাত্র রবে কোথা রব আমি, কোথা রবে ভূমি ॥

---

২৯৪। প্রসাদীসুর—একতালা।

মুক্ত করমা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী।

তারা কতদিনে কাট্‌বে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
**প্রসাদ** বলে কি ফল হবে,
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী।

২৯৫। প্রসাদী সুর—একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি।
পাপ পুণ্যের বিচারকারী
তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য
পাপ নিয়ে যা নিলাম করি।
শমন-দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাস-পুরী।
**রামপ্রসাদের** মা শঙ্করী, দেখনা চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী।

---

২৯৬। প্রসাদীস্থর—একতালা।

শমন আমি কি তোর খাজানা ধারি।
শ্যামা ত্রিভুবনের কর্ত্রী, তুমি কেবল পাটোয়ারী।
তুমি যেমন আমি তেমন, তোমায় আমায় ভায়াচারী।
শোন্‌রে শমন দুরাচার করোনা আর জোর জাবরী।
দুর্গানামের সাল্‌তা কবচ বৃথা কি আমি হৃদয়ে ধরি॥

---

২৯৭। প্রসাদী—একতালা।

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী।
শেষে 'বব বম্‌ বম্‌ শিব', মুখে বলে হব সন্ন্যাসী।
বারাণসী থাক্‌বো বসি, দূরে যাবে পাপ রাশি।
আমি কালী বলে কাটিব কাল,
কাল বেড়াও কি আমায় শাসি।
মহাকাল সে রাজ্যের রাজা, পঞ্চাননের পঞ্চক্রোশী।
নাহি কালের ভয় তথা আছে,
মা মোর কালী কাল-বিনাশী।
হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে **রামপ্রসাদ** কিঙ্কর ভদ্রকালী
পদ অভিলাষী।

---

২৯৮। প্রসাদী—একতালা।

শমন তোমায় ভয় কি রে।
তোর ভয় রাখিনে শ্যামা মায়ের জোরে।
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তোর অধিকার কি আছেরে।
আমি শুনেছি পুরাণের কথা, চরণতরী ভবের পারে।
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপদ, যে পদে ব্রহ্মাণ্ড ধরে।
ওরে বল্‌বো কি সে পদের মজা, পাগল করে পাগলেরে।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, সে পদে যে দিতে পারে,
ওরে তার কি আছে যমের ভয়,
সে যমকে পাঠায় যমের ঘরে।
ভেবেছ কি ভোগা দিয়ে ভুলাবে **রামপ্রসাদেরে**
আমি আর কি ভুলি, অভয়পদে জন্মের মত ডুবেছি রে।

২৯৯। প্রসাদীসুর—একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালীনামের গণ্ডী দিয়ে।
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণ ভয়ে।

# পরিশিষ্ট

## অতিরিক্ত টীকা

রা প্র—রামপ্রসাদ ; ভ গী—ভগবদগীতিমালা ; দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।

Cf.—Compare.

১। এই গানেও আরো অনেক গানে রামপ্রসাদ আপন নামের শেষে দাস বলিয়াছেন। সেকালের বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হওয়ার প্রয়াস পাইতেন না বরং অন্যান্য জাতির ন্যায় আপনাদিগকে দাস বলিতেন।

১০। লোর—আঁখিনীর, কবহুঁ২—কখন২ ; কোর—কোল ; থোর২-অল্প২ ; বেরি২-বার২ ; চোরি২-চুরি করিয়া ; বোলনা—বচন ; কলিত—ধৃত ; বিবুধ তটিনী—মন্দাকিনী। [ এই গান মিশ্রিত মৈথিলীতে রচিত ]

১১। দলিত—প্রস্ফুটিত ; মাল—হার ; রদন—দশন ; কিসলয়—কচিপাতা ; কমলজ—কমলজাত ; বিকচ—বিকসিত ; ভাণি—প্রতীত হয়। [ এ গানও মিশ্রিত মৈথিলীতে রচিত ]

১২। ৭১ নং গান দ্রঃ। শিব মায়ের নাম লইয়া ও শক্তির বলে বিষ খাইয়াও মরেন নাই। প্রহ্লাদ ও হরি নাম লইয়া বিষে মরেন নাই। বিষে ব্রহ্ম বোধ হইলে

তাহার কি আর বিষত্ব থাকে ? cf. "সর্প বিষে মরে কি সে, সুধাপায়ী যেই জন"—হরিশ্চন্দ্র মিত্র (ভ গী ৬৭নং )।

১৫। ফণী—সর্পিণী ; লোমাবলী—শরীরজাত কেশরাজি। "অতি রোষবলে ভুজঙ্গম দলে নাভিপদ্মমূলে ত্রিবলির ছলে দংশিল এসে" ( ৪৯ নং গান )। cf. "নাভির উপরে লোমলতাবলী সাপিনী আকার শোভা"—চণ্ডীদাস। ছাঁদ-ডোর—ছাঁদন দড়ি, দুগ্ধ দোহনকালে গাভীর পদবন্ধনের রজ্জু।

১৬। যবপূরে বেণু cf. "মধুর মুরলীপূরে বনমালী রাধা রাধা গান"—চণ্ডীদাস ও "কি মধুর বেণুরব লাগয়ে শ্রবণে"—রাজনারায়ণ বসু (ভ গী ২১৫ নং)।

নেহারে পতঙ্গ—মনপতঙ্গ।

১৭। ৫৬নং গান দ্রঃ। প্রকৃতি পুরুষ তুমি-সাংখ্যে-"সাংখ্যাং বদন্তি পুরুষ প্রকৃতিঞ্চ যাং তাং"। সূক্ষ্মা স্থূলা—কঠোপনিষদে —"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান"।

আধার কমল—মূলাধার চক্র ( ষট্চক্র-বিবৃতি দ্রঃ )।

এই গানে সাকার ও নিরাকারের কথা আছে। যোগীর কঠিন ভাষা"-রূপ নিরাকার"—ইহাতে বুঝায় নিরাকার সাকারের ন্যায় রূপ। যাহা মনের গ্রাহ্য তাহা অবশ্যই রূপ হইবে। "কালরূপে মন সদা ধায়" দ্রঃ। সাকার ও নিরাকার দুইই রূপ, প্রথমটি স্থূল চক্ষু গ্রাহ্য, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বা মনঃ চক্ষু গ্রাহ্য। সাকারকে সগুণ ও নিরাকারকে নির্গুণ মনে

করা একটি সাধারণ ভ্রম। দুই-ই সগুণ বাচক; নির্গুণ বাক্য মনের অতীত। "আকার তোমার নাই, অক্ষর আকার"—ইহাই "রূপ নিরাকার"। "গুণ ভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার"—ইহার অর্থ বর্ণভেদে তুমি হয়েছ পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী ( ১৬৫ নং গান দ্রঃ )। গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার, ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে নির্গুণই নিরাকার আর সগুণই সাকার। কিন্তু তাহা নয়—গুণময়ীর পূর্ব্বে গুণভেদে আছে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নিরাকারে ও গুণ আছে—যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তবে কি না, ইহাতে গুণ সমষ্টি ভাবে আছে, আর সাকারে গুণ ব্যষ্টিভাবে আছে, তাই **গুণভেদে** গুণময়ী হয়েছ সাকার। গুণময়ীই নিরাকার ও গুণময়ীই সাকার, তবে সেই গুণময়ী গুণভেদে সাকার হন। এই গানে ব্যবহৃত ভজন শব্দের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে—এখানে বলা হইয়াছে নিরাকার ভজনে কৈবল্য। নির্গুণ ব্রহ্ম ভজনের বিষয় হইতে পারেন না। তাই নিরাকারও সগুণ বটে।

"নিরাকার ভজনে কৈবল্য হয়"—ব্রহ্মে বিলীন হওয়াব নাম কৈবল্য। "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে" ( ১০৫ নং গান দ্রঃ )। রামপ্রসাদ ইহাকেই কৈবল্য বলিয়াছেন। এই কৈবল্যকে তিনি এই গানে নির্ব্বাণ হইতে পৃথক করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়

যে তিনি প্রচলিত মতানুসারে নির্ব্বাণ—বিনাশ অর্থেই এখানে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃষ্ট মতে নির্ব্বাণ—দুঃখের চিরসমাধি, অশান্তির নাশ, পূর্ণ সুখোদয়—বিনাশ নয়।

২০। যজ্ঞান্তে দক্ষিণা দিতে হয়। জন্মরূপ যজ্ঞের দক্ষিণা মৃত্যু। পরছত্রে দক্ষিণার অর্থ দক্ষিণাকালী।

২৪। সপ্তপেতি ও সপ্তহেতির অর্থ মূলের টীকায় আছে, (তবে ২৩নং গানের টীকার মার্কা ও ইহার মার্কা ছাপার ভুলে একপ্রকার হইয়া গিয়াছে)। সপ্তবিংশ প্রিয়তে চন্দ্র বুঝাইতেছে। চণ্ডীর ধ্যানে সপ্তবিংশ নয়নের উল্লেখ আছে। কালী ত্রিনয়না বা ত্রিনেত্র, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র, এই তিন তাঁহার নেত্র (৪৫ ও ৪৭নং গান দ্রঃ)। চন্দ্র তৃতীয় নেত্র, ইনি কপালে আছেন—ইঁহাকে জ্ঞান নেত্রও বলে।

২৫। উলঙ্গ এলোকেশী—মা উলঙ্গ বা দিগ্বাসা, ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি চিন্ময়ী-কালে বা স্থানে আবদ্ধ নহেন। আর এলোকেশী বা মুক্তকেশীতে ঐ চিন্ময়-স্বরূপের পরিচয়ও দেয়, আরও বুঝায় যে অসংখ্য কেশ ধারণ করিয়াও (অর্থাৎ অসংখ্য বেশে রমণ বা কার্য্য করিয়াও) তিনি মুক্ত বা কর্ম্মফলে অনাবদ্ধ (গীতার ৪র্থ অধ্যায় ১৭ শ্লোক দ্রঃ)। [দানব নিধনে—দুষ্ট দমনে]

২৭। সব্যে বরাভয়, বামকরে মুক্ত অসি। ৭০নং গানেও আছে "ডানি হস্তে বরাভয় বাম হস্তে অসি"। ইহার

অর্থ এই যে একদিকে যেমন মা মাভৈঃ মাভৈঃ রবে পাপী তাপীকে আশ্বাস দিতেছেন যে চরমে কেহই বিনষ্ট হইবে না, অপরদিকে তেমন তিনি পুঞ্জীকৃত পাপের জন্য জীবকে শাস্তি দিতেছেন। এই যে শাস্তি ইহাই দুঃখ। যেই শ্যাম সেই শ্যামা—অকারকে আকারে পরিবর্ত্তনে শ্যাম শ্যামা হয়। অকার বা নিরাকারই আকার বিশিষ্ট হইয়া বামা বা দুর্গা হয়, ইহাতে কালী নিরাকার ও সাকার দুইই, তাহা ও বলা হইল। সার কথা এই যে মা চৈতন্যরূপিণী ব্রহ্মময়ী মহেশী, অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। (৫৩ ও ৫৫ নং গান দ্রঃ)।

আকার লোপে অসি ভাব বাঁশী—আকার লোপ করিয়া বাঁশীকে অসি ভাব। এই দুইই যে convertible তাহা চিন্তা কর। ৫৫ ও ৬০নং গান দ্রঃ)।

৩৩। ভ্রমিছে বিজ্ঞানে-এখানে অজ্ঞানের অর্থে বি-জ্ঞানে ব্যবহৃত।

৪৩। অতনু সতনু জনু অনুভবে—এইরূপ প্রতীয়মান হয় (জনু) যেন কামদেব (অতনু) মূর্ত্তিমান (সতনু)।

৪৫। সদাশিব শবে আরোহিণী—প্রকৃতি চিরদিনই পুরুষের সহিত সংযুক্তা, আর পুরুষ শব বা নিষ্ক্রিয়, এবং প্রকৃতি পুরুষের উপর আরোহণ করিয়াই (তাই ৪৩ নং গানে বিপরীত ক্রীড়া পদ ব্যবহৃত হইয়াছে) রণ বা রমণ করেন। আবার নারী নাকি নরের হৃদয়রূপ অর্দ্ধাঙ্গিনী,

তাই মা কালী হর উরে বা হৃদিপরে নাচিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কোন লজ্জা বোধ হয় না। মানব সমাজে ও নারীরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

৫১। এ গানের ভাব এই যে—দেহ জীর্ণতরী সংসাররূপ ভীষণ যমুনা সলিলে ভাসিতেছে। জীব মাত্রেই নারী; জীবন-সন্ধ্যায় সে ভয়ে আকুল হইয়া কূলে যাইতে চাহিতেছে ও হরিকে একমাত্র কাণ্ডারী জানিয়া তাঁহারই নিকট খেদ করিতেছে।

নূতন নেয়ের অর্থ ভাঙ্গা নৌকা গভীর জলে বাহিয়া লয় যে নাবিক সে নূতন রকমের নেয়ে বটে।

৫৩। অপরা জন্মহরা জননী—ধরণীর জননী জন্ম দিতে পারেন, কিন্তু তাহার অন্ত করিতে পারেন না। অপরা ( জাগতিক বা মায়িক ) জন্মকে কাটিতে পারেন কেবল জগজ্জননী। অজ্ঞানেতে অন্ধজীব ভেদ ভাবে শিবাশিব, উভয়ে অভেদ পরমাত্মাস্বরূপিণী—জীব অজ্ঞান মোহে মুগ্ধ হইয়া শিবাশিব যে অভেদাত্মা ব্রহ্মস্বরূপিণী তাহা বুঝিতে পারে না। ( ১৭নং গান দ্রঃ )।

মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া—এখানে মায়া ও কায়াকে এক জাতীয় করা হইয়াছে। যেমন ব্রহ্ম মায়াতীত হইয়াও জীবের তুষ্টির জন্য নানারূপ মায়া করেন, তেমনি তিনি কায়াহীন হইয়াও জীবের ভজনের জন্য নানারূপ কায়া ধরেন।

৫৪। কালী কেন নেংটা ফের—নেংটা শব্দে মায়ের নিরাকার আকার বুঝায়। পতির উপর চরণ ধর—নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে শক্তি সংযোজন কর।' এবার বসন পর—উপাসনা হেতু কায়া ধর।

৫৫। কৃষ্ণকালীর নির্ব্বিশেষ ভাব ধ্যান চক্ষুতে দেখিয়া রা. প্র. এই গানে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনে যান নাই, কাশীতে ধ্যানে এই ভাব পান। ক্রীং যেমন কালীর আদি বীজ, ক্লীং সেইরূপ কৃষ্ণের আদি বীজ। রকার ও লকার ব্যাকরণমতে অভেদ। তাই কালী ও কৃষ্ণের অভেদ তন্ত্র-শাস্ত্র সিদ্ধ।

৫৬। সূক্ষ্ম দেহটা পদ্মবন, সেখানে হংস সনে পরব্রহ্মের বা শিবের সহিত হংসী বা শিবা রমণ করেন। কালী আত্মারামের বা পরব্রহ্মের আত্মা অর্থাৎ হৃদয়। তিনি প্রণবের বা ওঁকারের প্রমাণ বা নিশ্চয়াত্মিক জ্ঞান। প্রাণ তাঁহাকে অনুভব করে, কিন্তু মন তাঁহাকে সম্যক বুঝিতে পারে না। cf "কেমনে দেখিব সেই হৃদয় রতনে"—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ( ভ গীর ২৩৮ নং গান

৫৭। এই গানে আমরা যে যন্ত্র ও ঈশ্বর যে যন্ত্রী ইহাই বিবৃত হইয়াছে। cf "আমার সকল তুমি"—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও "সকলি তোমার ইচ্ছা"—নরচন্দ্র রায় (ভ গীর ৮৬ ও ৫৬০ নং গান )।

৫৮। ১৭, ৫৬, ৬৩; ৬৮নং ও এই গান সমস্তই স্বরূপ বিষয়ক।

এই গানে যে কৃপানাথ আছে, তাহাতে রা. প্র-র লৌকিক গুরু না বুঝিয়া ভোলানাথ বুঝিতে হইবে। তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ সন্তাপ।

৫৯। এই গানে বিশ্বরূপিণীতে—বিরাটমূর্ত্তি, বামা উলঙ্গিনীতে—চিন্ময়মূর্ত্তি, পঞ্চভূতনিবাসিনী ও কুলকুণ্ডলিনীতে—সূক্ষ্মমূর্ত্তি, হরহৃদি পরেতে—শক্তিমূর্ত্তি, বিশ্বজননীতে—মাতৃমূর্ত্তি, ও শঙ্কর বামে, শ্যাম সোহাগিনী ও রাধার পায়ে ধরেতে—প্রেম ( প্রেমময়ী ও প্রেমময় ) মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। cf "কি নামে যে ডাক্‌বো তোরে"—আনন্দ চন্দ্র মিত্র ( ভ গীর ২১১ নং গান )।

৬০। জগোমন্মোহিনী মা এলোকেশীর পাঠান্তর ভুবন মনো-মোহিনী মুক্তকেশী। এই এলোকেশী বা মুক্তকেশী **কাল** cf. "কামিনী যামিনী বরণে "( ২৫নং গান ) ও "এলোকেশী এলো কে রণে কাল বরণে" ( মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র )। এ হলেন নিরাকার কালী ( অন্ধকাররূপ নিরাকার কি কাল নয়? ) ( ২ ) মহাকালরূপ মহাদেব **কাল**। ( মৃত্যু কি কাল নয়? ) (৩) ব্রজ-জীবন যে বনমালী বা কানাই তিনি **কাল** ( তাই তাঁহাকে কালা বলে )। ( ৪ ) জীবের জীবন যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি **কাল**, cf "অখিলের নাথ তুমি হে! কালীয়া যোগীর আরাধ্য ধন"—চণ্ডীদাস। (৫) আর সাকার কালী

(যাঁহার অষ্টবিধ মূর্ত্তি) তিনি ও **কাল**। এই পাঁচই এক, আবার একে পাঁচ। এই যে কালরূপে মেশামেশি. ইহার অভেদ জ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্যোতি পূর্ণিমার শশীরূপে হৃদয়ে প্রকাশ পায়।

৬২। ষটচক্র বিবৃতি দেখ। উপাসনা ভেদে ভেদ—এক আত্মা ভেদ কেবা করে—উপাসনা ভেদে গণেশাদি পঞ্চমূর্ত্তি সবই এক (৫৩ নং গান দ্রঃ)।

৬৩। ১৭ ও ১০৫ নং গানে যে কৈবল্যের অবস্থা কথিত হইয়াছে, এখানে সাযুজ্যে সেই অবস্থাই বুঝাইতেছে। সাকারে সাযুজ্য—ইহাতে এই ভ্রম হইতে পারে যে নিরাকারে সাযুজ্য মেলে না। এখানে সাকারের অর্থ স বা **সকল** আকার, বা সগুণ বুঝিতে হইবে। সাযুজ্যে স আছে বলিয়া সাকার শব্দ এখানে সগুণ অর্থে ব্যবহৃত। নির্ব্বাণে কি গুণ বল না বলাতে বুঝায় নির্গুণ-বাদীর পক্ষে নির্ব্বাণ।

জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীরূপ দেখ না—অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ হইলেই পূর্ণিমার শশীর ন্যায় ব্রহ্মময়ীর রূপ প্রকাশিত হয় (৬০ নং গান)।

৬৪। কার্য্যকারণ তোমার নাই—ব্রহ্মে কর্ম্ম কি কর্ম্মের কারণ নাই। যেহেতু তাঁহার অপ্রাপ্ত কি প্রাপ্য কিছুই নাই। (গীতার ৩য় অধ্যায় ২২ শ্লোক)। ঙ-র নীচে স, তার নীচে ত, তার নীচে র দিলে যেরূপ নিরর্থক বর্ণ হয়, সেইরূপ

লোক শিক্ষার জন্য তিনি যে কর্ম্ম করেন (গীতা ৩য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক) তাহাও নিরর্থক। এই গানে রা প্র আব্দেরে ছেলে সাজিয়া মাকে ভৎর্সনা করিতেছেন।

৬৬। এ গানে রা প্র—ছেলের পিতার জন্য দরদ দেখানের ছলে মায়ের চরণ দুখানি উদ্ধারের উপায় করিতেছেন (৭৮নং গান দ্রঃ)।

৬৭। যদি অন্তরে আলো দেখিতে চাও, তো বহির্জ্জগতে কালো দেখ, অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ কর, বাহিরের চক্ষু নিমীলন কর। এই গানের শেষ দুই ছত্র বড় মিঠা—Cf. "না জানি হরি কেমন, নামটি এমন, মিঠা এত" (ভ গী ৪০২নং গান)।

৬৯। এই গানে ও ১৯৯নং গানে বাহ্য পূজার নিকৃষ্টতা ও মানস পূজার শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে। Cf. দ্বিজেন রায়ের "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে" (ভ গী ৪৩৫নং গান), আর কাঙ্গালের "বলি দাও বলে সবে, বলি কি তা বোঝে না" (ভ গী ৪৬৩নং গান)। মনের ভ্রম না গেলে এরূপ গান বাহির হয় না। যাঁহারা মনে করেন এগুলি রাপ্র-র অপক্ক অবস্থার গান তাঁহাদের মনের ঘোর ঘোচে নাই।

৭০। মা আমি যে তোমার পূজা করিব, তাই বলি এবার বসন পর—কায়া ধর। (উপাসনা হেতু কায়া—৫৩নং গান)। যদি কায়া না ধর, কেমনে তোমায় পূজিব? নিরাকার

রূপই ধর, আর সাকার রূপই ধর, রূপ ধর, সগুণ হও, তবে তো পূজা হইবে। নির্গুণ তোমায় ভজিব কিরূপে ?

৭২। নাথের বুকে মারে লাথি—নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে শক্তি সংযোজন করিয়া তাঁহাকে চেতায়।
মায়ের লীলা সকলই ডাকাতী—অর্থাৎ বিচিত্র।

৭৩। হৃৎকমল মঞ্চে দোলে—দেহের মধ্যে নিত্য দোল হইতেছে দেখ। তথায় মন পবনে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে শ্যামা মাকে দোলাইতেছে দেখ। আবির ব্যতীত দোল হয় না—দেহের মধ্যে যে রুধির প্রবাহিত হইতেছে তাহাই ঐ আবির। যখন সব লালে লাল দেখিবে তখন আর কামাদি মোহ থাকিবে না ও তুমি মায়ের কোলে আশ্রয় পাইবে। Cf. ত্রৈলোক্য নাথের "হৃদয় কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম" ( ভ গী ৫৮৭নং গান )

৭৫। হরি গুণে হর পাঠান্তর-শ্যামাগুণে শিব। এ গানে হর Holy Ghost রূপে ভবে ভ্রমণ করিতেছেন এই ভাব অতি সুন্দর আকারে চিত্রিত হইয়াছে।

৭৬। রা প্র যেবার কাশীতে যান সেই বার কাশীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এই গান করেন।

৭৭। দেহ—ঘর, পাপ—লোণা, কামাদি ছয় রিপু—ছ'টা রুই, মন—চালের বাঁধন।

৭৮। তোমার কৃপাদৃষ্টি…হরের কাছে—পাঠান্তর-"আছে মাত্র

অভয় চরণ, তাও বাঁধা শিবের কাছে। ৯৭ ও ১৫৫নং গান দ্রঃ।

৮০। ষটচক্র বিবৃতি দেখ।

৮১। জ্ঞান শুদ্ধির কথা। Cf. ৮৪, ৮৯, ৯৮, ৯৯ ও ১৫৪নং গান।

৮২। এই গানে জ্ঞানে ভক্তি সংযোগ করা হইয়াছে।

৮৩। এই সঙ্গে ৮৪ ও ১৯৩নং গান দেখ। এই গানের নির্ব্বাণ ১৭নং গানের কৈবল্য ও ৬৩নং গানের সাযুজ্য। উহা যে প্রার্থনীয় নয়—তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। রা প্র এখানে বৈষ্ণব ভাবের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন তিনি দাস হইয়া থাকিতে চান। এই ভাব বিবেক চূড়ামণিতেও আছে, যথা—"মোক্ষ কারণং সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"। Cf, নীলকণ্ঠের—"আমি মুক্তি চাইনে হরি" ভ গী ১০০নং গান।

৮৪। এখানে কৃত্তিবাস শিব, রা প্র-র পূর্ব্বপুরুষ নয়।
এ গানে জ্ঞান ও আনন্দকে এক করা হইয়াছে। কারণ জ্ঞান হইলে অচিরে পরাশান্তি লাভ হয়—গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক।

৮৫। ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী সুখে সাধ সেই লহনা—তুকারামে এই ভাব পরিষ্কার করা আছে, যথা—

'আমার পাওনা আমি চাহিব যখন,
বল হরি কোথা তুমি লুকাবে তখন?

করিয়াছ তুমি দেব যে যে অঙ্গীকার,
সাধুজনগণ দেখ সাক্ষী আছে তার।
বসিব তোমার দ্বারে হয়ে মহাজন।
আদায় না করে যেতে দিব না যখন।"

৮৭। এই দেহ তারার জমি বুঝিলে দেহ তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

৮৮। ইহার উত্তরে আজু গোঁসাই গাহিয়াছিলেন "এই সংসার সুখের কুটী।"

৮৯। এই গানের মণি-মন্দিরকে কেহ ২ মন-মন্দির করিয়াছেন। ভগবদগীতিমালাতেও এই ভুল প্রবেশ করিয়াছে। মণি মন্দির অর্থ মণিময় গৃহ। ইহার দ্বারা ২০৬নং গানে যে মণিদ্বীপ বা শিবাগার আছে তাহাকেই বুঝাইতেছে।

৯০ হরিহর, শ্যাম শ্যামাকে এক না ভাবিয়া যে উপাসনা তাহা কপট বা অসত্য উপাসনা। ৫৫নং গান দেখ।

৯২। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কগাছে ঘোরার প্রথা যাহা এখন নিষিদ্ধ রামপ্রসাদের সময়ে ছিল দেখা যায়। চড়কগাছে উঠেন কে? না কাম। ভাবটী খুব উচ্চ।

৯৩। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক বীরাচারী সাধক ছিলেন, তাই একটু সুরাপান করিতেন। কুমারহট্ট নিবাসী বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে এজন্য মাতাল বলিয়াছিলেন। তাহারই উত্তরে এই গানে তিনি সুরাপান না করিয়া যে সুধাপান করিতেন তাহাই বুঝাইয়াছেন। ১১৯ ও ১২৭ নং গান দেখ।

৯৪। এই গানে তত্ত্বমসির উপরে মহেশমহিষী, আর ২৭নং গানে মা—চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মময়ী মহেষী, ও ৮৯ নং গানে শ্যামার নাম ব্রহ্ম, এবং ১৭৬নং গানে মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে।

৯৬। ৭৩নং গানে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে শ্যামা মা মন-পবন দ্বারা দোলায়িত। এ গানে তিনি ঐ তিন নাড়ী কাছি স্বরূপে যে রথ টানিতেছে ( অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ ) তাহাতে বিরাজমান, আর মন সারথি হইয়া ঐ রথ চালাইতেছে। সারথি ( মন ) যে পঞ্চতত্ত্বে শরীর গঠিত তাহাদেরই ক্ষমতায় রথ চালান ( ইহার দ্বারা স্থূল শরীরের সহিত মন কিরূপ সংযুক্ত তাহা দেখান হইল )। যুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে—রথের কাছি তো ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, ইহারা সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটা স্থূল দেহের মধ্যে আছে, এই স্থূল দেহে দুইটি ঘোড়া আছে, তাহারা ঐ রথটা লইয়া দিনে দশক্রোশ ভ্রমণ করে-স্থূল শরীরের মধ্যেই ভ্রমণ করে। এই দুই ঘোড়া হইতেছে প্রাণ ও অপান বায়ু। তাহারা তো দিনে দশকুশী মারে, কিন্তু কলে ( কুম্ভকে ) বিকল (গতিরুদ্ধ) হইলে ( গীতা ৪র্থ অধ্যায় ২৯ শ্লোক দেখ ) সময়-শির (সময়ের শির) নাড়িতে পারে না, অর্থাৎ দণ্ডেকও চলিতে পারে না। শ্বাসের দ্বারাই মনুষ্যজীবনের সময় পরিগণিত হয়। শ্বাসরুদ্ধ হইলে ঐ সময়ও অবরুদ্ধ থাকে—ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে।

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ—ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যে যে ত্রিবেণী (গঙ্গা, যমুনা সরস্বতীর সংযোগ) আছে সেখানে বসিলে অন্তঃপুরে শীতল হইবে। এই ভাব ১১২, ১৪৬, ১৫১ ও ২৫১ নং গানেও আছে।

১০০। নৈলে আঁধারের…যাবেরে—নতুবা জল মধ্যে ডুব খেয়ে নৌকা অচল হইয়া পড়িবে।

১০১। ছয় চোরে—ছয় রিপুতে। তোমাতে জন্মিল যেটা—কাম। অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ—তাহা অনঙ্গ হইয়া অঙ্গকে দগ্ধ করে। গীতা ৩য় অধ্যায় ৩৭ শ্লোক দেখ।

১০২। জীর্ণ দেহই ভাঙ্গা ঘর। ইঁয়লে—হিল্লোলে। উইয়ে—ডিঙ্গিয়ে।

১০৩। ফলার বা ফলাহার পারমার্থিক অর্থে লইতে হইবে।

১০৪। কালী নামরূপ যমুনা সলিলে ডুবা কাষ্ঠরূপে দেহ ভাসিতেছে, আবার কালী ভাবিতে ২ নিদ্রা আসিলে শিব শিরে যে গঙ্গা তারি নির্ম্মল প্রবাহ প্রবাহিত হয়। আজ্ঞা চক্রে এই গঙ্গা যমুনার মিলন।

১০৫। মৃত্যুর পর জীবের কি অবস্থা হয় তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে।

১০৭। বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে। গীতার ৪র্থ অধ্যায় ১৯ শ্লোক। চৈতন্যের ভাটি-তে জ্ঞানভাণ্ড বুঝিতে হইবে।

১০৮। এখানে ভক্তিকে বেদ দর্শন ও গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

১০৯। কারণ জল—সৃষ্টির নিদান বা কারণ স্বরূপ বারি। দশ-মহাবিদ্যায় 'কারণ বারি' উল্লিখিত হইয়াছে।

১১০। এখানে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। "ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনং ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাৎ ভাবাবলম্বনং"—রুদ্রমালা। Cf. ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের "অভাবে পায় কে তাঁরে" ( ভ গীর ৪২নং গান )। অগ্রে শশী বশীভূত কর এখানে শশী অর্থ ইন্দ্রিয়। "কামাদি বিপক্ষ ছটা তাদের কর বশীভূত" ( ৭৯নং গান )।

১১১। হং শব্দে শ্বাস গ্রহণ বা অন্তরে প্রবেশ করণ, ও সঃ শব্দে প্রশ্বাসের বহির্গমন। শ্বাস গ্রহণ করিয়া ছাড়িবার পূর্ব্বে ধরিয়া রাখাকে কুম্ভক বলে।

১১২। মন কি যাবি জগন্নাথে। সেথাকার দেবতা তোমার আত্মায় আছেন, তাঁহাকে অন্তরে ভজ। তোমার অন্তরে যখন পরম রত্ন, তখন ভ্রান্তি বশে কেন কর কাচে যত্ন। মিছে কেন ভ্রান্তি সেথোর সাথে সাথে ভ্রমণ করিবে? তীর্থ স্থানে সেথো থাকে, তাহারাই সব দেখায়। রামপ্রসাদ তাহাদিগকে ভ্রান্তি-সেথো বলিতেছেন।

১১৪। পাষাণ পূজে হর যদি পায়—এ ভাবটী তুলসীদাসের "তন্ মন্ সে যো ঈশ্বরকে জানে" (ভ গীর ৩০২নং গান) হইতে লওয়া। যদি বল নয়ন মুদে থাক্‌লে—কেবল চক্ষু মুদিলেই হয় না, মন মগ্ন হওয়া চাই। ( গীতার তৃতীয় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক )। মন মনের মত হইলে অর্থাৎ মন

সংযত হইলে রিপুসকল সংযত হয় ( গীতার তৃতীয় অধ্যায় ৭ম শ্লোক )।

১১৬। এই গানে ও ১১৭, ১২০ ও ১৬৮ নং গানে দেখা যায় রামপ্রসাদ অনিত্য ধনের প্রয়াসী ছিলেন না।

১১৯। কুলের কারণ, কুল বা কুল ধর্ম্ম, ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। এই কুলধর্ম্মের মাহাত্ম্য গীতার ১ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ও তৃতীয় অধ্যায়ে উহা স্বধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। তমে মর্ম্ম এখানে মর্ম্মের অর্থ মর্ম্মপীড়া।

১২০। পাঁচ সোয়ারের তুর্কী ঘোড়া...পাঁচ ইন্দ্রিয়ের তুমি অধীন। উহাদের পরস্পর বিরোধী বাসনায় তোমাকে উঠায় বসায়। ( ১৬৩ ও ২৩৪নং গান দেখ )।

১২২। এখানে কৃষিকাজ—সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্ম সাধনা। ১৫৪নং গান দেখ।

১২৪। ছটা গোবরেপোকা—ছয়রিপু—জ্ঞান প্রদীপে পড়িয়া তাহাকে নিবাইয়া দেয়।

১২৫। মাতৃরূপের ছায়া ঘরে ঘরে দেখ। প্রত্যেক নারীতে শক্তি মূর্ত্তি ভাব, আর প্রত্যেক নরে ভৈরব ( শঙ্কর ) মূর্ত্তি ভাব। Cf. "এবার আমি ঘর পাতিব নূতন করে" ( ভ গী ১৫৬ নং গান )।

১৩১। এখানে অন্ন—অর্থ মোক্ষ। Cf. "অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত" ( ভ গী ৩৩নং )

১৩৫। এই গানে আত্মসমর্পণের কথা কথিত হইয়াছে। এই

আত্মসমর্পণই গীতার গানের ধূয়া। ইহাই মুক্তির সোপান। ও ইহাই ভক্তজীবনের প্রাণ।

১৩৭। এই গানে ফলাফল পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। গীতার ২য় অধ্যায় ৪৭ শ্লোক দেখ।

১৩৮। পরের জামিন হইলে পরে সে না দিলে তোমায় ক্ষতিপূরণ করিতে হয়।

নিরাই করে-বর্ষাকালে জলে ক্ষেত্র প্লাবিত হইলে সে জলে মাছ ভাসিয়া যায় ও গ্রামবাসীরা জাঠা ( লৌহ যষ্টি ) বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা বিঁধিয়া সেই সকল শিকার করে, তাহাকে নিরাই করা বলে। নিড়াইতে—নিড়ান দ্বারা শস্য কর্ত্তন করাকে নিড়ান বলে।

১৩৯। অৰ্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর—শিব তাই অৰ্দ্ধ নারীশ্বর বলিয়া খ্যাত।

১৪১। রামপ্রসাদ একদা কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যান, যাওয়ার সময় এই গান গাহিয়াছিলেন। ত্রিবেণীতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল ও তখনকার দিনে কাশী যাওয়া বড় কষ্টকর ছিল বলিয়া তিনি তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ফিরিবার কালে "কাজ কি আমার কাশী" "কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী" ও ঐ ভাবের অন্যান্য গান করেন। পরে অন্য এক সময়ে তিনি কাশী গিয়াছিলেন।

১৪২। এখানে শিবের সনদের জোরে মাকে শাসান হইতেছে।

আর ২৭১ নং গানে ঐ সনদের বলে যমকে শাসান হইতেছে।

১৪৫। এ গানেও মাকে শাসান হইতেছে। ইহার শেষ ছত্র "যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু মাঝে, ডুবে ও পদে হব হামি" অতি সুন্দর, এই সঙ্গে ১৮৭ ও ২১১নং গান দেখ।

১৪৬। এই গানে তীর্থ যাত্রার অনাবশ্যকতা দেখান হইয়াছে, এই ভাবের গান, ১১১ ও ২০১।

১৪৭। জাগা ঘরে চুরি—২২১ নং গানেও এই কথা আছে। এই জাগা ঘরের অর্থ সূক্ষ্মদেহ—১২৮ নং গান দেখ।

১৪৯, ১৫১। গঙ্গাতো বিমাতা মায়ের পদ ছাড়িয়া, তাঁহার তীরে কেন বাস করিব।

১৫৬,৭। দুই গানই এক ভাবাত্মক।

১৬০। রামপ্রসাদের গানের মধ্যে এটী একটী শ্রেষ্ঠ গান। সাধক মনের অন্ধকারকে ভেদ করিয়া মায়ের নিরাকাররূপে বিহ্বল হইবার জন্য প্রয়াসী।

১৬৫। গীতার ৯ম অধ্যায় যৎকরোষি ২৭ নং শ্লোক দেখ।

১৬৯। কাল মেঘ উদয় হল—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ঈশোপনিষদ।—ইহজন্ম পরজন্ম—আর জন্ম হবে না জঠরে, ১৯১ নং গানেও এই কথা।—"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"—মুণ্ডকোপনিষদ।

১৭০। যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা—১৮৪ নং গান দেখ। ভাই

বন্ধু দারাসুত...২৪২ নং গান দেখ। অনিত্য সংসার নাহি পারাপার—১৩২ নং গান দেখ।

১৭১।২। কালীতারার নাম জপ cf. "জপরে আমার মন ওঁ ব্রহ্মনাম" ( ভ গী ২৮১নং গান )। যোগ ও ভোগ দুইই ১৭২নং গান অনুসারে বাঞ্ছনীয়—ইহাই এ যুগের ধর্ম্ম।

১৭৪। রামপ্রসাদ নাকি কাদি মতের সাধক ছিলেন তাই সাকার ও নিরাকারের ভিত্তি ওঁকার না বলিয়া ককার বলিয়াছেন। জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে—এ মানস পূজার কথা। বাহ্য পূজায় অগ্নি, স্রুব ( যজ্ঞপাত্র ), বিল্ব ও ঘৃত লাগে। মানস পূজায় জ্ঞান—অগ্নি, যত্ন বা চেষ্টা—যজ্ঞপাত্র, মন—বিল্ব, ও ধর্ম্মাধর্ম্ম—ঘৃত। বিল্ব যেমন ত্রিপত্র, মন সেইরূপ ত্রিধারা, অর্থাৎ ইচ্ছা, জানা ও ক্রিয়া এই তিন ধারাযুক্ত, বা এই তিন ভাবাত্মক। মন বিল্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘৃত মাখাইয়া যত্ন যজ্ঞপাত্রের সাহায্যে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দাও।

১৭৭। "দশের মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ......" মন একাদশ ইন্দ্রিয়। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা ইনি শ্রেষ্ঠ, তাই দশের মাঝে ইনি রাজা, কিন্তু এই দশের সহবাসে ইঁহার রীতি নীচ। পড়ে চেরের কোঠায়—৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে মন শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন যে ভজনে সমর্থ থাকে সে মস্ত বীর।

১৭৭। মাসীর পাড়া—অবিদ্যা মাসীর কাছে।

১৭৯। শব সাধনা বিষয়ক।

১৮১। এই গানের সহিত মহর্ষির বিখ্যাত গান "যোগী জাগে" (ভ গী ৬৪৯ নং) আর গীতার ২য় অধ্যায় ৬৯ শ্লোক পাঠ কর, তবেই অর্থ সম্পূর্ণ বুঝিবে।

১৮২। সঞ্চার—প্রবেশপথ। লাখ উকীল ইহার অর্থ কি লক্ষ গান না লক্ষ নাম (জপ)? কান খেয়ে কালা হয়, এখানে কালার স্ত্রীলিঙ্গে কালী করা হইয়াছে।

১৯৮। ডাণ্ডাগুলি খেলা রা. প্র-র আমলে ছিল দেখা যায়।

২০০। ওরে খাওয়ালি মন তোমার বশে চলিয়া আমার মেজাজটা আলী হইয়া গেল, আমার অহমিকা বাড়িয়া গেল। মায়ের কাছে তাই কতকগুলা তিরস্কার খাইলাম। এবার কিন্তু তাঁহার কাছে বুঝিয়াছি আমি তোমার চাকর নই যে যা হুকুম করিবে তাই করিব।

২০১। ৫৬ নং গানে কালীকে আত্মারামের আত্মা বলা হইয়াছে, সেখানে আত্মা অর্থ হৃদয়। আর এখানে আত্মারামের আত্ম্য বা আত্মীয় বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ বন্ধু।—জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী—এখানে কাশী দ্ব্যর্থ, জ্বরের সহিত কাশী যেমন সর্ব্বনাশী, সেইরূপ মায়ের পদ কোকনদ ছাড়িয়া কাশী তীর্থে গেলে কূপে পড়িয়া আত্মঘাতী হইতে হয়।

২০২। শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত্ব—চিকিৎসা শাস্ত্রে পটোলের রস ঔষধি বিশেষ। শ্রীনাথ বা শিব ঐ শাস্ত্রের উপদেষ্টা, আবার তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা। পটল তন্ত্রের পরিচ্ছেদ—যথা

"শাস্ত্রদৃষ্টে পূজা করে পটল বিধানে"—"চৈতন্য ভাগবত"। শিবের বিহিত তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনের সারই তদ্দত্ত পটল সত্ত্ব।

২০৩। অকারাদি স্বর ও ক হইতে ক্ষ ব্যঞ্জন এই ৫০টী বর্ণমালা। যেহেতু "কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে" (১৬৫ নং গান) তাই বর্ণমালাকে উড়কি বা মুড়কি খই করিয়া বদন খোলায় যে কালী নামরূপ কাশীর চিনি ঢালিয়াছ তাহাতে ক্রমে ক্রমে বা যথাক্রমে রাখ। জিহ্বাকে তাড়ু বা ঘোঁটন দণ্ড করা হইয়াছে। দ্বিদল চক্রে চন্দ্রবীজ বুঝিবার জন্য ষট্চক্র বিবৃতি দেখ।

২০৪। উড়ে২ বেড়ে২......ঐহিক সুখকে কেন্দ্র করিয়া উড়ে২ ঘুরে২ বেড়াও।

২০৬। "তুমি ছিলে কোথা"—জন্মের পূর্ব্বে কোথায় ছিলে, জন্মিয়া কোথায় আসিলে ও মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে চিন্তা কর। "কস্য ত্বং বা কুতো আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ"—মোহমুদ্গর। গীতার মতে জন্মের পূর্ব্বে জীব অব্যক্ত, নিধনের পরেও তাই, কেবল মধ্যে স্বল্প-কালের জন্য ব্যক্ত (গীতা ২ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক)। এই যে ব্যক্ত অবস্থা তাহাই এই মর জগতে সংসার কারাগারে মায়াবিনী কোলে জীব কাটান।

"মণি-দ্বীপে ভাব শিবা.. ক্ষীর সমুদ্র মধ্যে মণিময় দ্বীপকে মণি-দ্বীপ বলে। দেহের মধ্যে যে মণিপুর চক্র বা

শিবাগার আছে ( ষটচক্র বিবৃতি দেখ ) তাহাকেই এখানে মণি-দ্বীপ বলা হইয়াছে। যেমন মণিদ্বীপে ত্রিপুরা বাস করেন সেইরূপ দেহমধ্যস্থ মণিপুর চক্রে শিবার অবস্থান কল্পনা কর। শিবা বা শক্তি বিনা শিব শবোপম। শ্রীরাম-কৃষ্ণের কথামৃতে আছে—"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি "

২০৮। "যেমন অন্ধজনে হারা-দণ্ড"—অন্ধের যষ্টিই তাহার সর্ব্বস্বধন। তাহা হারাইয়া পুনঃ পাইলে সে এমন করে এঁটে ধরে যে আর হস্তচ্যুত না হয়। মায়ের পদরত্ন যাহা আমার সর্ব্বস্বধন তাহা আমি সেইভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে চাই, কিন্তু সঞ্চিত কর্ম্মফলে পারি না, তাই মা তুমি আমার কর্ম্ম বন্ধ কাটিয়া দাও।

২১৪। মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে—মা কালী সজোরে কেশাকর্ষণ করিতেছেন। তোমার হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি হইলে তর্কে বা বাদানুবাদে ঘট পট ধরিবার প্রয়োজন হয় না। "শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে"—শ্রুতির অর্থ বৃত্তি করিলে সত্ত্বগুণে বৃত্তি রাখ বা স্থিত হও এই ভাবার্থ হয়। আর শ্রুতির অর্থ কর্ণ করিলে সত্ত্বের অর্থ মন ও সত্ত্বগুণে অর্থ মনপাশে করিতে হইবে ও কর্ণকে তোমার মনপাশে আবদ্ধ রাখ এই ভাবার্থ হইবে।

২১৮। "হওরে মন কাশীবাসী—এই গান এবং ৮৩নং গান "আর কাজ কি আমার কাশী" ও ঐ জাতীয় অপরাপর

গান আপাততঃ বিরোধী হইলেও এক ভাবাত্মক ; ঐ সব গানে বারাণসীকে কাশী বলা হইয়াছে, আর এই গানে হৃদয়কে বারাণসী বা কাশী বলা হইয়াছে। "কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী" (১৬৭ নং) "কাশী যেতে কই মন সরে" (১৭৫ নং) ও "মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ-কাননে" (১৯৩ নং) গান দেখ। টেকচাঁদ ঠাকুরের "নও তুমি কেবল কাশীবাসী" (ভ গী ৩৯৭নং গান দেখ।) এই গানটীর ভাব অতি গভীর। ইহাতে সাধককে বলা হইতেছে "তোমার হৃদয়কে বারাণসী কল্পনা কর, তোমার সূক্ষ্মদেহস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে বারাণসীস্থ বরুণা অসি ও মণিকর্ণিকা কল্পনা কর, বারাণসীস্থ ব্রহ্মচারীদের ভাব গ্রহণ করিয়া তুমি সন্তোষপুরী বা আনন্দকাননধামে বাস করিতেছ কল্পনা কর, তুমি যে জগদীশ্বরের রাজ্যে বাস করিতেছ তাহাকেই বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের রাজ্য কল্পনা কর, ও যে আদ্যা-শক্তি ঐ জগদীশ্বরে অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী কল্পনা কর এবং এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐ শক্তিরূপা মাতৃচরণে ভক্তিপুষ্প অর্পণ কর। অন্নপূর্ণা দেবী হইতেছেন বারাণসীর বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী, ইনিই প্রকৃতি বা জগদম্বারূপে পুরুষের বা ব্রহ্মের গর্ভস্থলী হইয়া সৃষ্টির সহায়তা করিতেছেন ( গীতা ১৪ অধ্যায় ৩।৪ শ্লোক দঃ ), আর ইনিই মাতৃরূপে জগতকে ও জগদ্বাসীকে

লালন পালন করিতেছেন, ও ইনিই রামপ্রসাদের উপাস্যা কালিকা। গয়া গঙ্গা বারাণসী সবই ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত, আর বারাণসীর যে ভোলানাথ বা বিশ্বেশ্বর তিনিও ঐ চরণে লুণ্ঠিত। বারাণসী একদিকে বহির্জগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মাত্র, অপরদিকে অন্তর্জগতের বহির্বিকাশমাত্র।

"ব্রহ্মচারি—ভাব বিচারি-র যে অর্থ উপরে দিয়াছি তাহা ছাড়া উহার আরও দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) ব্রহ্ম-চারির অর্থ দুর্গা গ্রহণ করিলে তাঁহার ভাব আলোচনা করিয়া ও (২) ব্রহ্মের চারি-ভাব যদি এরূপ অন্বয় কর তো ব্রহ্মের যে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তূরীয় ৪টী ভাব তাহা আলোচনা করিয়া অর্থ হয়। অন্বয়ার্থে বিশ্বেশ্বর রাজ্যবাসীর পূর্ব্বে ঐ গানের প্রথম চরণের 'হও' উহ্য আছে ও বিশ্বেশ্বর রাজমহিষীর পূর্ব্বে দ্বিতীয় চরণের 'দেখ' উহ্য আছে বুঝিতে হইবে।

২১৯। "অবিদ্যা বিমাতার বেটা"—অবিদ্যাকে বিমাতা করিয়া কামাদি ছয় রিপুকে তাঁহার পুত্র বলা হইয়াছে। আশা-নদীর পাঠান্তর ভবনদী।

এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের—সাধন ভজন স্বোপার্জ্জিত ধন, পৈতৃক ধন নয়। সাধকের ছেলে হইলেই সাধক হয় না, নিজে সাধক হইতে হয়। পৈতৃক ধনের ভাগই বৈমাত্র ভাইরা পাইতে পারে, স্বোপার্জ্জিত ধনে তো তাহাদের ভাগ থাকিতে পারে না। তাহারা জবরদস্তী

করিয়া উহার ভাগ চায়, তাই মা তোমার কাছে নালিশ করিতেছি, তুমি ইহার বিচার কর।

২২১। "ওমা তোমার সৃষ্টি"—এখানে বাহ্য জগতকে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। উহা দৃষ্টিপোড়া, অর্থাৎ উহার এমন তেজ যে দৃষ্টিকে পোড়াইয়া বা ঝল্‌সাইয়া দেয়। ইহার ভাব এই যে মানুষকে মোহান্ধ করে। আর মোহে অন্ধ হইয়া মানুষ উহার মিষ্টতায় বা রসে বা মধুতে মৌমাছির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ কামবিহ্বল হইয়া পড়ে। যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি—রসেশ্বরী—"ওঁকাররূপিণী মহাশক্তিকে "রসো বৈ সঃ"—"রসানাং রসতমঃ" উপনিষদে বলা হইয়াছে। রা প্র—র মা সেই মহা-শক্তি, তাই তাঁহাকে রসেশ্বরী বলা খুব উপযুক্ত হইয়াছে।

২২৫। জটের মুড়ে—জটাধারীর মস্তকে। ২৮১নং গান দেখ।

২২৬। পঞ্চ—পঞ্চতত্ত্ব। শতরঞ্চ খেলা রা প্র-র সময়েও ছিল দেখা যায়।

২২৭। আর ত ভবে জন্মিব না—পাঁচটী কোষের প্রত্যেক কোষ নাশে একবার মৃত্যু ও তদন্তর্গত কোষে জন্ম হয়। ভবে পুনর্জন্ম না হইলেও পঞ্চকোষের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই জন্ম মৃত্যু চলিতে থাকিবে। তাই রা প্র এখানে বলিয়াছেন **ভবে** আর জন্ম হইবে না।

২২৯। মাসী—অবিদ্যা মাসী।

২৩০। চাহি না মাগো রাজা হতে—এ গানে রা প্র-র শক্তির

অভাব লক্ষিত হয়। "নাহি চাহি রাজ্যধন" ( ভ গী ৪১৩নং গান ) ও গীতার ১ম অধ্যায় ৩২ শ্লোক দেখ।

২৩৩। ২২১নং গান দেখ। তবে এ গানে বুঝান হইয়াছে যে করম ডোরেই এই দোটানা অবস্থা ঘটায়। কর্ম্ম ডুরি কাটিলেই জীব মুক্ত হয় ( ২৬৮নং গান দেখ )।

২৩৪। অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে মানব ঘরে ফেরা ঘোরা। রা প্র বিশ্বাস করিতেন পশু পক্ষী কীট অসংখ্য জন্মের পর মানব জন্ম হয়। এই যে ক্রম বিকাশ ইহা তাহাদেরও পশ্চাতে তরুলতা ও তৎপশ্চাতে ধাতু ও ধূলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত—বিজ্ঞান সাহায্যে জানা যায়।

২৩৬। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা—এ গান হইতে বিভিন্ন রাধানাাথ মিত্রের গান।

২৩৭। পাশা খেলা ও রা প্রর সময়ে ছিল দেখা যায়।

২৩৯। ২০৮নং গান দেখ।

২৪২। রাজা রামমোহনের প্রসিদ্ধ গান "তুমি কার কে তোমার" ( ভ গী ৩২৪ নং ) দেখ।

২৪৫। এ গানে সন্তানের অভিমান। মা সন্তানের সহিত খেলা করেন, ডাকিলেই আসেন না, তাহাতে কেহ কেহ বীতরাগ হইয়া পড়েন। আর রা প্র-র ন্যায় নাছোড়—বান্দা অভিমানভরে মাকে এইরূপ শাসান।

২৪৮। এই গানে একটি ইতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কতক ভূসম্পত্তি তাঁহার নামে ডিক্রী

জারীতে নিলাম হয় ও রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের পূর্ব্ব পুরুষ পানবিক্রয়কারী কৃষ্ণপান্তি ক্রয় করেন।

২৫০। এও অভিমানের গান। যে জন হয় শক্ত—ভক্তিতেই জীব শক্ত হয়। যথা ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী (১৫২ নং গান)।

২৫২। মনের কালী দূর না হইলে জগজ্জননী কালীর প্রতিবিম্ব মনে পড়ে না।

২৫৪। রা প্র কোন কোন স্থলে ঠারে ঠোরেই তত্ত্ব কথা বলিয়াছেন। এ গানে তাহাই করিয়াছেন। মায়ের খেলা বা লীলা যাহা (ইচ্ছাময়ী) তিনি আপন ইচ্ছায় করেন তাহা মানুষের দুর্ব্বোধ্য, তাই তাহাকে গুপ্ত বলা হইয়াছে। আমাদের বুদ্ধির তারল্য বশতঃ আমরা কেহ কেহ কখন কখন তাঁহাকে সগুণা বা ত্রিগুণা বা গুণাত্মিকা বলি, আবার কেহ কেহ কখন কখন তাঁহাকে নির্গুণা বা গুণহীনা বলি। এই যে নামের দ্বন্দ্ব তিনিই বাধাইয়া দেন, ও আমাদের উহা ডেলা দিয়া ডেলা ভাঙ্গার ন্যায় ভাঙ্গিতে দেন। ডেলা দিয়া ডেলা ভাঙ্গা যায় না। ভ্রান্ত জীব কিন্তু তাহাই চেষ্টা করে। তাই এ দ্বন্দ্ব ভাঙ্গিতে পারে না। আমরা নাকি একদেশদর্শী তাই বুঝিতে পারি না যে যিনিই গুণময়ী তিনিই গুণাতীতা, যিনিই বিশ্বানুগা (immanent) তিনিই বিশ্বাতিগা (transcendent)। গীতার ১০ম অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে তাই কথিত হইয়াছে—

"একাংশেন স্থিতো জগৎ।"
মাগী সকল বিষয়ে রাজি কেবল নারাজ কাজের বেলা—পত্র পুষ্প ফল জল যাহা দেও তাহাই গ্রহণে রাজি, কিন্তু মোক্ষ প্রসাদ চাও আর অমনি ভারি। তাই ভবার্ণবে চরণ-ভেলায় চড়িয়া চল—মোক্ষ পাও কি না পাও, সে ইচ্ছা তাঁহারি।

২৫৭। যেমন ভ্রমর চিত্রের পদ্মেতে পড়িয়া তাহাকেই সত্য পদ্ম বলিয়া ভুলিয়া থাকে, মন-ভ্রমরও সেইরূপ এই বিচিত্র সংসার পদ্মকে সত্য পদ্ম মনে করিয়া তাহাতে ভুলিয়া থাকে। ছি ছি মন ভ্রমরা (১৭৭ নং গান) দেখ। মা তুমি খেলাবে বলে জগতে আনিলে, আর সুখ বলিয়া যাহা কিছু দিলে সবই আমার বিষবৎ লাগিতেছে, এ খেলায় প্রাণের তৃষা মিটিল না, এখন জীবন সন্ধ্যায় তোমায় বলি কোলের ছেলে কোলেই রাখ আর ভবে খেলাতে আনিও না।

২৬২। cf "তা'র ছায়াবাজির ছবি আমরা" (ভ গী ৩০৬নং গান)।

২৬৩। মাছ ও তাহা যে জেলে ধরে ও তাহা যে জলে খেলে সবই ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মময় জগৎ। গীতার ৯ম অধ্যায় ১৬ শ্লোক দেখ।

২৬৩। উপাসনা ভেদে তুমি—প্রধান মূর্ত্তি পাঁচ—গণেশাদি পঞ্চ মূর্ত্তি। এক২ মূর্ত্তি এক২ শক্তিবাচক। পরব্রহ্মের বিভিন্ন

বিভিন্ন শক্তির ভেদ ভুলিয়া তাঁহার চিন্ময় শক্তি রূপ ভাবিলে সকল মূর্ত্তিই এক হইয়া যায়। এই অভেদ জ্ঞানের পরই নির্ব্বাণ মুক্তি।

২৬৭। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই সর্ব্ব, মায়াতে একেকে অনেক দেখায়।

২৬৮। রা-প্র-র সময়েও ঘুড়ি ওড়ান প্রথা ছিল। এখানে এই জীবনের খেলাকে ঘুড়ি ওড়ান বলা হইয়াছে। ঘুড়ি উড়িল, জীবমাত্রেরই ইহা ঘটে। তবে মুক্তি লাভ লক্ষে দুই একজন মাত্র পায়। তাই বলা হইয়াছে ঘুড়ি লক্ষে ২।১টা কাটে অর্থাৎ কর্ম্মসূত্র কাটিয়া উড়িয়া মুক্ত হয়।

২৭০। শমনকে রা প্র নানাপ্রকারে সরিয়া থাকিতে বলিতেছেন। যমদূত ও স্বয়ং যম মৃত্যুকালে আসেন ও লিঙ্গ শরীরকে বাঁধিয়া লন, কিন্তু শিব, কালী ও বিষ্ণুর উপাসকদের নিকটে আসিতে পারেন না।

২৭৪। সাবেক যত জমা ছিল…পূর্ব্ব২ জন্মের কর্ম্ম ফল মা কৃপা করিয়া শূন্য করিয়া দিলেন। ইহাকে বলে Grace। সঞ্চিত কর্ম্ম গীতার মতে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা পণ্ডিতেরা দগ্ধ করিতে পারেন (৪র্থ অধ্যায় ১৯ শ্লোক)। এ হল যোগশাস্ত্রের কথা। আর ভক্তি-শাস্ত্রমতে Graceর দ্বারা ইহা বিনষ্ট হয়। রা প্র এই শেষোক্ত মত এখানে গ্রহণ করিয়াছেন।

২৮০। মৃত্যুরূপ জাল যম ফেলিয়া বসিয়া আছেন।

২৯৭। কেবল এই গানে রা-প্র-র বাসগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই সাহিত্যিকের নিকট এই গানের মূল্য অত্যধিক।

## ষটচক্র।

[আমার অনুরোধে বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত রাখাল দাস রায় কর্ত্তৃক বিবৃত]

শরীর ত্রিবিধ, (১) স্থূল, (২) সূক্ষ্ম, ও (৩) কারণ।

(১) পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বিবিধ অবয়ব যুক্ত যে দেহ তাহাকে স্থূল শরীর বলে। বেদান্তে ইহা অন্নময় কোষ নামে ও দর্শন শাস্ত্রে ইহা দেহ বা ক্ষেত্র নামে অভিহিত।

(২) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহের নাম সূক্ষ্ম শরীর। বেদান্তে ইহা প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত। মৃত্যু কেবল স্থূলদেহকে আক্রমণ করে। মৃত্যুর পরে সংস্কারাদি বিজড়িত সূক্ষ্মদেহ কৃতকর্ম্মের বীজ বহন করিয়া জন্মান্তরের পথে ধাবিত হয়। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এ দেহের বিনাশ হয় না।

(৩) মোদ (ইষ্টপ্রাপ্তি জনিত আনন্দ) ও প্রবৃত্তিবৃত্তি সমন্বিত সত্ত্বগুণ প্রধান শরীরকে কারণ শরীর বলে। বেদান্তে ইহার নাম আনন্দময় কোষ।

ষট্‌চক্র—সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে যে ছয়টি পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহাদিগকে যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে ষট্‌চক্র বলে। ষট্‌-চক্র সাধন যৌগিক ও তান্ত্রিক মতে মূল সাধনতত্ত্ব। ষট্‌চক্র সাধন প্রণালী যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে ও সদগুরুর নিকট দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণে জানা যায়। কিন্তু সাধনা বিনা ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সাধক রামপ্রসাদ সাধনার দ্বারা ইহার তত্ত্ব

উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাঁহার রচিত পদাবলীর স্থানে স্থানে বিশেষভাবে ষট্‌চক্রসাধনের গুপ্ততত্ত্ব 'ঠারে ঠোরে" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ষট্‌চক্রের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) মূলাধারচক্র—ইহার স্থান গুহ্যদেশ। ইহা **চতুর্দ্দল পদ্ম**। ইহার বর্ণ গলিত স্বুবর্ণের ন্যায় পীত। ব,শ,ষ,স, এই চারিটি বর্ণ ইহার চারিটি দলে অবস্থিত। ইহা পৃথ্বীতত্ত্ব। ইহার অভ্যন্তর প্রদেশে রক্তবর্ণাভুজগাকৃতি দেবী কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই পদ্মে করিবাহন পৃথিবী ও অন্যান্য দেবতার সহিত ব্রহ্মা ও ডাকিনীশক্তি বাস করিতেছেন।

(২) স্বাধিষ্ঠানচক্র—ইহার স্থান লিঙ্গমূল। ইহা **ষড়্দল পদ্ম**। ইহার বর্ণ হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল। ব হইতে ল পর্য্যন্ত এই ছয়টি বর্ণ ইহার ছয়টি দলে অবস্থিত। ইহা রসতত্ত্ব। এই পদ্মে মকরবাহন বরুণদেব ও অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণু ও রাকিণীশক্তি বাস করিতেছেন।

(৩) মণিপুরচক্র—ইহার স্থান নাভি। ইহা **দশদল পদ্ম**। ইহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। ইহার দশদলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত এই দশটি বর্ণ বিরাজমান আছে। ইহা তেজতত্ত্ব। এই পদ্মে মেঘবাহন অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার সহিত রুদ্র ও লাকিনীশক্তি বাস করিতেছেন।

(৪) অনাহতচক্র—ইহার স্থান হৃদয়। ইহা **দ্বাদশ**

**দল পদ্ম**। ইহার বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশবর্ণ ইহার দ্বাদশদলে বিরাজমান আছে। ইহা বায়ুতত্ত্ব। এই পদ্মে কৃষ্ণসারবাহন পবনদেবও অন্যান্য দেবতার সহিত ঈশ্বর ও কাকিনীশক্তি বিরাজ করিতেছেন।

(৫) বিশুদ্ধচক্র—ইহার স্থান কণ্ঠ। ইহা **ষোড়শদল পদ্ম**। ইহার বর্ণ ধূম্রের ন্যায়। ইহার ষোড়শদলে অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত এই ষোড়শ স্বরবর্ণ বিরাজমান আছে। ইহা আকাশতত্ত্ব। এই পদ্মে কুঞ্জরবাহন আকাশ ও অন্যান্য দেবতার সহিত সদাশিব ও শাকিনীশক্তি বাস করিতেছেন।

(৬) আজ্ঞাচক্র—ইহার স্থান ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ। ইহা **দ্বিদল পদ্ম**। ইহার বর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। হ ও ক্ষ এই দুইবর্ণ ইহার দ্বিদলে অবস্থিত। এই পদ্মে পরশিব ও হাকিনীশক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে মুক্ত ত্রিবেণীও বলে, কারণ এই পদ্ম হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী স্বরূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়া মূলাধার চক্রে গিয়া আবার মিলিত হইয়াছে।

আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধদেশে **কৈলাসচক্র**। তদূর্দ্ধে **বোধিনীচক্র** ও তাহার উর্দ্ধে **সহস্রারচক্র** বা সহস্রদল পদ্ম। ইহা নাদ বিন্দুর আধার। এইখানে হংস-পীঠ আছে এবং এই হংসপীঠের উপর গুরুপাদুকা অবস্থিত।

এই শরীরের মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়ী অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান; এই দশটির মধ্যে আবার ইড়া, পিঙ্গলা,

ও সুষুম্না এই তিনটি অতি প্রধান, এবং এই তিনটির মধ্যে আবার সুষুম্না সর্ব্বপ্রধান। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী এই তিন নাড়ী মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। বহ্নিরূপিণী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যদেশে চিত্রিণী নাড়ী আছে। তাহার আকৃতি অতীব সূক্ষ্ম। নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীদেবীকে ক্রিয়ার দ্বারা জাগ্রতা করিয়া সুষুম্না পথে উর্দ্ধমুখে চালিত করত ষট্‌চক্র ভেদান্তে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধদেশে কৈলাসপুরে পরমশিবের সহিত মিলিত করাইতে পারিলেই এই সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি।

কাহারও কাহারও মতে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে জ্ঞানের যে সপ্তভূমির উল্লেখ আছে, তাহা চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল, দ্বিদল, ও সহস্রদল, এই সাতটি পদ্ম হইতেই পরিকল্পিত। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে উৎপত্তি প্রকরণে উক্ত সপ্তভূমির বিশদ বিবরণ আছে। এখানে তাহাদের নামমাত্র দেওয়া হইল, যথা—

১। শুভেচ্ছা ২। বিচারণা। ৩। তনুমানসা। ৪। সত্ত্বাপত্তি ৫। অসংসক্তি। ৬। পদার্থ ভাবনা ও ৭। তুর্য্যগা।

## প্রসাদীসুরে ও তালে রচিত অন্যের গান

১। আমিই শুধু রইনু বাকী।
যা ছিল তা চলে গেল,
রইল যা তা কেবল ফাঁকী॥
আমার বলে ছিল যারা ( মা )
আরতো তারা দেয়না সাড়া।
কোথায় তা'রা, কোথায় তারা,
বারে বারে কারে ডাকি,
বল দেখি মা শুধাই তোরে,
( তারা মা মাগো আমার )।
আমার কিছু রাখ্‌লিনারে,
আমি শুধু আমার নিয়ে
কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। আর কি কারেও ভয় করিব ( মা )।
আমি হইয়ে বিশ্বাসী ভক্ত,
ঐ চরণ তলে পড়ে রব।
অবিশ্বাসীর যে যাতনা,
সে যাতনা কতই সব।
এবার অভয় চরণ হৃদে রেখে,
নির্ভয় হয়ে বেড়াইব।

বিড়ালের শাবকের মত,
কেবল মা বলে ডাকিব।
তুমি যে ভাবে যথায় রাখিবে,
সেইভাবে তথায় থাকিব।
নিজের উপর নির্ভর করে,
হয়েছি মা পরাভব।
এখন তোমার সংসার তোমায় দিয়ে,
সংসারী বৈরাগী হব।
বিশ্বাসবৃক্ষে যে ফল ফলে, সে ফল
আর কার কাছে পাব,
এই পাপজীবনে দেখাও মাগো,
সকল লোককে দেখাইব।

কু, বি, দেব।

৩। এতদিনে বুঝেছি সার।
একা কোন গুণই নাইকো আমার।
তোমার সঙ্গে যতই থাকি,
ততই আদর বাড়ে আমার।
কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়া হলে,
কিছুমাত্র থাকে না আর।
অঙ্গের সঙ্গে থাকলে দেখি,
দন্তের আদর কেশের বাহার।

কিন্তু অঙ্গ ছাড়া হলে পরে,
কেহই তারে ছোঁয়নাক আর।
একের সঙ্গে থাক্‌লে শূন্য,
অসংখ্য মান্য বাড়ে তার,
কিন্তু এক ছাড়া হইলে শূন্য,
গণনায় গণ্য হয় না আর।
আমি তো ঠিক শূন্যের মত,
অপদার্থ অলীক অসার,
কিন্তু যতই থাক্‌ব তোমার সঙ্গে,
ততই সংখ্যা বাড়্‌বে আমার।
যে শূন্য নয় গণ্য মধ্যে,
একের সঙ্গে যোগ হলে তার,
সে যে ক্রমে মহাসংখ্যা হয়ে,
সংখ্যাতীত হয় গণনার।
যতই আমি ক্রমে ক্রমে
দাসের দাস হইব তোমার,
ততই দূরের শূন্যের মত আমি
অতীত হব গণনার।

কু, বি, দেব

৪। (এবার) আমি ঘর পাতিব নূতন করে,
মা গৃহলক্ষ্মীর চরণ ধরে।

আগে ছিল বন গমন, এবার বিধি মন গমন,
সপরিবারে যাব তরে, ঘরকে তপোবন করে।
যারা হত অন্তরায়, তারাই হবে এবার সহায়,
( দেখ্‌ব ) মায়ের মুখ সবার মুখে, মায়ের ছবি ঘরে ঘরে।
মাকে দিয়ে সংসারের ভার, হব দাস দাসী মা'র।
হব আমরা মায়ের, মা আমাদের, চিরজীবনের তরে।
নিত্য নব প্রেমোৎসবে, মাকে লয়ে নাচ্‌ব সবে।
আমরা মায়ের ছেলে, সবে মিলে, স্বর্গ পাব বসে ঘরে।

কালিনাথ ঘোষ।

---

৫। এবার দেখি বিপদ ভারি।
জমা পুণ্যের ঘরে নাইকো আমার,
হ'য়ে এলো দিন আখিরী।
স্বাধীনতা তহবিল পেয়ে,
কেবল বাজে খরচ করি ;
এখন নিকাশ দিতে যাবার ভয়ে,
কাঁপছে হৃদয় থরহরি।
নিকাশি পেয়াদা শমন,
জগতে তার জুলুম ভারি ;
সে তো মান্‌বে না কারু অনুরোধ,
এসেই লয়ে যাবে ধরি।
সাধুর কাছে শমন ভায়ার,
খাটেনাকো জারি জুরি ;

কেবল তা'রাই শমন ভয়ে সারা,
যা'রা আমার মতন ঘোর সংসারী।
দয়াল প্রভুর নাম সাগরে,
যদি ডুবে থাক্‌তে পারি ;
তবে ঘুচে যাবে সব ভয় ভাবনা,
নইলে বলো কিসে তরি।

কু, বি, দেব

৬। কবে ম'র্‌বে আমার আমি। ( মা ! )
আমি যত দুঃখ কষ্ট পাই মা, সবার মূলই আমার আমি।
( আমার ) আমির চেয়ে আমার আর, কে শত্রু বলনা তুমি।
তাই ভাবি কেমন ক'রে, এ আমির হাত এড়াই আমি।
আমি মরিলেও তো মরেনা সে, করি এখন কি মা আমি।
সত্যি সে আমি না মলে, বাঁচিনা যে মাগো আমি ;
( তবে ) প্রকাশিয়ে মহাশক্তি, মারো তুমি আমার আমি।
আমি-হীন হ'য়ে আমি, হই মাগো তোমার আমি।
( আমি ) আমি আমি বুলি ভুলে, কেবল বলি তুমি তুমি।
তুমিময় হয়ে আমি, দেখি সর্ব্বময় তুমি ;
কেবল তুমি তুমি তুমি তুমি, আমার তুমি তোমার আমি।

প্রিয়নাথ মল্লিক

৭। কালী সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যা'রে কৃপা হয় মা, তা'র সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।

তার কটিতে কৌপীন জোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণিকোটা;
আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লোনা আর সিদ্ধিঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, ক'র্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা;
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর কি, পুঁচতে পারি সাধের ফোঁটা।
জগত জুড়ে নাম র'টেছে, কমলাকান্ত কালীর বেটা;
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা।

——— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

৮। কি আশায় মন আছ ভুলে।

তোমার হবেনা তৃষ্ণা নিবারণ, বিষয় মরীচিকার জলে।
কেহ নহে কা'র সকল ফাঁকী, দেখ একবার মুদে আঁখি;
এই ভবের মেলা মায়ার খেলা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে চলে।
ষড়রিপুর সেবা ক'রে; সুখ পাবে না কোন কালে;
তবে মিছে কেন বিড়ম্বনা, দুধের তৃষ্ণা কি ভাঙ্গে ঘোলে।
হরি নামামৃত সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা;
প্রেমদাসে ভণে, নাম বিহনে, গতি নাই ভাই অন্তিমকালে।

——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

৯। কেন তোমার ভ্রান্তি এত। ( মন )

তুমি অন্তর্যামী ভগবানকে, ঠকাইতে পার্বেনাতো।
প্রাণপণে নাম সাধন কর, যোগী ঋষি ভক্তের মত।
সেই সাধনের ধন হরিধনে, সাধন বিনা পাবেনাতো।

গৈরিক বসন প'রে, সেজে বেড়ালে সাধুর মত ;
সকল লোকে সাধু বল্‌বে, কিন্তু তুমি শান্তি পাবেনাতো।
প্রাণমন্দিরে আছেন যিনি, প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সতত ;
মনের একটী চিন্তাও তাঁর কাছে, গোপন রাখতে পারেনাতো
কুচিন্তা কুবুদ্ধি ছেড়ে, হ'য়ে সরল শিশুর মত ;
দিবানিশি প'ড়ে থাক, হইয়ে তাঁ'র পদানত।
শিক্ষককে ঠকাতে চেষ্টা, করে দুষ্ট বালক যত ;
তা'রা জানেনা যে আপনারাই ঠকিতেছে জন্মের মত।

কু. বি, দেব।

১০। প্রেম বিনা কি সে ধন মিলে !
ওরে তৈল বিনা কি প্রদীপ জ্বলে।
জ্ঞানালোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে ;
আছে ঘরের মধ্যে পরমনিধি, কোন্ আঁধারে ঘুরে ম'লে ?
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে ?
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে !
প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে ;
এ সব প্রেমের কার্য্য, প্রেমের রাজ্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ;
ওরে, প্রেম ল'য়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে !
প্রাণ ছাড়ে ত প্রেম ছেড়ে না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ;
তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে ॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

১১। মিছে আর কেন ভাবনা।
ও মন ভেবে ত কভু কূল পাবে না।
ভেবেই বা কি করবে বল, ক্ষমতায় তো কুলাবে না ;
এই অনন্ত বিশ্বমাঝারে তুমি ক্ষুদ্র কীট বইত না।
সর্ব্ব মূলাধার যিনি, তাঁরে কেন ভার দাও না ;
হ’য়ে অবিশ্বাসী, দিবানিশি. করোনা বৃথা শোচনা।
স্বয়ং হরি নিরবধি, ভাবিছেন জীবের ভাবনা ;
যাঁর হাতে ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাঁর আছে জানা ;
ছেড়ে কুটিল বুদ্ধি, মন্দমতি, কর তাঁর উপাসনা॥

—— ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

১২। যদি চাও হে সুখ এ জগতে।
হবে সংসারী বৈরাগী হ’তে।
উদাসীন বৈরাগী হ’লে, কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে ;
সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায়, সে মরে দুঃখ পিপাসাতে।
অর্থনাশ বা স্বজন বিয়োগ, এরূপ কোন ঘটনাতে,
যা’রা হয়েছে শ্মশান বৈরাগী, সুখ নাই তাদের অন্তরেতে।
বিরক্ত বৈরাগী হ’লে, পাবেনা সুখ কোনমতে ;
সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায়, যেওনা মরুভূমিতে।
“মর্কট বৈরাগ্য” তুমি ক’রোনা মন লোক দেখাতে।
“স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং” ব্রাহ্মৈরেবম্ প্রকীর্ত্তিতে।

—— কু, বি, দেব

১৩। যেওনা মা আমায় ফেলে।
প্রাণ যে কেঁদে ওঠে তোমায় না পেলে।
পাপেতে পূর্ণ অবনী, রয়েছে দেখ জননি।
এদের হাত এড়াবার তরে, লুকাতে চাই তোমার কোলে।
নহি যোগী নহি জ্ঞানী, ভজন সাধন নাহি জানি ;
হেলায় হারায়েছি তোমায়, নিজপাপ কর্ম্মফলে।
পাষণ্ড অভাগা ব'লে, পোড়াতে নরকানলে,
পুরাতন পাপেরা আমায় ধ'রে তাহে দিচ্ছে ফেলে।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মা, ফলিছে ন্যায়ের কৌশলে,
এখন সভয়ে ডাকি অভয়ে, দেখা দাও বিপত্তিকালে।
আত্মীয় ব'লে যাহারা, পরিচয় দেয় ধরাতলে ;
সুখের পায়রা সবাই তারা, উড়ে যায় মা দুঃখের কালে।
কৃপা করে কৃপাময়ী, চিনিয়ে দাওগো ভক্তদলে ;
বাঁচিবে প্রাণ এ যন্ত্রণায়, তাঁদের মাঝে লুকাইলে।

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

---

১৪। লও মন বৈরাগ্য ব্রত।
হয়ে বিষয়ের কীট, পাপের অধীন, থাকিবে আর বল কত।
সুখের লোভে ঘুরে ঘুরে, এতদিন বেড়াইলেত।
এখন বাপের সুপুত্র হ'য়ে, হও তাঁ'র শরণাগত।
বাসনা থাকিতে কভু, ভাবনা ঘুচিবেনাত।
ও মন ভাবনা চিন্তা না ঘুচিলে, সুখ শান্তি পাবেনাত।

ভক্তিজটা শিরে ধরি, বিনয়ে হও অবনত ;
মাখি প্রেমের বিভূতি অঙ্গে, ভজ নিত্য ব্রহ্মপদ।
সংসারে নির্লিপ্ত থাক পদ্মপাতের জলের মত।
ও মন পরের সুখে হ'য়ে সুখী, কর জগতের হিত।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

---

১৫। সাজিয়ে দাও বৈরাগীর বেশে। ( মা )
নাম গুণ গেয়ে বেড়াই দেশ বিদেশে।
শ্রদ্ধা ভক্তি শান্তি প্রেমের, কাঁথাখানি গায়ে বেঁধে।
অনুরাগের ঝুলি কাঁধে দাও, জগতের লোকে দেখুক এসে।
সংসারেতে ভয় ঘোচে না, ভয় সাগরে বেড়াই ভেসে।
এবার অভয়চরণ হৃদে রেখে, বেড়াব মা হেসে হেসে।
এতদিন গিয়েছে মা, অসার অলীক সুখের আশে।
এখন প্রকৃত সুখ ক'রব ভোগ, ভাই ভগ্নিগণে ভালবেসে।
এই পাষণ্ড মহাপাপী, সংসারে আসক্তি ত্যজে
হ'লো প্রেমিক বৈরাগী দেখে, কত লোকে পড়বে এসে।

কু, বি, দেব

ঈশ্বরগুপ্ত ৯১

[illegible] ২৩৯

# সূচী

* চিহ্নিত গান শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

† ,, ,, ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ,,

‡ ,, ,, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,,

§ ,, ,, শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ,,

‖ ,, ,, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কাব্যনিধি ,,

# ভ্রম সংশোধন

[ প্রচলিত পাঠানুসারে গান লেখাইয়া ছাপিতে দেওয়া হয়। ছাপা কতক অগ্রসর হইলে ঐ পাঠ যে স্থানে স্থানে অশুদ্ধ তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন হইতে অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন করিতে লাগিলাম। যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছিল তাহার অশুদ্ধ পাঠ ও সমস্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান ছাপার ভুল এখানে সংশোধিত হইল ]।

| | | ছাপার ভুল | পাঠের ভুল | সংশোধন |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ পৃষ্ঠায় | ২০ ছত্রে | ১৮৮১ | | ১।৮১ |
| ১৫ ,, | ৭ ,, | | বেণী | ফণী |
| ১৬ ,, | ১ ,, | পুরে | | পূরে |
| ১৭ ,, | ১৭ ,, | ধ্যানে | | ধ্যান |
| ১৯ ,, | ৫ ,, | সব | | শব |
| ২৮ ,, | ৬ ,, | গুরুতরে | | গুরুতর |
| ৪১ ,, | ১০ ,, | | মবরব | নবরব |
| ৪১ ,, | ,, ,, | | মণ্ডল | মণ্ডন |
| ৪৪ ,, | ৩ ,, | | কি নাগী | ( উঠিয়া যাইবে ) |
| ৪৭ ,, | ৫ ,, | অশুতোষ | | আশুতোষ |
| ৪৯ ,, | ২২ ,, | | দুন্ধবা দুন্ধবী | দুন্দুভা দুন্দুভি |
| ৫০ ,, | ৫ ,, | | বসন | রদন |
| ৫৩ ,, | ৯ ,, | | বিষয় | বিষয়ী |
| ৫৯নং ,, | ৬ ,, | | বিম্বোপরে | দলোপরে |
| ৬২ ,, | ১৭ ,, | | মেষবর | মেঘবর |
| ৭৮ ,, | ৭ ,, | | বাপের | মায়ের |
| ৮০ ,, | ৬ ,, | | ডাকিনী | কাকিনী |

| | | ছাপার ভুল | পাঠের ভুল | সংশোধন |
|---|---|---|---|---|
| ৮৮ ,, | ৫ ,, | যেটি | | সেটি |
| ৯৭ ,, | ৫ ,, | | অস্তে | অভয় |
| ১০৪ ,, | ৪ ,, | | নামাগ্নি রসনায় জ্বলে | নামাব্ধি যমুনার জলে |
| ,, ,, | ৮ ,, | | ফল | স্থল |
| ১১২ ,, | ৬ ,, | | সেত | সেথো |
| ১২৬ ,, | ৯ ,, | নিন্দা | | নিন্দি |
| ১২৬ ,, | ১০ ,, | | বাহং···কামমাপরে | এবাহং···কাম মপরে |
| ১৩৮ ,, | ৩ ,, | জমী | | জামিন |
| ,, ,, | ৭ ,, | | নিরাইতে | নিড়াইতে |
| ১৬৩ ,, | ৭ ,, | করে | | কার |
| ১৭১ ,, | ৬ ,, | খেটে | | ঘেটে |
| ২৪৬ ,, | ৫ ,, | কোথা গেল | | গেল কোথা |
| ২৬৭ ,, | ১১ ,, | জেলে | | জ্বেলে |
| ২৩০ ,, | ১৩ ,, | সাংখ্যাং | | সাংখ্যা |
| ২৪৪ ,, | ৫ ,, | রুদ্রমালা | | রুদ্রযামল |